যোগাযোগঃ facebook.com/slaveofalmightyallah

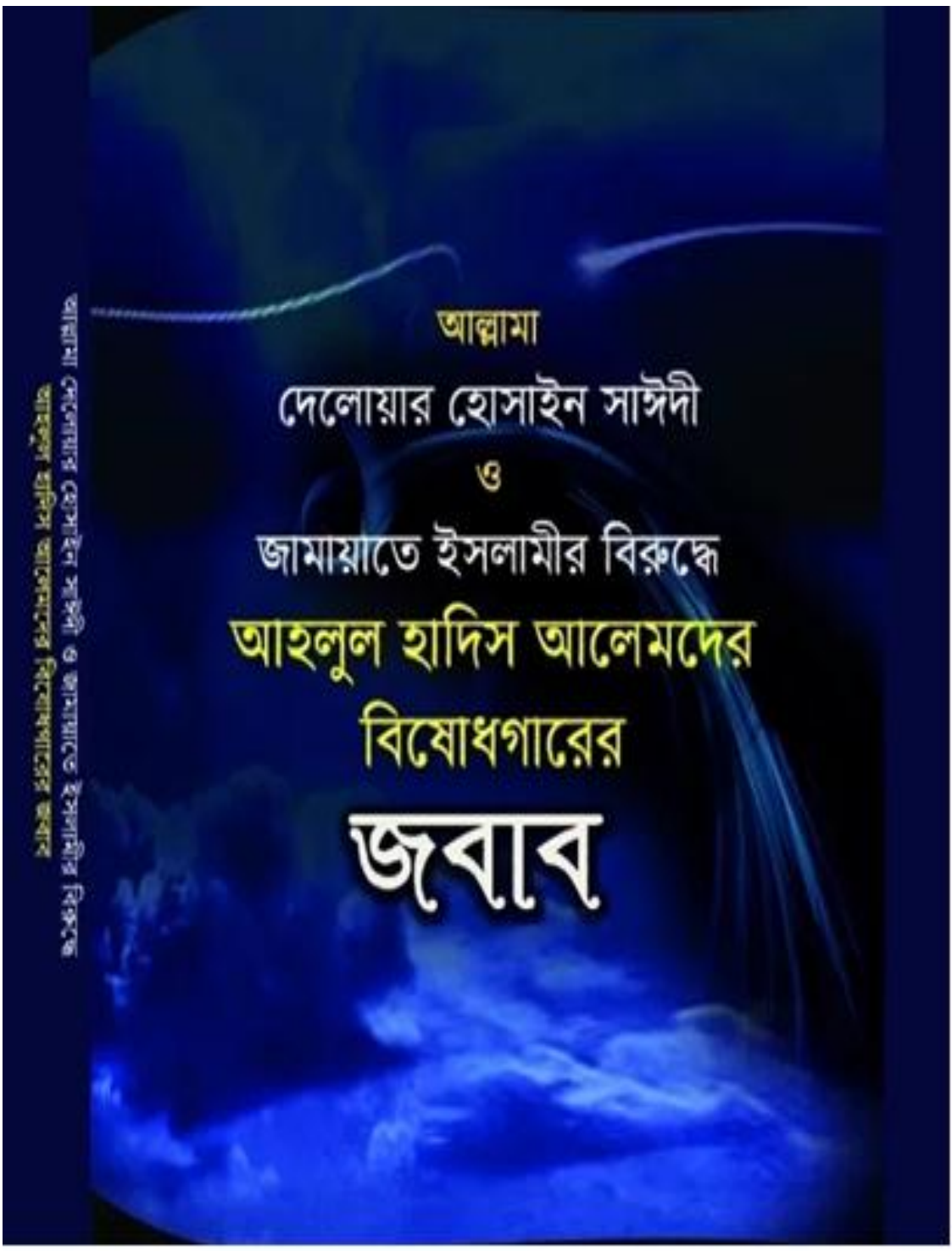

উৎর্সগ

জামায়াতে ইসলামীর নেতা, তাঁর অমর কীর্তি "তাফসীরে সাঈদী" এর প্রনেতা, বাংলাদেশের জালেম সরকার এর কুকীর্তির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, গোটা পৃথিবীতে উত্তর আধুক কালের ইসলামী রেনেসাঁর বৈপ্লবিক পুরুষ, অসাধারণ বাগ্মী ও তার্কিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা দেলোয়ার হসেন সাঈদী

এ সব দৃঢ়চেতা সৈনিকদের পরকালীন মুক্তির জোর প্রার্থনায় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে উৎর্সগ করলাম।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল পার করছে। আর প্রথম সারির নেতৃবৃন্দদেরকে একের পর এক মিথ্যা মামলার আসামি বানিয়ে ফাঁসির কাষ্টে ঝুলিয়ে শহীদ করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য হাজার হাজার নেতা কর্মীকে নির্যাতন করে কারাগারে বন্ধি করে রাখা হয়েছে। অগনিত মিথ্যা মামলার আসামী বানিয়ে অমানবিক জুলুমের তুলনা কেবল মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের উপর জালেম নাসের ও সিসির করা জুলুমের সাথেই তুলনীয়। এ জুলুমকে কেবল রাজনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ৭১ সালে তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী প্রধান কোন পক্ষ ছিল না। কিন্তু তারা পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বসী ছিল এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তা হলেও জামায়াতে ইসলামীর সেসব নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগের বিচার হচ্ছে। দুই এক জন ছাড়া অধিকাংশই কোন দ্বায়িত্বশীল পদে ছিলেন না। বরং বয়সে তরুন ছিলেন। তারপরও তাদের উপর আরোপিত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিপক্ষ প্রমান করতে পারে নি। আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার অপরাধ আদালত নাম দিলেও কোন আর্ন্তজাতিক আইন জীবিকে এই মামলায় আসতে দেয়া হয়নি। কাজেই এধরণের কেংগারু কোর্ট তৈরী করে ক্ষমতাসীনদের মনমত রায় দিয়ে ফাঁসি মঞ্চে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।

ইতিহাসের এই মহা অন্যায় সাধনে কেবল দেশীয় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষই জরিত নয়। বরং এর মূল পরিকল্পনা হয়েছে দেশের বাইরের প্রেসক্রিপশনে। ইসলাম বিরোধি ইহুদী নাসারা শক্তি ও পার্শ্ববর্তী পৌত্তলিক মুশরীক রাষ্ট্র এর সাথে উৎপ্রতভাবে জরিত। নতুবা তৎকালীন পাক সেনাবাহীনির চিহ্নিত ১৯৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘ ৪ দশক পরে কিভাবে টার্গেট হল। এটা তা এক বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। ৭১ সালে জামায়াতে ইসলামী এক মাত্র দল নয় যারা পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। বরং সকল ইসলামী দল ও ব্যক্তিবর্গ আলেম ওলামারা একই অবস্থান নিয়েছিল। তাহলে জামায়াত একক ভাবে টার্গেট হল কেন? উত্তর একটাই জামায়াতই এ দেশে সব চেয়ে সুসংগঠিত ও ভারসাম্য দল। রাজনীতি করা প্রভাব শালী ইসলামী দল। এ কারণেই প্রাক্তন ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী মনমহন সিং প্রমাদ গুনেন বাংদেশের ২৫% লোক

জামায়াতের সর্মথক ও ভারত বিরোধি। এ প্রেক্ষাপটে দুটি গোষ্ঠী চরম বিরোধিতায় অবর্তীন হয়েছে। এদের একটি ইহুদী, নাসারা ও ভারতীয় পৌত্তলিকদের দালাল নাস্তিক, কাদীয়ানী, মুরতাদ গোষ্ঠী ও তাদরে সমর্থনকারী সেকুলার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষ হল, ভন্ড ব্রেলভী সুফি, নামধারী কতিপয় দেওবন্দী আলেম, সহীহ আক্বীদাহর দাবীদার আহলুল হাদিস বা সালাফি নামধারী কতিপয় শায়েখ, মাদানীদের একটি অংশ। এসব কবর পুজাঁরী ভন্ড পীরেরা অনেক আগে থেকেই জামায়াত বিরোধি এটি নতুন কছু নয়। কিন্তু বর্তমানে সহীহ আক্বীদাহর দাবীদার আহলুল হাদিস নামধারী কতিপয় শায়েখ জামায়াত বিরোধিতায় এভাই উঠে পরে লেগেছেন যে, যা কবর পুজাঁরী সুফিদের বিরোধিতাকেও হার মানিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পীর, সুফি ও প্রচলিত তাবলীগীদের সাথে বাতিল মতবাদ সকেুলার এর সাথে কোন বিরোধ নাই। ঠিক এই নামধারী আহলুল হাদিসদের সাথেও বাতিলের কোন বিরোধ নাই। যারা বাতিলের সাথে আপস করে চলে, তারা জামায়াতের বিরোধিতা করবে এটাই সাভাবিক। যা অনেক পরে হলেও মানুষ বুঝতে পেরেছে। যদিও এক সময় জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মওদূদী (রহঃ) ও জামায়াত নেতা আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সাথে আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) ড. আব্দুল বারী (রহঃ) এর সাথে সুসর্ম্পক ছিল। আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সারীর নেতা। এককালিন সংসদ সদস্য ও আন্তর্জাতিক বক্তা। কাজেই তাঁকে ঘায়েল করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিল। নাস্তিক, মুরতাদ, কাদীয়ানী, ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও কতিপয় নির্বোধ আলেমদের জন্য অন্যায় ভাবে কারাগারে বন্ধী করা হয় আল্লামা সাঈদীকে। সে আর এখন ময়দানে নেই, তাই তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমনের এখনই মোক্ষম সুযোগ, কুপমুন্ডুক কাপুষরা এমনটাই ভেবেছে। তাঁকে অন্যায় শাস্তিদানের প্রতিবাদে প্রায় পৌনে দুইশত মুমিন শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি বাইরে থাকা অবস্থায় এসব ভীরুরা তাঁর বিরুদ্ধে বক্তৃতা ক্যাসেট বের করার দু:সাহস দেখাইনি।

কারণ তিনি একাই যতেষ্ঠ ছিলেন ওসব পুঁচকে আলেমদের মোকাবিলা করার জন্য। মজার ব্যপার হল যার হাতে হাত রেখে অসংখ্য অমুসলিম ঈমান এনে মুসলিম হয়েছিলেন তাঁকে প্রথমে গ্রেফতার করা হয়েছিল চরম ভন্ড ও বিদাআতী মাইজভান্ডারী তরীকত ফেডারেশনের "ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার মিথ্যা অভিযোগে। পরে মিথ্যা মামলার নীল নকসা আঁকা হয়। একই সাথে ও একি অভিযোগে জামায়াতের আমির প্রাজ্ঞ আলেম মতিউর রহমান নিজামিকে গ্রেফতার করে পরে মামলা সাজানো হয় এবং পরে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে শহীদ করে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় চলছে জামায়াত ও সাঈদী বিরোধি চরম প্রপাগান্ডা। এব্যপারে তথাকথিত সহীহ আক্বীদার সালাফী আলেমরা খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। দাম্মামে অবস্থান কারী সৌদী রাজতন্ত্রের খুদ কুড়ো শায়েখ মতিউর রাহমান ও ড. গালিব এর সংগঠন থেকে বেড়িয়ে আসা শায়েখ মুজাফ্ফর সাহেব জামায়াত বিরোধি অসংখ্য বক্তব্য দিচ্ছে। যার মদদ যুগিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান মিডিয়া। তার বহু বক্তব্য আমি শুনে ছিটে ফোটা সত্যতা পেলেও অধিকাংশ অংশ জুড়ে রয়েছে কুরআন সুন্নার অপব্যাখ্যা ও অপবাদ। জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা ও আল্লামা সাঈদী বর্তমান মজলুম। আল্লামা সাঈদী তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ খন্ডনের সুযোগ পাচ্ছেন না। এহেন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞ তরুন আলেম রফিকুল ইসলাম যিনি নিজেও আহলুল হাদিসের অর্ন্তভূক্ত।

তিনি কুরআন সুন্নাহর দলীল সহকারে ঐসব আলেমদের অপব্যাখ্যার জবাব ও প্রতিবাদে দিতে এগিয়ে এসেছেন দেখে খুবই আনন্দিত হলাম। আল্লাহ পাক যেন তার নেক মাখসুদ পুরণ করেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম জাযায়ে খায়ের দেন। আমিন! এর আগে কুফ মন্ডু ফতুয়াবাজদের ডাঃ জাকির নায়েক বিরোধিতার ব্যাপারে তার লেখা বই পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম। এবারও খুবই চমৎকৃত হলাম। আশা করা যায় অপবাদ কারীদের আসল চেহারা উম্মচিত হয়ে মুসলিম উম্মার কাছে এবং তাদের এহেন প্রপাগান্ডা হতে বিরত থাকবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হক্ক অনুধাবনের তৌফিক দিন। বিশ্ব ব্যাপি ইসলামী আন্দোলনের বীর মুজাহিদরা কোন ভাবেই বিভ্রান্ত ও বিভক্ত হবেন না। ঐসব বিকৃতি বক্তব্যে ও অপবাদে। এই বই তাদের কাছে বর্ম হিসেবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিম উম্মার ইত্তেহাদ এমুহুর্তে খুবই জরুরী। সারা দুনিয়া ব্যাপি চলছে ইসলাম বিরোধি ষড়যন্ত্র ও আক্রমন। এ বই ইসলামী উম্মার ও ইত্তেহাদের বুনিয়াদকে মজবুত করুক ও বিবেদকারীদের ষরযন্ত্র নস্যাৎ হোক এই তামান্না করছি।

সূচীপত্র

আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আহলুল হাদিস আলেমদের বিষোধগারের জবাব ঃ ১০

মতিউর রহমান মাদানী ও মুজাফ্ফর বিন মুহসীনের আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ও জামায়াত ইসলামীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ খন্ডন ঃ ১২

অভিযোগঃ- ১ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী উক্তি, সাঈদী সাহেব আরবী জানেন না, তার জবাব ঃ ১২

অভিযোগঃ- ২ মতিউর রহমান মাদানী বক্তব্য মুসলিম দেশের সরকার কোন কবীরাহ গুনাহ করলে অপসারণ করা যাবে না। যদি সরকার প্রকাশ্য কুফরি না করে বরং তাদের এছলাহ করতে হবে ঃ ১৬

শাহবাগ আন্দোলন ঃ ৪০

অভিযোগঃ- ৩ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেন, নবী দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) রাজতন্ত্র করেছেন ঃ ৪৩

অভিযোগ ঃ- ৪ মতিউর রহমান মাদানী বলেন, বোমা মারা লোকদেরকে তৈরী করে জামায়াত ঃ ৫৩

অভিযোগ- ৫ শায়েখ মাদানী মাওলানা সাঈদীর বক্তৃতা উল্লেখ করে বলেন যে, সাঈদী সাহেব জাল হাদিস বলেন ঃ ৫৩

অভিযোগ- ৬ মাদানীর উক্তি আল্লামা সাঈদীকে আরব জাতির কেউ চিনে না ঃ ৫৬

অভিযোগ ঃ- ৭ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন, মওদূদী বি. এ পাশ লোক, মাদ্রাসা পড়ার লোক না। তিনি আরবী জানতেন না ঃ ৫৮

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে ভারতের আহলুল হাদিসের আলেম শায়েখ আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদীর বিষোধগারের জবাব ঃ ৬২

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে দেওবন্দী আলেম নুরুল ইসলাম ওলপুিরীর বিষোধগারের জবাব ঃ ৬৫

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দেওবন্দী আলেম তাকী উসমানীর বিষোধগারের জবাব ঃ ৬৯

অভিযোগঃ- ৮ শায়েখ মাদানীর মন্তব্য, ইসলামী ব্যাংক হয়েছে, কিছু দিন পর ইসলামী মদ, ইসলামী পতিতালয় হবে ঃ ৭৬

অভিযোগঃ- ৯ রাসূল (সাঃ) থেকে ১৪ শত বৎসর পর্যন্ত কেউ আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করেন নাই ঃ ৭৭

অভিযোগঃ- ১০ মতিউর রহমান মাদানীর উক্তি ইসলামের চার খলিফা (রাঃ) মাযহাবের চার ইমাম (রহঃ) হাদিসের ইমাম (রহঃ)গণ ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয়া যুগ, উসমানীয়া যুগ, মুগল যুগ পর্যন্ত কেউ দ্বীন কায়েমের নামে ক্ষমতা দখল করেন নাই ঃ ৭৯

মতিউর রহমান মাদানীর আক্বীদাহ সৎ কাজ করলেই এমনিতেই খিলাফত কায়েম হয়ে যাবে ঃ ৮৩

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আহলুল হাদিস আলেমদের বিষোধগার ঃ ৮৪

অভিযোগ ঃ- ১১ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী আল্লামা সাঈদীর ভুল ধরে বলেন, (আল্লামা সাঈদী ও জামায়াতে ইসলামী) এদের রাজনীতি হল ক্ষমতা বা গদি দখল। নবীরা গদি দখল করেন নাই ঃ ৮৮

অভিযোগ ঃ- ১২ নবীরা গদি দখল করেন নাই, নবীরা রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন না। অনুরুপ বক্তব্য দিয়েছেন, ডঃ গালিব, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, আমানুল্লাহ্ বিন ইসমাঈল ও অন্যান্য আহলে হাদিস আলেমগণ ঃ ৮৯

নবী রাসুল (আঃ)গণ রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন ঃ ৮৯
নুহ (আঃ)
ইবরাহিম (আঃ)
মুসা (আঃ)
ঈসা (আঃ)
মুহাম্মদ (সাঃ)

অভিযোগ ঃ- ১৩ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন, বীর্য পাক ও পবিত্র ঃ ৯৮

অভিযোগঃ- ১৪ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী আল্লামা সাঈদীর সমালোচনা করে বলেছেন যে, কাউকে পশু বলা, কাউকে নরপশু বলা এগুলো মুর্খদের কথা কোন শিক্ষিত বা আলেমের কথা নয়। জ্ঞানী লোকের কথা হচ্ছে ভদ্র কথা ঃ ১০১

অভিযোগ ঃ- ১৫ আল্লামা সাঈদী শায়েখ আব্দুর রহমানকে শায়েখ 'রাহমান' বলার কারণে শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী মন্তব্য করে বলেন যে, যদি সামান্য তার ইলম থাকতো ----- এ নামে ডাকত না। যে ব্যক্তি কোন মানুষকে রহমান বলবে, সে নামে

শিরক করল। কারণ রাহমান কে? উত্তর আল্লাহ। খালেক বলে ডাকা মালেক বলে ডাকা হল নামে শিরক ঃ ১০২

অভিযোগ ঃ- ১৬ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী সাহেবের উক্তি, ক্ষমতা চেয়ে নেয়া যাবে না ঃ ১০৬
যোগ্য ব্যক্তি ক্ষমতা চেয়ে নিতে পারবে ঃ

অভিযোগ ঃ- ১৭ শায়েখ মুজাফ্ফর বিন মুহসীনের মতে জামায়াতে ইসলামী শীআ, সুফী ও ইখয়ান আক্বীদাহ পোষণ করেন ঃ ১১৪

জাময়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে মুজাফ্ফর বিন মুহসিনের মিথ্যাচারের জবাব ঃ ১১৭

মুজজফ্ফর বিন মুহসীনের উক্তি রাসুল (সাঃ) ভুল করেছেন ঃ ১২৪

শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ইহুদী ও খ্রীষ্টান স্থাপনায় (আফগানিস্থান, ফিলিস্তিনে) যারা আত্মঘাতী হামলা করছে, তারা আত্মহত্যাকারী জাহান্নামী ঃ ১২৫

আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ দাবী করে বলেন যে, তার বইয়ে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোন অভিমত নেই ঃ ১৩২

আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেবের হাদিসের বিকৃতী ব্যাখ্যা প্রদানের জবাব ঃ ১৩৭

জামায়াতে ইসলামী কি প্রচলিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ? ১৩৯

ডাঃ জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে ভারত ছফর ও মুজাফ্ফর এবং আব্দুর রাজ্জাকের সুপারিশের দোহাই ঃ ১৪৭
শুধু ঃ ১৪৯
যে ভুলের সংশোধন চাই ঃ ১৫০

শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী ও আহলে হাদিস আলেমগণের যে ভুল নজরে পড়ে ঃ ১৫০

মাওলানা সাঈদীর যে ভুল নজরে পড়ে ঃ ১৫২

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার রচিত একামতে দ্বীন সিরাতে মুস্তাকীম এর উর্দূ অনুবাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মালিহা বাদীর ভূমিকা ঃ ১৫৪

অল ইন্ডিয়া আহলে হাদিস কনফারেন্স স্মরণিকা ১৩৬৪ হিজরীর মিয়া হাফিজুর রহমানের উদ্বৃতি ঃ ১৫৫

পৃষ্ঠা
১০

আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর ও জামায়াত ইসলামী বিরুদ্ধে আহলুল হাদিস আলেমদের বিষোধগারের জবাব ঃ-

ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, দাম্মাম, সৌদি আরব থেকে শায়েখ মতিউর রহমান মাদানীর কিছু ভি.ডি.ও ক্যাসেট বের হয়েছে। তাতে তিনি দেওবন্দী, চরমোনাই, শার্ষিণা, তাবলীগী, ব্রেলভী ইত্যাদি ভ্রান্ত আক্বীদাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে বিশ্বের সেরা বাগ্মি আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর বক্তব্যের ভিতর জাল, জঈফ কথাগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। যে পর্যালোচনা আমাকে চমৎকৃত করেছে তার চেয়ে ব্যথিত করেছে অনেক বেশী। সমালোচনা করলেন কেন? কারণ তিনি হানাফী মাযহাবে বিশ্বাসী। আবার সুফিদের দিকে কিছুটা ঝুঁকা, সাথে সাথে তিনি জামায়াতে ইসলামী করেন।

তাই তাঁর বক্তব্যে ত্রিবিধ তথ্যের সমাহার। ফলে কিছু কিছু কথা কুরআন সুন্নাহর দিক দিয়ে অমিল। কুরআন সুন্নাহর দিক দিয়ে যে কথাগুলো অমিল সে কথাগুলি নিয়ে শায়েখ মাদানী মাওলানা সাঈদীর সাথে সংশোধনের লক্ষ্যে একান্তে বসতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে, মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন। মাওলানা সাঈদী সৌদী আরবের কোন এক মসজিদে বক্তব্য দিতে চাইলে তিনি (শায়েখ মাদানী) হিংসুটে মনোভাব নিয়ে আল্লামা সাঈদীর বক্তব্য দেয়ার বিষয়টি ষরযন্ত্র করে তা পন্ড করে দেন। এ হল শায়েখ মাদানীর বিদ্বেষের নমুনা।

অথচ আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।[1] আমরা মাওলানা সাঈদীকে ভুলের উর্ধে মনে করি না। কেননা তিনিও মানুষ, মানুষ বলতেই ভুল আছে। তাই মাওলানা সাঈদীর কিছু কথা

যোগাযোগঃ facebook.com/slaveofalmightyallah

কুরআন সুন্নাহর দিক দিয়ে অমিল, এদিকটা বাদে তার আরেকটা দিক রয়েছে, তা প্রশংসনীয়, তাই তাঁর সমালোচনা করতে শংকিত হতে হয়। কেননা তিনি যে বিশাল হানাফী জামায়াত থেকে তাওহীদ ও সুন্নাহর কথা বলেন। শিরক ও বিদআত এর বিরুদ্ধে কথা বলেন। কুরআনি আইন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। বিজাতীয় মতবাদ ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তার হৃদয় এক প্রশস্থ ময়দান, তাঁর কাছে একজন তাওহীদবাদী তাওহীদের কথা বলে তৃপ্তি পায়, একজন সুন্নাহ্‌বাদী সুন্নাতের পরিপূর্ণ রূপ চর্চা করতে পারে। একজন সংস্কারবাদী সংস্কারের কাজে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা পায়। তাঁর হৃদয় আহলুল হাদিস আলেমদের মত সংকীর্ণ নয়। সুফি আলেমদের মত একরোখা নয়। তিনি সংকীর্ণতা ও একঘেঁয়েমীর অনেক উর্ধ্বে। ভুল ধরিয়ে দিলে উদার মনে তা মেনে নেন, আলেমদের দুঃখে দুঃখী হন, তিনি দেশের কল্যাণের কথা বলেন, মুসলিম জাতির ভালাই কামনা করেন। এমন বহু গুণের সমাহার ঘটেছে এই মহান ব্যক্তিটির মাঝে।

আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু শায়েখ মাদানীর নিকট তাঁর কোন গুণ ধরা না পড়লেও আমাদের কাছে তাঁর যথেষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁকে কোন এক মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন আপনি যে দরুদ পড়েন এটা কি সুন্নাতি? তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, না। সুন্নাতি দরুদ পড়াই আমাদের উচিৎ। এ দরুদ গুলো আমাদের বর্জন করতে হবে। অন্য মহিলা প্রশ্ন করেন সৌদী আরবের আব্দুল্লাহ বিন বা'য এর সালাত শিক্ষায় এই এই বিষয় আছে, (যা আমাদের সাথে মিলে না) এ ব্যাপারে আপনার মত কি? তিনি উত্তর দিলেন, আব্দুল্লাহ বিন বা'য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেম তাঁর সালাত শিক্ষাতে যা পেয়েছেন তা নির্দ্বিধায় আমল করুন।

তিনি অন্য এক জায়গায় এক ধাপ আগ বেড়ে বলেন- রাসুল (সাঃ) এর সালাত পড়তে চাইলে নাসির উদ্দিন আলবানীর সালাত শিক্ষা পড়ুন। বুখারী থেকে সালাত শিখুন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি ইরানি বিপ্লবের কথা বলেন কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আমি ইরানি বিপ্লবের দিকটাই বলি, কেননা তাদের আক্বীদাহ আমাদের সাথে বিরাট ব্যবধান। আক্বীদার বিষয়ে তাঁকে অনেক প্রশ্নই করা হয়েছে, তিনি উত্তর দিয়েছেন কুরআন সুন্নার অনুকুলে। উল্লেখ্য যে তিনি যেহেতু হানাফি জগত থেকে কথা বলেন তাঁর উপর মাযহাবী প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? তাঁর জবানে অজানা কিছু শিরক ও বেদআত এর কথা বের হয়ে আসলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি সংশোধনের ও গবেষণার পথে আছেন। কাজেই বাংলার জমিনে এমন নেতা আছে কয়জন? কিন্তু শায়েখ মাদানী মাওলানা সাঈদীর কোন ভাল দিকই পান না। তাঁর সারাটা ভিডিও ক্যাসেটে তাই প্রমানিত হয়েছে।

১২

মতিউর রহমান মাদানী ও মুজাফ্ফর বিন মুহসীনের আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ও জামায়াত ইসলামীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ খন্ডন ঃ-

পাঠক, মতিউর রহমান মাদানী ও মুজাফ্ফর বিন মুহসীন এবং আহলুল হাদিসের অন্যান্য আলেমরা জামায়াত ইসলামী এবং তার প্রতিষ্ঠাতা সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) ও আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ এনেছেন। এসব অভিযোগের মধ্যে কিছু অভিযোগ সত্য হলেও তাদের বিরুদ্ধে আনিত অনেক অভিযোগ একেবারেই ডাহা মিথ্যা। তাদের সেই সব মিথ্যা অভিযোগ গুলো দ্বীন দরদী ভাইদেরকে জানানো প্রয়োজনবোধ করছি। এখন আমরা আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ও জামায়াত ইসলামীর বিরুদ্ধে মতিউর রহমান মাদানী ও মুজাফ্ফর বিন মুহসীন সাহেব যে সমস্ত অভিযোগ এনেছেন তা একে একে খন্ডন করব, ইনশাআল্লাহ।

১২

অভিযোগঃ-১ শায়েখ মাদানী বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, সাঈদী সাহেব আরবী জানেন না ঃ-

জবাবঃ- বন্ধু শায়েখ মাদানী ব্যক্তি সত্ত্বার উপর আঘাত এনেছেন। মাওলানা সাঈদীর একটি আরবী শব্দ ছালাছা (তিন) কে আরবের আঞ্চলিক বা গ্রাম্য ভাষায় তালাতা (তিন) বলায় মাদানী তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সাঈদী সাহেব আরবী জানেন না। শুধু তাই নয়, তিনি এক পর্যায়ে বলেই ফেললেন, সাঈদী সাহেব তো শার্ষীনা থেকে কামিল পাশ। কামেল পাশ করা লোকের কতটা বিদ্যা হয় আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) সাধারন আলেমরাও বুঝে। আলেম, ফাজেল, কামেল পাশ করার জন্য নাকি ১০,২০, ৫০ পাতা হাদিস পড়ানো হয়, ইত্যাদি। অথচ এটি কোন শরিয়তি ভুল ছিল না। বক্তব্যের মধ্যে আঞ্চলিক শব্দ আসতেই পারে। মাদানীর উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে যে, মাদানী সাহেব ইছলাহর নিয়তে তা করেন নাই বরং বিদ্বেষ পোষণ করে বক্তব্য দিয়েছেন। মাদানীর সুত্রানুপাতে আমরাও বলতে পারি যে, মাদানী সাহেব বাংলা ভাষা জানেন না। কেননা মাদানী সাহেব শাসককে ছাছক বলেন, যা আঞ্চলিক শব্দ। এরকম আরো বহু অশুদ্ধ বাংলা উচ্চাণ মাদানীর বক্তব্যে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ আছে,

"যদি মনে কিছু না কর,
নিজের দোষটি আগে ধর"।

তাই আমার বন্ধু মাদানী সাহেবকে নিজের ভাষা আগে শুধরে নিয়ে, পরে অপরের সমালোচনা করা উচিৎ ছিল। বিজ্ঞ বন্ধু শায়েখ মাদানী ইছলাহ করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা কি আদৌ ঠিক? তার উপরোক্ত মন্তব্যে কি ব্যক্তি সত্ত্বার উপর আঘাত করা হয় নাই? আক্বীদা সংশোধনকারী বিজ্ঞ আলেম শায়েখ মাদানীর সমালোচনায় যদি মন্দের সাথে ভাল দিক গুলো তুলে ধরা হত এবং পাশাপাশি তাওহীদবাদী আহলুল হাদিস জামায়াত বিজাতীয় মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে, তা তুলে ধরা হত, তবেই আমরা বেশী উপকৃত হতাম। কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ মন নিয়ে তা করতে পারেন নাই। বিজ্ঞ শায়েখ মাদানী সাহেব মাওলানা সাঈদী সাহেবকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, সাঈদী সাহেব যেন

[1] সুরাহ আল হুজরাত ৪৯/১০।

সৌদী আরবের লেখকদের তাফসীর পড়ে নেন। কেননা তার দৃষ্টিতে সাঈদী সাহেবের তাফসীর হয় না।

আমরা তার জবাবে বলবো, সৌদী আরবের লেখক ছালেহ বিন উছাইমিন (রহঃ) এর তাফসীর আল্লামা সাঈদী সাহেব নিজে সম্পাদনা করেছেন। সাথে সাথে বিজ্ঞ বন্ধু শায়েখ মাদানী সাহেবকে আমরা বিনয়ের সাথে বলব আপনি আল্লামা সাঈদী সাহেব এর তাফসীর থেকে তাফসীর শিখুন। পরে তাফসীর করুন। কেননা আল্লামা সাঈদী সাহেব একটি আয়াতের তাফসীর করতে কুরআনের শত শত আয়াত টেনে আনেন, যা অন্যদের পক্ষে কঠিন। পাঠক, আপনাদের অবগতির জন্য বলছি, আমাদের দেশের আলিয়া মাদ্রসার ক্বারীগণ যেভাবে কুরআন তরজমা করেন, ঠিক সেই ভাবেই বন্ধুদের অনেকে কুরআন তরজমা করে তাফসীর করেন। কুরআনের একাধিক আয়াত না এনে শুধু তরজমা করলেই কি তাফসীর হয়? কুরআন সুন্দর স্বরে বা মিষ্টি আওয়াজে পড়ার কথা বলা হয়েছে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

" مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ "

আল্লাহ এত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না, যত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন সুকণ্ঠ কোন নবীর প্রতি যিনি সুর দিয়ে কুরআন পাঠ করেন এবং সশব্দে তা পাঠ করতে থাকেন।[২] আল্লাহ পাক বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

এবং কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে।[৩] কিন্তুউক্ত আয়াতের বিপরীতে শায়েখ মাদানী যেভাবে তাড়াহুড়া করে আয়াতের তরজমা করেন তা কুরআনের সাথে এক ধরণের বেয়াদবী। হাদিসে রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

كَانَ يَمُدُّ مَدًّا

রাসুল (সাঃ) মদ (লম্বা স্বর) করে (কুরআন) পাঠ করতেন।[৪] হাদিসের দাবী অনুযায়ী শায়েখ মাদানী সহ আহলুল হাদিসের কতিপয় আলেম কুরআনের আয়াত 'মদ' বা লম্বা স্বরে পড়েন না। 'মদ' করলেই তো স্বর দিতে হবে। এটা করতে তারা নারাজ। কেননা তাদের দৃষ্টিতে স্বর করে ওয়াজ হারাম। তাই আর যায় কই, এবার তারা কুরআনের আয়াত স্বর ছাড়া পড়ে ছাড়বে। অথচ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে,

وَهْىَ تَسِيرُ بِهِ وَهْوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَأُ وَهْوَ يُرَجِّعُ.

তিনি রাসুল (সাঃ) "সুরা ফাতহ" এবং "সুরা ফাতহ'র অংশ বিশেষ অত্যন্ত নরম এবং মধুর ছন্দময় সুরে পাঠ করেছিলেন।[৫] অন্যত্র রাসুল (সাঃ) বলেন,

" مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ "

নবীর উত্তম ও মিষ্টি স্বরে কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহ তা'আলা যেভাবে শুনে থাকেন অন্য কোন জিনিষ শুনেন না।[৬] উপরোক্ত দলীলের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, কুরআন তেলাওয়াত তারতীল তথা মাখরাজ, মদ, গুন্না এবং সুন্দর স্বর সহকারে ধীরে ধীরে পড়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বন্ধুদের বেলায় তা উল্টো। যাদের কুরআন পড়ার তারতীল নেই, তারাই নাকি মাওলানা সাঈদীর তাফসীরে ভুল ধরেন। এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় শায়েখ মাদানী সাহেবের তেলাওয়াতের সাথে আল্লামা সাঈদীর তেলাওয়াতের কোন ভাবেই তুলনীয় নয়। তাদের একজন হলেন, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ তিনি তো স্বর দিয়ে বক্তৃতা দেয়া হারাম ঘোষণা করেছেন। আবার তিনিই অন্যান্য বক্তার স্বর ব্যঙ্গ করেন এবং স্বরকে নাজায়েজ বলেন। প্রশ্ন হল অন্যের স্বর নকল করে ব্যঙ্গ করা হারাম নয় কি?

আমরা জানি গানের স্বরে ওয়াজ করা হারাম। যা আমাদের দেশের কতিপয় আলেম করে থাকেন। রাসুল (সাঃ) এর বাণীতে কুরআনকে স্বর দিয়ে পড়ার উৎসাহ যুগিয়েছেন। কিন্তু আব্দুর রাজ্জাক সাহেব স্বরকে হারাম করতে যেয়ে তিনি নিজে কুরআনের স্বরকে বর্জন করেছেন। তার কুরআন পড়ার ধরন শুনলে মনে হয়, তিনি যেন কাওকে ধমকাচ্ছেন। মজার ব্যাপার হল, আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের জাতি ভাই আমানুল্লাহ মাদানী সাহেব, ড. আহম্মদুল্লাহ ত্রিশালী সাহেব সহ অনেকে স্বর দিয়ে ওয়াজ করেন। তাহলে কি তারা হারাম কাজ করছেন? হারাম কাজ করে তারা কি করে আহলুল হাদিসের বড় শায়েখ হলেন? আব্দুর রাজ্জাক ও মতিউর রহমান মাদানী বন্ধুদ্বয় তাদেরকে সংশোধন করেন না কেন? উল্লেখ্য যে, মতিউর রহমান মাদানীও আল্লামা সাঈদীর স্বরকে ব্যঙ্গ করেছেন। কাজেই শায়েখ মাদানী সাহেবের আচরণ ও সমালোচনার পদ্ধতি দুইটি ভ্রান্ত। কোন তাক্বওয়া সম্পন্ন আলেমের অভিব্যক্তি এমন হতে পারে না।

অভিযোগঃ-২ মতিউর রহমান মাদানী বক্তব্য মুসলিম দেশের সরকার কোন কবীরাহ গুনাহ করলে অপসারণ করা যাবে না। যদি সরকার প্রকাশ্য কুফরি না করে বরং তাদের এছলাহ করতে হবেঃ-

জবাবঃ- মতিউর রহমান মাদানী বুখারী হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা সাঈদীর রাজনীতি নিয়ে ভুল ধরে বলেছেন, মুসলিম দেশের সরকার কোন কবীরাহ গুনাহ করলে অপসারণ করা যাবে না। যদি সরকার প্রকাশ্য কুফরি না করে বরং তাদের এছলাহ করতে হবে, কাজেই আওয়ামীলীগ, বি.এন.পি. কে অপসারণ করা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সাঈদী সাহেবের ভুল। তিনি রাজনীতি নিয়ে মাওলানা সাঈদীর যে ভুল ধরেছেন তা মোটেও ঠিক নয়। প্রশ্ন জাগে ধর্মনিরপেক্ষবাদ কি কুফরী নয়? যুগ যুগ ধরে চলে আসা আল কুরআনের উত্তরাধিকার আইন বোন ভাইয়ের অর্ধেক পাবে এবং সংবিধানে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস, আইন করে সরকার যখন বাতিল করে দেয়, সেটা কি কুফুরি নয়? কুরআনের আয়াত অমান্য করার শামিল নয় কি? যাকাত অস্বীকার করার কারণে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। আল-কুরআন এর আয়াত অমান্যকারী মুসলিম সরকার এর বিরুদ্ধে গঠন মুলক আন্দোলন করা যাবে না কেন?

আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেন,

---

[2] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, ফাযায়েলে কুরআন, হা/১৭৩২।

[3] সুরাহ আল মুজ্জাম্মিল ৭৩/৪।

[4] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আল কুরআনের ফযীলত, হা/৫০৪৫।

[5] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আল কুরআনের ফযীলত, হা/৫০৪৭।

[6] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, ফাযাইলুল কুরআন, হা/১৭৩০।

وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ

আল্লাহর কসম! আমি সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব, যে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে।[৭] কিতাবুত তাওহীদ শায়েখ ড. সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান এর লিখাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুরাহ মায়িদার ৪৪ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ব্যতীত বিচার ফায়সালা কুফরী। যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা ও দেশ পরিচালনা করা ওয়াজীব নয়। এ বিষয়ে ইখতিয়ার বা স্বধীনতা রয়েছে অথবা আল্লাহর আইনকে তুচ্ছ মনে করে, এবং বিশ্বাস করে আল্লাহর বিধান ছাড়া মানব রচিত আইন উত্তম। বর্তমানে এই আইন অচল অথবা মানব রচিত আইন দ্বারা কাফেরদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, তারা বড় কাফের। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে,

فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

আরও (বায়আত করলাম) যে আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। কিন্তু যদি এমন প্রকাশ্য কুফরী কাজ করতে দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে তবে ভিন্ন কথা।[৮] অর্থাৎ আন্দোলন করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। তাদের প্রকাশ্য কুফরী বাক্য- তথাকথিত আল্লাহর শাসন দিয়ে রাষ্ট্রের কোন উন্নতি হবে না।[৯] এরপরও কি আহলে হাদিস ভাইয়েরা বলবেন তারা পাক্কা মুসলিম? মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) ইসলাম বিনষ্টকারী যে দশটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'যে ব্যক্তি মুশরিক দেরকে কাফির মনে করে না অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে সে কুফ্‌রী করল।[১০] মাওলানা সাঈদী সাহেব কোথায় ভুল করলেন? কুরআন বিরোধি আইন চালু করা এবং বিজাতীয় মতবাদগুলো যে কুফরী এ বিষয়গুলোর উপর আমার প্রিয়বন্ধু শায়েখ মাদানী কোন ভি.ডি.ও ক্যাসেট বের করবেন কি?

বন্ধু মাদানী বলেছেন, এছলাহ্ করার জন্য, এছলাহ তখনই করা যায়, যখন কোন মুসলিম সরকার ইসলামী কায়দায় দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে তার পদস্খলন ঘটে অথবা না জেনে ভূল করে বসে। কিন্তু কোন মুসলিম নামধারী সরকার ইসলামকে বর্জন করে বিজাতীয় আইন দিয়ে দেশ পরিচালনা করে, আবার ইসলামী আইনকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করে অথবা টেলিভিশনের টক-শো তে ইসলামী আইন গুলো তারা মানুষের তৈরীকৃত আইন দিয়ে খন্ডন করে, তারা কি ভাবে অজ্ঞ হতে পারে? এমতাবস্থায় তাদেরকে কিভাবে ইছলাহ করা যেতে পারে? আর তখন ইছলাহ করার কিছু থাকে কি? তাছাড়া মাওলানা সাঈদী তো সংসদে যেয়ে সরকারকে ইছলাহ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ সংসদে স্পিকারের সামনে মাথানত করা হত, এটির ইছলাহ তিনি করেছেন। মাদানীদের ভাষায় যাকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা বলে। মৃত ব্যক্তির জন্য নীরবতা পালন করা হত, এটা তিনি ইছলাহ করেছেন। মদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল তা থেকে মাওলানা সাঈদী সরকারকে ইছলাহ করে মদের লাইসেন্স বাতিল করেছেন।

সব ক্ষমতার উৎস জনগণ এটি কুফরী বাক্য বরং সব ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তা তিনি সংসদে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি সরকারকে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পরামর্শ দিয়েছেন। এমন উদাহরণ দেওয়া যাবে আরও অনেক। কিন্তু আহলুল হাদিস ভাইয়েরা কোথাও কি সরকারের লোকদেরকে ইছলাহ্‌র দাওয়াত দিয়েছেন? আপনারা আপনাদের প্রায়ই সম্মেলনে সরকারের এম, পি, মন্ত্রী দেরকে প্রধান অতিথি করেন, তাদের কয়জনকে ইছলাহ করতে পেরেছেন? মাদানী বন্ধু বলেছেন, অজ্ঞতার কারণে সরকার কিছু কুফরী করলে তার জন্য তাদের অজ্ঞতা দূর করতে হবে। অজ্ঞতা দুর করার কোন কর্মসূচি আহলুল হাদিস ভাইদের আদৌ আছে কি? অথবা এযাবৎ কালে এরূপ কোন নজির আছে কি? উল্টো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাস্ট্রপতিকে জমঈয়তে আহলে হাদিস এর জাতীয় সম্মেলন ২০১০ এ প্রধান অতিথি করার নজির রয়েছে। তাদের নিকট হতে সবক নেয়া হয়েছে।

পাঠক, আহলুল হাদিস ভাইদের মুখে শোনা যায় আমীরের আনুগত্য কর, সালাতে বাধা না দেওয়া পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করো না।

উক্ত বাক্যে ইসলামী আমীরের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে বিজাতীয় কায়দায় অধিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্র প্রধানের কথা বলা হয়নি। বাক্যেটির দ্বিতীয় অংশে সালাতে বাধা না দেওয়া পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ আমরা দেখতে পাই সেকুলার মনা কর্মীরা মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।[১১] কই কোন আহলুল হাদিস ভাইয়েরা তো প্রতিবাদ করেননি? হয়ত কেউ বলবেন- বাক্যেটিতে রাষ্ট্রীয় ভাবে সালাতে বাধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ধুরন্তর ব্যক্তিবর্গরা কি এতই বোকা? যে রাষ্ট্রে ৯০% মুসলমান বাস করে সে দেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে সালাতে বাধা দান করে তাদের ক্ষমতা হারাবে? বরং তারাতো ভোটের সময় হলে, টাখনুর নিচে পায়জামা পাঞ্জাবী পড়ে, মাথায় টুপি দিয়ে পাক্কা মুসলিম সেজে ইসলাম বিরোধি আইন রচনার জন্য ভোট কালেকশনে নেমে পড়েন। অথচ কুরআন,

সুন্নাহ বিরোধি সরকার সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

যদি কোন নাক কান কৃষ্ণকায় গোলামও তোমাদের ওপর শাসক নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, তবে তোমরা তার নির্দেশ শোন এবং আনুগত্য কর।[১২] এখানে সরকার যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে, তবে তার নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করার হুকুম দেয়া হয়েছে,

রাসুল (সাঃ) আরও বলেছেন,

"عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ "

---

7 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, কিতাবুর ঈমান, হা/৩২।

8 সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান, হা/৭০৫৬।

9 নয়া দিগন্ড, ১১ ডিসেম্বর ২০১২।

10 আল আকীদাতুল সহীহা, শায়খ বিন বায রহঃ পৃঃ ২৫।

11 দৈনিক নয়া দিগন্ত ৭ ই মার্চ ২০১০।

12 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাহ, হা/৪৬৫৬।

মুসলিমদের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য আমীরের কথা শোনা এবং আনুগত্য করা, চাই তা তার মনঃপূত হোক বা না হোক। তবে যদি গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না।[১৩]

রাসুল (সাঃ) অন্যত্র বলেছেন,

"لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

আল্লাহর নাফরমানী মূলক কাজে আনুগত্য করা জায়েয নেই। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য কেবল ন্যায় এবং সৎ কাজের।[১৪] বন্ধু শায়েখ মাদানীর দৃষ্টিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অজ্ঞ হলেও তারা সালাত পড়েন কুরআন, হাদিস পড়েন। গত ১৮ ও ১৯ এপ্রিল ২০১০ ইং সালে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদিস এর কনফারেন্সে আহলে হাদিস এম, পি, বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন- আমাদের দলীয় নেতা সকালে দুই ঘন্টা কুরআন পড়েন। অথচ সেই দলীয় নেতার দল পবিত্র কুরআন পুড়ে ছাই করে দেয়, (সিলেট এম, সি, কলেজ হোস্টেলের মসজিদ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে)। হেফাজতের আন্দোলন দমাতে যেয়ে কত কুরআনই যে পুড়িয়েছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। আহলে হাদিস এম, পি, সাহেবের মত অনেক মন্ত্রীর মুখেই শুনা যায়, দলীয় নেতার কুরআন ও সালাত পড়ার কথা। নিজে কুরআন পড়ে, সালাত পড়ে বা ইবাদত করে মানুষের কাছে বলে বেড়ানো বা প্রচার করা লোক দেখানো রিয়া (শিরক) নয় কি? পাশাপাশি আমরা এটাও দেখতে পাই যে, তিনি ভোর বেলায় অধীর আগ্রহে রবীন্দ্র সংগীতও শুনেন।[১৫]

বঙ্গবন্ধু নিজেও রবীন্দ্রনাথ, সুবাস বসু নিয়ে পড়াশুনা করতেন, অনুস্মরণ করতেন।[১৬] ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য তারা নিজেরাই স্টেডিয়ামে হাজির হন। আবার কুরআনও পড়েন। কুরআনের কোন পাতায় লিখা আছে যে, কুরআন পড়ে লোকদের কাছে বলে বেড়ানো যাবে? রবীন্দ্র সংগীত শুনা যাবে? তিলক পড়া যাবে? দূর্গা দেবীর স্তুতি গাওয়া যাবে? মুর্তি গড়া যাবে? অগ্নি পুঁজা করা যাবে? জয় শব্দ দিয়ে শ্লোগান দেওয়া যাবে? নাজ গান শুনা যাবে? বিজাতীয় কায়দায় দেশ পরিচালনা করা যাবে? আমাদের নেতারা ক্রিকেট খেলা ও গান বাজনায় যখন মত্ত, ঠিক তখনই মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই বোন ও শিশুদের আর্তনাৎ। মিয়ানমারের হিংস্র পশু বৌদ্ধদের অত্যাচারে জীবন বাচাঁনোর তাগিদে যখন তারা সাগর পারি দিয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিতে আসছে, আর তখন রোহিঙ্গা ভাই বোনদের জন্য বর্ডার বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। ফলে গুলির আঘাতে নিরীহ নারী শিশু শাহাদাৎ বরণ করছে।

শাহাদাৎ বরণ করছে বঙ্গোপসাগরের অতল গহীন পানিতে ডুবে। তাদের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারি হয়ে আসলেও কুরআন পড়ুয়া নেতাদের মনে মায়ার আচর লেগেছে অনেক দেরীতে। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, অনেক দেরীতে হলেও মায়ার কারনেই হোক বা মানুষের সমালোচনা থেকে বাচাঁর জন্যই হোক তারা মজলুম মুসলিমদের কাছে গিয়েছিলেন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নাস্তিক রাজিব মারা যাওয়ার পর রাজিবের মমতায় সাথে সাথে তারা যেভাবে ছুটে গিয়েছিলেন রাজিবের বাড়িতে। সেভাবে তারা যেতে পারেননি অসহায় মুসলিম ভাইদের কাছে। অতান্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, মায়ানমারের মুসলিম ভাই বোনেরা যখন খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার যন্ত্রনায় ছটফট করছে, তখন বাংলাদেশের ক্রিকেটদল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের কারণে আমাদের দেশের মুসলিমরা আনন্দ করছে। আবার এ দেশেরই সংস্থা বিসিবি কোটি কোটি টাকা খেলোয়াদের জন্য পুরুষ্কার ঘোষণা করছে। যে খেলার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

বলুন: আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[১৭] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا

তাদেরকে পরিত্যগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক রূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।[১৮] রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ

মানুষের আদর্শ ইসলামের চিহ্ন হলো, অর্থহীন কাজকে পরিত্যাগ করা।[১৯] পাঠক, এবার বলুন, কুরআন পড়ুয়া কোন ব্যক্তি কি এসব করতে পারে? তাহলে কুরআনের দোহাই কেন? ধর্মের দোহাই কেন? আহলুল হাদিসদের এম, পি জবাব দিবেন কি? সে যাই হোক, এম, পি সাহেব নিজে জমঈয়তে আহলুল হাদিস এর উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ঘোষণা দেন জমঈয়তে আহলুল হাদিস আওয়ামীলীগ সমর্থন করে।[২০]

---

[13] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাহ, হা/৪৬৫৭।

[14] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাহ, হা/৪৬৫৯।

[15] বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৪ জানুয়ারী ২০১৫।

[16] চ্যানেল আই, তৃতীয় মাত্রা, ১৪ আগস্ট ২০১৭ ইং।

[17] সুরাহ আল জুম'আ ৬২/১১।

[18] সুরাহ আন'আম ৬/৭০।

[19] সুনানে তিরমিযি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/২৪৮৭।

[20] পাঠকদের বোধগম্যতার মানসে একথা টুকু বলতেই হচ্ছে যে, আমি গত ২০০০ সনের দিকে আহলুল হাদিস সর্ম্পকে পড়াশুনা শুরু করি। এক পর্যায় আমি তাদের বই পুস্তক পড়ে প্রভাবিত হয়ে পরি। তাদের সাথে মিশতে থাকি। মিশতে যেয়ে দেখি এদের অধিকাংশ লোক সর্ম্পক রাখে বাম ও রামদের সাথে। সেকুলার ও কমিনিওজম এর সাথে। তাদের এসব আক্বীদা ও কর্মকান্ড দেখে আমি চমকে যাই। এক দিকে সহীহ আক্বীদার কথা বলে অন্যদিকে ইসলাম বিরোধি সেকুলার মনা লোকদের অনুস্বরণ করে এটা কি করে ইসলাম হতে পারে? এদের ব্যাপারে আমার পূর্ণ অভিজ্ঞতা হয় গত ১৮ ও ১৯ এপ্রিল ২০১০ ইং সালে। যখন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদিস এর কনফারেন্সে আহলে হাদিস এম, পি, ঘোষণা দেন জমঈয়তে আহলুল হাদিস আওয়ামীলীগ সমর্থন করে। আমি এদের আক্বীদা ও কর্মকান্ড দেখে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম তারা ইক্বামতে দ্বীনের বিরোধি, জামআত বিরোধি, আর সেই দিনই আল্লামা সাঈদীর বিরোদ্ধে মতিউর রহমান মাদানীর ভিডিও কেস্যেট আমার হস্তগত হয়। কেস্যেটটির জবাব দিয়ে আমি একটি বই লেখি, 'শায়খ মতিউর রহমান মাদানী কর্তৃক আল্লামা সাঈদীর সমালোচনার জবাব' বইটি প্রকাশ পায় ২০১৪ সালে।

বইটি প্রকাশ করার পূর্বে শায়খ মতিউর রহমান মাদানীর কাছে তার কোন এক ভক্তর কাছে সৌদী আরব পাঠাই। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি যে ভুল গুলো করেছেন তা সংশোধন করে বইটি প্রকাশে আপত্তি জানালে প্রকাশ থেকে বিরত থাকা। জানিনা তিনি তা পেয়েছেন কি না। আহলুল হাদিস ভাইদের ইক্বামতে দ্বীনের বিরোধি মনোভাব এর জবাবে আমি মুখ খুললেও জামায়াতে ইসলামীর আলেমরা ছিল একেবারেই চুপ। অনেক দেরীতে হলেও ড. শায়খ আবুল কালাম আযাদ বাশার ও মাওলানা নাজিম মুল্লা ভাই তাদের এসব বিকৃতি ব্যাখ্যার কিছু জবাব দিয়েছেন।

এ বক্তব্যের পর দেশী-বিদেশী কোন আহলুল হাদিস আলেম প্রতিবাদ করেননি বরং ধন্যবাদ দিয়েছেন। তাহলে কি আমরা বুঝে নেব, আহলুল হাদিস মানেই সেকুলার? সেকুলার করে কি আহলুল হাদিস থাকা যায়? অথচ এটা সকলেরই জানা সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদ বিশ্বাসীরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। এ তন্ত্র ও মতবাদ গুলো আল্লাহর দ্বীনের ও তাঁর আইন বিধানের বিরোধি। আল্লাহ বিরোধি, তাঁর আইন বিরোধি, যে কোন ব্যক্তি বস্তু, তন্ত্র, মতবাদ সবই তাগুত। তাগুত মানে আল্লাহর অবাধ্য ও তাঁর আইন লংঘনকারী। তাগুত বিশ্বাস করা মানে হল আল্লাহর সাথে কুফরী করা। কোন তাগুত বিশ্বাসীকে আল্লাহ পাক মুসলিম বলে স্বীকার করেন না। এসব তন্ত্র ও মতবাদগুলো মূর্তি। মূর্তির মতই লোকেরা এগুলোর ইবাদত করছে। এগুলো অবয়ব বিহীন মূর্তি। মূর্তির সর্বাধুনিক সংস্কারণ।

আল কুরআনের ঘোষাণা-

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا

যে ব্যক্তি তাগুতকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে সুদৃঢ় হাতল আঁকড়ে ধরল।[২১] আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো তাগুতকে অস্বীকার করা। অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।[২২] অতএব সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ তাগুতী শক্তিকে বিশ্বাস করা সহযোগিতা করা কুফরি। এ বিজাতীয় মতবাদ গুলোর সাথে কোন মুসলমান বন্ধুত্ব করে তার সাথে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করে। ততক্ষণ তারা তাদেরই একজন হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে (কাফেরদেরকে) বন্ধুরুপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন।[২৩] অথচ সেই বিজাতীয় মতবাদ বিশ্বাসীর কর্মীরা মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেয়, মসজিদে ১৪৪ ধারা জারি করে। বন্ধু মাদানীর দৃষ্টিতেও ভ্রান্ত আক্বীদার পীর আটরশি পন্থি সুফী আলেমকে জাতীয় মসজিদের খতীব পদে নিয়োগ দেয়। যারা কাদিয়ানী ও দেওয়ানবাগীর জন্য টি, ভি চ্যানেল গুলো উম্মুক্ত করে দেয়, যারা বাউল[২৪] শিল্পীদেরকে টেলিভিশন, বেতার এমনকি সংসদের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থান করে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে বন্ধু মাদানীসহ আহলুল হাদিস আলেমরা কোন কথাই বলেন না। কোন এক নেতা বলেন-

দলীয় নেতার কথা মানা দলীয় কর্মীদের জন্য ইবাদত।[২৫] এত দিন মুসলিমরা জানতো আল্লাহর কথা মানাই হল ইবাদত। এখন যে সমস্ত আহলুল হাদিস ভাই সেকুলার করেন তারা কি দলীয় নেতার কথা ইবাদত হিসাবে গণ্য করবেন? দলীয় নেতাকে স্রষ্টার আসনে বসালে আহলুল হাদিস ঠিক থাকবে তো? গত ১৪ আগস্ট ২০১৭ ইং চ্যানেল এন, টিভিতে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব' 'মহা মহিয়ান' নামে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সকল মুসলিমরা জানে আল্লাহই হলেন একমাত্র চিরঞ্জীব, মহা মহিয়ান। আল্লাহ বলেন,

---

[21] সূরাহ আল বাকারা-২/২৫৬।

[22] সূরাহ আন নাহল ১৬/৩৬।

[২৩] সূরাহ আল মায়িদা ৫/৫১।

[২৪] বাউল মতবাদটি সুফী, বৌদ্ধ, হিন্দু ও বৈষ্ণব দ্বারা প্রভাবিত। বাউল দু দু শাহ বলে-

বৌদ্ধ তন্ত্র শিরোমনি,
সেই তন্ত্র আমরা জানি,
লালন শাহ দরবেশের দয়ায়।

বাউল অর্থ পাগল বা উন্মাদ। তবে তারা বিশেষ ধরণের পাগল ধর্ম শাস্ত্র ত্যাগ করে উন্মাদ হয়ে বৈষ্ণবদের দেওয়া সাধনা (নর ও নারীর যৌন সাধনা, রস সাধনা, দেহ সাধনা) তাদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। বাউলগণ মানুষ ও সৃষ্টি কর্তাকে অভিন্ন চিন্ড্র করে। এরা গুরুকে পরম সত্তা বা আল্লাহ মনে করে। লালনের কণ্ঠে ধ্বণিত হয়।

গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার,
অধঃপতে গতি হয় তার।

মোট কথা সর্বেশ্বরবাদ চিন্ড্রই বাউলদের মূল তত্ত্ব। বৈষ্ণব দেবতা শ্রী চৈতন্যদেব (জন্ম ১৪৮৬ খৃঃ) হচ্ছেন বৈষ্ণবদের পুঁজিত দেবতা। বাউলরা চৈতন্যকে শ্রেষ্ঠ বাউল বলে বিশ্বাস করে। বাউল গুরু লালন শাহ তার, "তোরা যাসনে কেউ পাগলের কাছে" গানটিতে চৈতন্যে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যকে পাগল বলে সম্বোধন করেছেন। প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি ছিল। তার নিজের কথায় আমরা সুস্পষ্ট রূপে জানতে পারি । চৈতন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন-

পাষন্ডি সংহারিতে মোর এই অবতার
পাষন্ডি সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।

এখন বুঝা গেল যে, পাষন্ড সংহার করাই তার জীবনের আসল লক্ষ্য। উল্লেখ্য যে, পাষান্ড বলতে যে একমাত্র মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে। চৈতন্য দেব এর প্রায় তিন'শ বছর পর বাউলদের মধ্যে লালন ফকীর (জন্ম ১৭৭৪ খৃঃ) এর আর্বিভাব ঘটে।

লালন কোন ধর্মের ধারধারেন না। লালন বলেন,

সব লোকে কয় লালন ফকীর হিন্দু না যবন,
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।

লালন তার গানে মুসলিমদেরকে মুসলিম বলে সম্বোধন করতো না, সম্বোধন করতো যবন বলে। সে হিন্দুদেরকে হিন্দু বলত, খ্রিস্টানদেরকে খ্রিস্টান বলত, কিন্ত মুসলমিদেরকে বলত যবন। এটা সকলেরই জানা মুসলমিদের যবন নামে কোন নাম কুরআন সুন্নাতে নাই। এটি মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুদের দেয়া বিকৃত গালি সূচক নাম। হিন্দুরা মুসলিমদেরকে এই নামে গালি দিত। বাউল মতে মনের মানুষ এ দেহের মাধ্যমে এক অপূর্ব লীলা করছেন। তিনি কখনও পিতা, কখনও মাতা, কখনও ভ্রাতা কখনও ভগ্নি বা স্বামী–স্ত্রী রূপে বিচিত্র রস আস্বাদন করছেন। কখনও ভগবান রূপে, কখন ও বান্দা বা সৃষ্টি রূপে, কখনও চোর, কখনও পুলিশ বা বিচারক রূপে নিজেকে প্রকাশ করে অনন্তখেলায় মেতে উঠেছেন। বহুল প্রচারিত গানটি তার প্রমান বহন করে –

তুমি হাকিম হইয়া হুকুম কর, পুলিশ হইয়া ধর।
সর্প হইয়া দংশন কর, ওঝা হইয়া ঝাড়।

এক কথায় –তার লীলা বুঝা বড় দায়। এ মানুষই যে বাউল মতে স্বয়ং ঈশ্বর বা স্রষ্টা বা পরমাত্মা তাতে কোন সন্দেহ নেই। পড়ুন, আমার লেখা 'বাউল র্ধম ও সুফিবাদ' বইটি।

[25] দৈনিক নয়াদিগন্ত ০৬ মে ২০১০।

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ

আল্লাহ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্ত্বা, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ

তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।[২৬] আল্লাহর গুণের সাথে পাল্লা দেয়া শিরক নয় কি? আবার বঙ্কিম চন্দ্রের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পূরিপূর্ণ গ্রন্থ আনন্দমঠ যার মুল মন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম' গান, তাতে আছে -

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই মহিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে ॥ ইত্যাদি

আর রবী ঠাকুরের কালী বা দূর্গা দেবী অথবা দেশকে মাতৃ কল্পনা করে লেখা জাতীয় সংঙ্গীত, 'আমার সোনার বাংলা' গান, তাতে আছে,

ওমা তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধুলা,
সে যে আমার মাথার মানিক হবে।
ওমা গরিবের ধন যা আছে,
তাই দিব চরণ তলে,
মরি হায় হায়রে।
আমার সোনার বাংলা ----।

যদিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উপরোক্ত গানটিকে জাতীয় সংগীত বানাতে চাননি। চেয়েছিলেন, ধন্য ধান্যে, পুষ্পে ভরা গানটিকে জাতীয় সংগীত বানাতে।[২৭] শেখ মুজিব নিজে দেশের মাটিকে দেবী জ্ঞান করত। তাই তিনি বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তোমার মাঝে আমার ঠাই হয় যেন মা'।[২৮] বন্দে মাতরম ও সোনার বাংলার মাতৃ বন্দনা এবং শেখ মুজিবের 'তোমার মাঝে আমার ঠাই হয় যেন মা' দেশ মাতৃকার উদ্দেশ্যে। যা একে অপরের পরিপূরক। দেশ মাতৃকাকে দেবী জ্ঞানে কল্পনা বা পুজাঁ করা শিরক নয় কি?

তাহলে এ দলের সাথে আহলুল হাদিসদের এত গভীর সর্ম্পক কেন? ভারতের পশ্চিম বঙ্গের আহলুল হাদিস এর বিজ্ঞ আলেম আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী জামায়াতে ইসলামী এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে একটি বই লিখেছেন। তার দৃষ্টিতে জামায়াতে ইসলামী মাওলানা ভাসানীর মত নাস্তিক্যবাদীর সাথে সম্পর্ক রেখেছিল। এতে জামায়াতে ইসলামীর দোষ হয়েছে। যদি তাই হয়, বন্ধু মুর্শিদাবাদীকে বলব- উপরোক্ত বক্তব্য তুলে ধরে সেকুলার মনা আহলুল হাদিস ভাইদের ব্যাপারে কোন ফতোয়া আপনি দিবেন কি? আরেক নেতা বলেন- কোটি বছর পর আল্লাহ আমাদের বিচার করতে পারলে আমরা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করতে পারব না কেন?[২৯] অথচ এটা সকলেরই জানা মানুষের ক্ষমতার সাথে আল্লাহর ক্ষমতার তুলনা করা শিরক। যে শির্ক কোন মুসলিম করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন–

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তাকে যে তাঁর সাথে শরীক করবে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন।[৩০] অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক শির্ককারীর জন্য জান্নাত হারামের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন–

مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শারীক করে তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।[৩১] কোন মুসলিম শির্ক করলে সে ইসলাম থেকে বেড়িয়ে যায়। মুসলিম হওয়া সত্বেও তার সমস্ত 'আমাল বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহপাক বলেন–

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ

"নিশ্চয় যদি তুমি শির্ক করো তবে তোমার সমস্ত 'আমাল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি হয়ে যাবে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।[৩২] আবার আল্লাহ পাক ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে শির্ককারীর জন্য দু'আ করা হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন–

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ

"নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য দু'আ করবে। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।[৩৩] ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার কথিত অভিযোগে মুসলিম নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হল। তারা কি আসলেই এই অভিযোগে অভিযুক্ত? যারা ইসলামের জন্য রাতের আরামের ঘুমকে হারাম করে সারা জীবন নিঃস্বার্থ ভাবে পরিশ্রম করলো। তারাই নাকি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানল। কিন্তু উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হয় নাই কি? কোথায় তরীকত ফেডারেশনের সেক্রেটারী রেজাউল হক্ব, ঈমানী সাহস থাকলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনুন। উপরোক্ত কুফরী বক্তব্য দেয়ার পরও তারা দাবী করে, তাদের কর্মীরাই নাকি নবীজীর উম্মত।[৩৪] তারাই নাকি দেশের একমাত্র ইসলামী দল।[৩৫]

---

[26] সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৫৫।
[27] ইনকিলাব ১০, মার্চ ২০০৩ইং উবাইদুল হক সরকার।
[28] চ্যানেল আই, ১৫ আগষ্ট, ২০১৭ ইঃ।
[29] দৈনিক নয়াদিগন্ত ২১মার্চ ২০১০।
[30] সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১১৬।
[31] সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৭২।
[32] সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯: ৬৫।
[33] সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১৩।
[34] দৈনিক নয়াদিগন্ড় ২১ মার্চ ২০১০।
[35] দৈনিক নয়াদিগন্ত ২০১০ মার্চ।

কোন নেতার বক্তব্য, দুর্গাদেবী গজে (হাতি) চরে আসায় ফসল ভাল হয়েছে। আরেক নেতার বক্তব্য আমি হিন্দুও নই মুসলিমও নই।[৩৬] সেকুলার বিশ্বাসী নেতারা বিয়ে-শাদী থেকে ধর্ম বাদ এবং সন্তানেরা কোন ধর্মীয় পরিচয় দিতে পারবে না বলে আইন পাসের সিদ্ধান্ত।[৩৭] তাই দেখা যায়, সেকুলার মনা ফেরদৌসি মজুমদারের স্বামী হিন্দু রামেন্দ্র মজুমদার, জহির রায়হানের স্ত্রী সুমিতা দেবী, যাদু শিল্পী জুয়েল আইচের স্ত্রী বিপাশা, সুফিয়া কামালের কন্যা সুলতানা কামাল এর স্বামী সুপ্রিয় চক্রবর্তী। সাবিনা ইয়াসমিনকে বিয়ে করেছিল ভারতীয় গায়ক সুমন চট্টোপাধ্যায়, টিভি অভিনেত্রী শমী কায়সারের বিয়ে হয় ভারতীয় হিন্দু অর্নব ব্যানার্জি বিংগোর সঙ্গে। এ গুলো কি নবীজির উম্মতের কাজ? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, وَلَا تُنْكِحُوْا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে নিজেদের নারীদের কখনো বিয়ে দিয়ো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।[৩৮] আবার সঙ্গীত শিল্পী সানজিদা খাতুনের প্রাক্তন স্বামী অহিদুল হকের মৃত্যুর পর তার লাশ সামনে রেখে তিন ঘন্টা রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। লাশের কাছে বসে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া তাও আবার রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের দেশে? রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করণের প্রবর্তক হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, তিনি নিজেই ঘোষণা দেন, ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনে ইবলিশের সাথে ঐক্য করব।[৩৯]

এগুলো কি ইসলামী দলের কাজ বা বক্তব্য? আবার তাদের কেউ কেউ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভক্ত সাজতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কখনো চিরঞ্জীব, কখনো বুজুর্গ, কখনো অলি বা কখনো খলিফা এমনকি নবী বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। পক্ষান্তরে আওয়ামী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিদ্বেষী লোকেরা গত ১৯৯৬ সনে শত শত লিফলেট ছাপিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হিন্দু বানানোর অপচেষ্টা করেছে। তাদের দৃষ্টিতে তার মা ছিল হিন্দু। উল্লেখিত বিষয়টি যদি সত্য বলে মেনেও নেয়া যায়, তাতেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মানের কোনই ঘাটতি হবে না। কেননা কোন হিন্দু কালেমা পড়লে সে হিন্দু থাকে না। সে হয়ে যায় একজন মুসলিম। তাই তার অতীতের ঘটনায় কোন বিভ্রান্তি নেই। কেননা উপমহাদেশে আমাদের অনেকের পূর্ব পুরুষরা ছিল হিন্দু তাতে কি আমাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে? অতএব স্বাধীনতার অগ্রনায়ককে আমরা জানব তার কর্মের মাধ্যমে। জন্মের মাধ্যমে নয়। স্বাধীনতার অগ্নিপুরুষ তার মর্যাদার মাপকাঠিতে ঠিক না রেখে তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করব কেন? আবার তার ভক্ত সেজে তার স্বীয় মর্যাদা উপেক্ষা করে মহামানবের পর্যায়ে পৌঁছাবো কেন? এ চিন্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভক্ত ও অভক্তদের মাঝে আসবে কি? বঙ্গবন্ধুর ভক্তনাম্মী ব্যক্তিরা এই ব্যক্তিকে নিয়ে এতই বাড়াবাড়িতে লিপ্ত যে, তারা তাঁর ভক্ত হতে গিয়ে এক পর্যায় বলেই ফেলল যে, শেখ মুজিব ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক,[৪০]

অর্থাৎ নবী। আর এখন তাই মানা হচ্ছে। ফলে দেশে তাঁর মূর্তি ও মুক্তিযুদ্ধের নামে হাজারও ভাস্কার্য তৈরী হচ্ছে। উপরোক্ত কার্য ও বাক্যগুলো কি কুরআন বিরোধি নয়? ইমাম সানআনী (রহঃ) তাঁর তাত্হীরুল ইতিকাদ আল আদরানিশ শিরক ওয়াল ইলহাদ নামক পুস্তিকায় বলেন, সমস্ত ফিকাহ্র কিতাবে ফকিহ্গণ মুরতাদ হওয়ার সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ কথা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কুফরী কথা বলবে, কথা তার উদ্দেশ্য না হলেও সে কাফের বলে গণ্য হবে।[৪১] কিন্তু এখানেও আহলুল হাদিসগণ একেবারেই চুপ। মজার ব্যাপার হল আহলুল হাদিসগণ ধর্মনিরপেক্ষ বাদী দল আওয়ামীলীগ এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ভাষানীকে নাস্তিক্যবাদী মনে করে।[৪২] যদিও তিনি নাস্তিক ছিলেন না। তাই বলি মাওলানা ভাষানী নাস্তিক্যবাদী হলে, আওয়ামী মনা আহলুল হাদিসরা কি? আহলুল হাদিস ভাইয়েরা বলবেন কি? আহলুল হাদিস ভাইয়েরা রাসূল (সাঃ) আর একটি হাদিস পেশ করে থাকেন। সাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করায় রাসুল (সাঃ) বলেন,

" تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ " فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

তোমরা মুসলিম জামায়াত ও তার ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সে সময় যদি কোন জামায়াত ও ইমাম না থাকে? উত্তরে তিনি বলেন, তবে সমস্ত ভ্রান্ত দল থেকে মুক্ত থাকবে যদিও তোমাকে গাছের শিকড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়।[৪৩] হাদীসে উল্লেখিত বিষয়ে কোনো জামায়াত বা ইমাম না থাকলে তবেই গাছের মূলে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাহলে বর্তমানে কি আহলুল হাদিসদের কোনো জামা'য়াত বা ইমাম নেই?

যদি নাই থাকে তাহলে জমঈয়তে আহলুল হাদিস বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক মোবারক আলী কোন জামায়াতের ইমাম? আহলে হাদিস আন্দোলনের আমীর ড. গালিব কোন জামায়াতের ইমাম? তাবলীগে আহলুল হাদিস বাংলাদেশে এর আমীর অধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম কোন জামায়াতের ইমাম? জামা'য়াতুল মুসলিমীনের আমীর মোঃ মুসলিম উদ্দিন কোন জামায়াতের ইমাম? আহলে হাদিস তাবলিগে ইসলামের আমির মুফতি আব্দুর রউফ কোন জামায়াতর ইমাম? ইমাম নেই কোথায়? জামা'য়াত নেই কোথায়? উল্লেখ্য যে আহলুল হাদীসের জামা'য়াত বা ইমাম একাধিক যদিও ইসলাম একাধিক জামা'য়াত ও ইমাম সমর্থন করে না। তবুও আহলুল হাদীসের মধ্যে বহু জামায়াত, বহু ইমামের উপস্থিতি। যা ইসলামে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৪৪] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ

---

36 দৈনিক আমার দেশ ৮ অক্টোবর ২০১১।

37 দৈনিক সংগ্রাম ১ মে ২০১২।

38 সুরাহ আল বাকারা ২/২২১।

39 দৈনিক আমার দেশ, ঐ।

40 দৈনিক নয়াদিগন্ত ৩ এপ্রিল।

41 মিরাজুল আম্বিয়া নবীদের উত্তরাধিকার, সংকলন ও রচনা, আবু উমর পৃঃ ৮৯।

42 জামাআতে আহলুল হাদিসবনাম অন্য জামায়াত পৃঃ ৩৫ আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

43 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, ইমারাহ, হা/৪৬৭৮।

44 সুরাহ ইমরান ৩/১০৩।

আপনার এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনার পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন।[৪৫] দলে দলে বিভক্ত হওয়া ফেরাউনের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ

ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দূর্বল করে দিয়েছিল।[৪৬] দলে দলে বিভক্ত হওয়া মুশরেকদের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلضا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

তোমরা মুশরিক হবেনা। যারা তাদের দ্বীনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিয়েছে এবং নিজেরাও দলে দলে বিভক্ত হয়েছে।[৪৭] আর তাই যারা দলে দলে বিভক্ত, আল কুরআন তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে নিসন্দেহে তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।[৪৮] ফলে আহলুল হাদিসরা অন্যকে ইছলাহ করবে কি করে? আগে নিজেদের ইছলাহ হওয়া দরকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর-যদি ঈমানদার হয়ে থাক।[৪৯] কাজেই উপরোক্ত হাদীসের যুক্তি এখানে অচল। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আহলুল হাদিসদের ৮০% লোক বিজাতীয় মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত। সে জন্যই বিজাতীয় মতবাদী লোকেরা ইসলাম বিরোধি কার্যকলাপ করলে তাদের ঈমানে কিঞ্চিত আঁচড় লাগে না। যারা কবরে ফুল দেয়, শহীদ মিনারে ভক্তি শ্রদ্ধা জানায়, মূর্তি ভাস্কর্য তৈরি করে, মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেয়, শিখা চিরন্তন এর নামে অগ্নিপূজা করে, মাজার পূঁজা, পীর পূঁজা করে, মৃতব্যক্তির জন্য এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে, তামাক ও গাঁজার সাথে ধর্মকে তুলনা করে। তাদেরকেই আহলুল হাদিস সম্প্রাদায় নীরবে সমর্থন করে যাচ্ছে। শায়েখ মাদানী সাহেব নিজেও তা সমর্থন করেন।

তানাহলে ধর্মনিরপেক্ষবাদ দলের এম, পি, রুহুল হক মাদানীর কথা মতিউর রহমান মাদানী সাহেব কি করে বলতে পারে? এদিক দিয়ে আহলুল হাদিস জামায়াতের সাথে প্রচলিত তাবলীগে জামায়াতের হুবহু মিল রয়েছে। আহলুল হাদিসগণ বাতিল মতবাদের সাথে আপস করে চলে। তার প্রমাণ বহন করে নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ এর বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে জামায়াত নেতা সাঈদীকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে একাধিক বার। পাঠক, এ হুমায়ুন আজাদ কে? হুমায়ুন আজাদ হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বুদ্ধিজীবি বামপন্থীদের দৃষ্টিতে প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল লেখক। হুমায়ুনের অন্যান্য গ্রন্থ বাদে শুধু পাক সার জমিন সাদ বাদ গ্রন্থের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো– তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন- আমি (হুমায়ুন আজাদ) বলেছিলাম হাত দিয়ে দ্যাখো তোমাদের দুই রানের মাঝেখানে কী আছে? কী ঝুলছে ..... ওরা বলে হুজুর আমাদের ..... ওইটা চালাতে হবে মালাউন মেয়েগুলোর পেটে মুমিন মুসলমান ঢুকিয়ে দিতে হবে, জিহাদের এটাই নিয়ম..... ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল- আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর। আমি মালাউন পছন্দ করি মহান আল্লাহ তা'আলাই আমাকে এই অপূর্ব রুচিটি দিয়েছেন, আলহামদু লিল্লাহ। জিহাদীদের একটি মহান গুণ হচ্ছে তারা মালাউন মেয়ে পছন্দ করে..... ওদের স্তন থেকে, বগলের পশম থেকে উরু থেকে। মেয়ে লোকগুলো শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত তুলে --------- আমি অদ্ভুত একটা গন্ধ পেতাম। ওর ঠোঁট আর বুক দুটি আমার ভালভাবেই চেনা এগুলো আমি খেয়েছি, সিদ্ধ ডিমের ভর্তা বানিয়েছি, ভর্তা আমি ভালই বানাতে পারি, দাঁত দিয়ে কেটেছি.....।

স্তনে দাঁতের ---- আমার চুনির থেকেও সুন্দর লাগে..... ইত্যাদি।[৫০] পাঠক, হুমায়ুন আজাদের এ কুরুচিপূর্ণ অশ্রাব্য ভাষা কোন পতিতালয়ের কর্মী শুনলেও লজ্জা পাবে। কিন্তু কোন তাওহীদবাদী মুসলিম এমন নোংরা ভাষা শুনার পর বসে থাকতে পারে? এই যৌনকামুক নাস্তিক এর বিরুদ্ধে কে-না প্রতিবাদ করবে? যে প্রতিবাদ করবে না তার ঈমানই বা কতটুকু? কিন্তু এখানে আহলুল হাদিস ও তাবলীগে জামায়াতের লোকেরা কোন প্রতিবাদ করেছে বলে মনে হয় না। মজার ব্যাপার হলো আহলুল হাদিস আলেমদেরকে কোন নাস্তিকের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয় নাই। তবে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল জঙ্গিবাদের কারণে, নির্বিচারে বোমা মেরে মানুষ হত্যার কারণে। এ হলো আহলুল হাদিস আলেম ও জামায়াতে ইসলামীর আলেমদের মধ্যে পাথর্ক্য। পাঠক, নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ হত্যা চেষ্টার নামে আল্লামা সাঈদীকে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে, সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর আস্থা তুলে দেওয়া হচ্ছে, কুরআনের উত্তরাধিকার আইন বোন ভাইয়ের অর্ধেক পাবে, নারী নীতির নামে তা বাতিল করা হচ্ছে।

সংবিধান থেকে "বিস্‌ল্লাহ্‌" তুলে দিয়ে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানদের নারায়ে তাকবীরকে বর্জন করে শতকরা ১০ ভাগ অমুসলিমদের (হিন্দু) ১৯০৫ সালে দেওয়া "জয়বাংলা" ঠিকই বলা হচ্ছে। এবার শুনা যাচ্ছে, জয় বাংলার পরিবর্তে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ও আল্লাহ হাফেজের পরিবর্তে খোদা[৫১] হাফেজ বলতে হবে। হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন? এটাই কি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা?

---

45 সুরাহ মুমিনুন ২৩/ ৫২।

46 সুরাহ কাসাস ২৮/৪।

47 সুরাহ আর রুম ৩০/৩১-৩২।

48 সুরাহ আনয়াম ৬/১৫৯।

49 সুরাহ আনফাল ৮/১।

50 পাক সার জমিন সাদ বাদ, পৃঃ ২০-৫১, হুমায়ুন আজাদ।

51 ভারত উপমহাদেশের মুসলিমরা আল্লাহর নামের পরিবর্তে বিকল্প ফার্সী শব্দ 'খোদা' নামে আল্লাহকে সম্বোধন করে থাকে। এমনকি রেডিও টেলিভিশনেও আল্লাহর পরিবর্তে খোদা শব্দ ব্যাবহার করা হচ্ছে। অথচ পারস্য থেকে আমদানীকৃত ফার্সী (পাহলভী) ভাষায় 'খোদা' শব্দটির ভিতরে রয়েছে শিরকের ছোয়া। খোদ+আ=খোদা। 'খোদ' অর্থঃ স্বয়ং 'আ' অর্থ এসেছে। এ শব্দটি সর্বেশ্বরবাদ বা সর্ব আল্লাহবাদের দিকে আহ্বান জানায়। খোদা শব্দের সাথে সর্বত্র আল্লাহ বিরাজমান আক্বীদাহ ও হিন্দু আক্বীদাহ সর্ব জায়গায় ইশ্বর বিরাজমান এর অভূতপূর্ণ মিল রয়েছে। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সত্ত্বা নিয়ে সৃষ্টির মাঝে আসা যাওয়া করবে এ ধারণা সুস্পষ্ট শিরক। যা হুসাইন মুহাম্মদ মুনসুর হাল্লাজ ও তাঁর ভাবশিষ্য মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী, ফার্সী কবি মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির অহাদাতে উজুদ ও হামাউস্ত মতবাদ থেকে আমদানী করা হয়েছে।

যা হুলুল ও ইত্তিহাদ মতবাদের পরবর্তি রুপ। খোদা নামটি কুরআন সুন্নাহ বহির্ভূত একটি শিরকি নাম। এ নামে আল্লাহকে আহ্বান করা বা ডাকা মানেই হল কুরআন সুন্নাহ বর্ণিত আল্লাহর নাম গুলিকে অস্বীকার করার সামীল।

সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর আস্থা তুলে দিলে দেশের ৯০ ভাগ মুসলমানের ঈমান ঠিক থাকবে তো? গত তত্তাবধায়ক ফখরুদ্দিন-মঈন সরকার কী তুলকালামই না ঘটিয়ে ছিল? জে. এম. বি. দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, মাস্তান, ঘুষখোর অবৈধ সম্পদ দখল ও ভূমি দস্যু ইত্যাদি থেকে জনগণকে রক্ষার নামে কি চমকইনা দেখালেন? আর অন্য দিকে যুব সমাজের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, অশ্লীল সিনেমা, নগ্ন সিনেমার পোস্টার, সিডি. ভিসিডি, দেহ ব্যবসা যৌন বিষয়ক ম্যাগাজিন, যৌনকামুক নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ ও যৌন কামিনি তাসলিমা নাসরিনদের ইসলাম বিদ্বেষী পুস্তিকাদী বন্ধে কোন চমক দেখালেন না।

বরং সুপ্রিয় চক্রবর্তী হিন্দু স্বামীর স্ত্রী সুলতানা কামালকে উপদেষ্টা পদে নিয়োগ এবং কুরআন মাজিদে বর্ণিত ইসলামের শাশ্বত উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের দুঃসাহসও দেখিয়ে ছিল ঐ সরকার। দু'চার খানা ত্রাণের শাড়ী চুরি দু'চারটা ফাইল ত্রাণের টিন চুরির মামলা দিয়ে, এ বাহাদুর সরকার অনেককে শাস্তি পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু ২৮ সে অক্টোবর লগি বৈঠার দল দিবালোকে নিষ্ঠুরভাবে মানুষ হত্যার কোন বিচার ঐ সরকার করেননি। এখন পর্যন্তও (২০১৭ সাল) তার বিচার হয়নি। ঐ সরকারের আমলে মহানবী (সাঃ) কে কটাক্ষ করে কার্টুনও প্রকাশ হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার কি করছে তাতো দেখাই যাচ্ছে। ফারুক হত্যার বিচার শুরু হলেও লগি বৈঠা দিয়ে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের বিচার কামনা করি। কাজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে সবিনয় অনুরোধ করছি, মানুষকে দরদ করতে শিখুন, ন্যায় বিচার করুন। পর্দা করে আল্লাহ ভীরু হউন। কুরআন শাসিত দেশ গড়ুন। আলেমদেরকে মহব্বত করতে শিখুন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনিতো হাদিস পড়েন, হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً "

যে জাতির নেতা নারী সে জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত।[৫২] তাই বর্ণিত হাদীসের উপর আপনারা উভয় নেত্রী আমল করে জাতিকে ধ্বংস হতে রক্ষা করুন। কি অন্যায় করেছিলেন আল্লামা সাঈদী সাহেব? তিনি তো কোন রাজাকার ছিলেন না। আল বদর ছিলেন না। তার প্রমাণ ১৯৯৭ ইং সনে সংসদে ভাষণে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, মাননীয় স্পীকার ৭১ এর কাদা সাঈদীর শরীরে লাগে নাই।

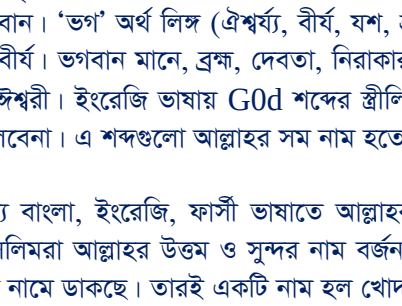

তখন তার চ্যালেঞ্জ আওয়ামীলীগ এর কেউ গ্রহণ করতে পারেননি। এটাই তার জলন্ত প্রমাণ। তিনি স্বাধীনতার বিরোধি ছিলেন না। তবে এ কথা সত্য বাঙালী জাতির উপর বিহারীদের যে অত্যাচার ছিল তা তাতারী বর্বরতাকে হার মানিয়েছিল। তাই বাঙালী জাতির ন্যায্য অধিকার ছিল স্বাধীনতা। রাজনৈতিক ভাবে জামায়াতে ইসলামীর এটা বুঝা দরকার ছিল। যতটুকু জানা যায় তাঁরা মূলত পাকিস্থানের শাসকদের জুলম নির্যাতনের কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষেই ছিল। কিন্তু সেটা ভারতীয় বিজাতীয়দের সহযোগিতার মাধ্যমে নয়। কেননা তারা বিধর্মী তারা কখনও মুসলিমদের বন্ধু হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

ইহুদী ও মুশরিকদেরকে (পৌত্তলিক হিন্দু) আপনি ও মুসলিমদের প্রধান দুশমন রূপে দেখতে পাবেন।[৫৩] আহলুল হাদিস এর আলেমকূল শিরমণি আব্দুল্লাহ হিল কাফী আল কোরাইশী তাঁর রচিত গ্রন্থ "আহলুল হাদিস পরিচিতিতে" লিখেছেন- আহলে হাদিসগণ ধর্মীয় প্রেরণায় স্বাধীনতার মন্ত্রসাধক কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য ভাত কাপড়ের সংস্থান বা চাকুরীর সুবিধা অর্জন নয়, স্বদেশ প্রীতি ও জন্মভূমির উদ্ধার সাধনের উদ্দেশ্যে নয়, পৃথিবীতে বলবান ও শক্তিমান হইয়া অপরাপর দল, সমাজ ও জাতির উপর শাসন দন্ড পরিচালনা করার মৎলবে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম।[৫৪]

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

কুফরের আদেশকে পরাস্ত করে একমাত্র আল্লাহর আদেশকে বলবৎ করা।[৫৫] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।[৫৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁকে ডাকার জন্য তাঁর নাম সুনিদিষ্ট করে দিয়েছেন। জাহেলী যুগের আরবরা তাদের কিছু উপাস্যের নাম আল্লাহর পরিবর্তে লাত, আযিযের বদলে উয্যা, মান্নানের বদলে মানাত রেখেছিল। অথচ আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ বা বিকল্প নাম পৃথিবীর কোন ভাষাতেই নেই। যেমন বাংলায় আল্লাহর ভাবার্থে ঈশ্বর ও ভগবান প্রভৃতি শব্দ বলা হয়। ভগ+বান=ভগবান। 'ভগ' অর্থ লিঙ্গ (ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভগবানের এই ছয় গুণ) আর 'বান' অর্থ বন্যা, পানি বা বীর্য। ভগবান মানে, ব্রহ্ম, দেবতা, নিরাকার, ঠাকুর ইত্যাদি। উক্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ভগবতী আবার ঈশ্বর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ঈশ্বরী। ইংরেজি ভাষায় G0d শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ G0des আছে। আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তাই এ শব্দগুলো ব্যাবহার চলবেনা। এ শব্দগুলো আল্লাহর সম নাম হতেই পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ

তাঁর কোন সঙ্গিনীই নেই।[৫১] এ জন্য বাংলা, ইংরেজি, ফার্সী ভাষাতে আল্লাহর বিকল্প কোন শব্দ না লিখে আল্লাহ শব্দটিই লেখা উচিত। কিন্তু আজ মুসলিমরা আল্লাহর উত্তম ও সুন্দর নাম বর্জন করে মুশরিকদের অনুকরনে আল্লাহর নামের বিকৃতি করে, আল্লাহকে বিভিন্ন নামে ডাকছে। তারই একটি নাম হল খোদা।

52 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, ফিৎনা, হা/৭০৯৯, ইসঃ ফাউঃ হা/৬৬১৮।

53 সূরা মায়িদা ৫/৮২।

54 সুরাহ আল কাসাস ২৮/৮৩।

55 সুরাহ আত তওবাহ ৯/৪০।

56 সুরাহ আল হাজ্জ ২২/৪১।

আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৭] কিতাব ও সুন্নতের বিরুদ্ধে যত প্রকার বিধান, মতবাদ, আইন, থিওরী, ফর্মুলা, প্রোগ্রাম, ইজম আছে সমস্তই অনাচার ও ফিৎনা।[৫৮] তাছাড়া সফিউর রহমান মোবারক পুরী রহঃ এর বিশ্বের সেরা সিরাত গ্রন্থ "আর রাহিকুল মাখতুম"।[৫৯] ও সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহঃ) এর "মা'য়ালেম ফীত্‌তরীক" এ অনুরুপ লিখেছেন। আল্লাহর কালেমা তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ছাড়া দেশ ও ভাষার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা জায়েয নেই।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

" مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সে ব্যক্তিই আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে।[৬০] রাসুল (সাঃ) আরও বলেছেন,

" مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ "

যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ কোন দিন জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোন দিন উদিতও হলো না সে যেন মুনাফিকের মৃত্যু বরণ করলো।[৬১] যারা দ্বীন ছাড়া যুদ্ধ করে তাদের সকলের পরিণাম কোজমানের মতই হবে। যদিও তারা ইসলামের পতাকা তলে থাকে। উল্লেখ্য যে কোজমান হলো জাহান্নামী। আর এটা সকলেরই জানা স্বাধীনতার অগ্নি পুরুষ বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর সহযোগী মুক্তি যুদ্ধারা দ্বীন কায়েম বা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য যুদ্ধ করেননি। রাসুল (সাঃ) বলেন,

وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي

যে ব্যক্তি বংশের গৌরব রক্ষার্থে, বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যক্তি স্বার্থে পতাকা তলে যুদ্ধ করল সে আমার উম্মতভূক্ত নয়।[৬২] তাহলে মুক্তি যুদ্ধকে আলেমরা কিভাবে সমর্থন করতে পারে? তাছাড়া জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। শুধু মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে।

উল্লেখ্য যে কবি শামসুর রহমান, তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকা কর্তৃপক্ষের বিশ্বস্ত চাকুরে ছিলেন এবং তিনি নিয়মিত উক্ত পত্রিকায় মুক্তিবাহিনীকে দুষ্কৃতকারী বলে উল্লেখ করে পাকিস্তানের পক্ষে অনেক কিছুই লিখতেন। শহীদ জননী হিসেবে পরিচিত প্রয়াত জাহানারা ইমাম এবং অধ্যাপক কবির চৌধুরী সেই সময় নিয়মিত রেডিও পাকিস্তানে কথিকা পাঠসহ নানা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৯৬ সনের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামীলীগ সরকারে যাকে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছিলো, সেই নুরুল ইসলাম সাহেবও ছিলেন রাজাকারের কমান্ডার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেয়াই ছিলেন ফরিদপুরের শান্তি কমিটির নেতা। আওয়ামীলীগ নেতা সাবের হোসেন চৌধুরীর পিতা ছিলেন রাজধানী ঢাকার শান্তি কমিটির নেতা। ১৯৭১ সালে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা জামায়াতে ইসলামীর হাতে ছিল না এবং ২৫ শে মার্চের পরে ভারত সরকার কেবল মাত্র আওয়ামীলীগের লোকদের সাথেই ভালো ব্যবহার করেছে। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামীলীগ নেতা মাওলানা ভাসানীর সাথেও ভালো ব্যবহার করেনি। তিনি চীনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আনার জন্য চীন যেতে চাইলে তাকে ভারতে গৃহবন্দী করে রাখা হয়।[৬৩] সুতরাং ভারত সরকার জামায়াতের মতো একটি ইসলামপন্থী দলের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এটা কল্পনাও করা যায়না।

পরিস্থিতি যখন এই তাহলে জামায়াতের লোকদের পক্ষে দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় পাবার কল্পনাও তারা করেনি। বাস্তব অবস্থার কারণে এ দলটি যদি সে সময় নিরপেক্ষ থাকতো তবুও পাক সরকার তাদেরকে রেহাই দিতো না। একান্ত বাধ্য হয়ে জামায়াতে ইসলামীর যেসব লোকজন অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন, এটাই ছিল জামায়াতে ইসলামির ভুল। এ ভুল ক্ষমার যোগ্য। বিজ্ঞ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদেরকে ক্ষমা করে ভুল করেননি। তাই আমরাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আহব্বান করব পিতার ক্ষমাকে অপমান না করে তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিন। ক্ষমা হল মহত্বের লক্ষণ। তাছাড়া মাওলানা সাঈদী এ ভুল থেকে মুক্ত। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে বিশেষ বলয়ের রাজনীতিবিদ, লেখক কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যরা দেশের ইসলামপন্থী বৃহৎ দল জামায়াতে ইসলামী ও এর নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধি, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিসহ নানা ধরনের অভিযোগ সভা-সমাবেশ, গল্প, কবিতা-সাহিত্যে এবং মিডিয়াতে নাটক, সিনেমা প্রচার করায় আজ নতুন প্রজন্ম জামায়াতে ইসলামী ও এর নেতৃবৃন্দে সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে কুধারণা করে আসছে। যার বহিঃপ্রকাশ হল শাহবাগ আন্দোলন।

৪০

শাহবাগ আন্দোলন ঃ

এ আন্দোলন মুলত রাম, বাম ও নাস্তিকবাদী আন্দোলন। ইসলাম বিরোধি আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রেতাত্মারা রাসুল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম, কুরআন, সালাত, রোজা ও হজ্বসহ ইসলামী বিধি-বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় ও বিষোদগার করেছে। তার কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ ইব্রাহিম খলিল (সবাক): ধর্ম নিয়ে লিখেছে, শুয়োরের বাচ্চারা বানাইছে একখান বালে --- ধর্ম। রাতুল নামে এক আন্দোলনকারী লিখেছে, সাহস থাকলে একবার শাহাবাগ আয় রাজাকারের চু ----, তোদের মুহাম্মদ (সাঃ) আর নিজামী বাপকে একে অন্যের --- ভেতর ঢুকাবো (নাউজু বিল্লাহ্‌) আসিফ মহিউদ্দিন কুরআনকে কটাক্ষ করে লিখেছে, আউজু বিল্লা হিমিনাশ শাইতানির নাস্তিকানির নাজিম।[৬৪] শাহবাগের আন্দোলনকারী রাজিব রাসুল (সাঃ) কে কটাক্ষ করে লিখেছে, বিবি খাদিজার পায়ের জুতার বাড়ি মোহাম্মদের পিঠে ক্ষত তৈরী করে। এই ক্ষত চিহ্নই পরবর্তীতে মোহাম্মদ তার বোকা অনুসারীদের নবুওতের মোহর হিসেবে প্রচার করে,[৬৫] (নাউজু বিল্লাহ্‌)। এ রাজীব রাসুল (সাঃ)

---

57 সুরাহ আল বাকারা ২/১৯৩।

58 আহলুল হাদিস পরিচিতি, পৃঃ ৩৫-৩৬, আব্দুল্লাহ হিল কাফী আল কোরাইশী।

59 আর রাহিকুল মাখতুম, পৃঃ ৩০৩, সফিউর রহমান মোবারকপুরী।

60 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, ইমারাত, হা/৪৮১৩, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৭৬৬।

61 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, ইমারাত, হা/৪৮২৫, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৭৭৮।

62 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, ইমারাহ, হা/৪৬৮২।

63 একটি গোয়েবলসীয় মিথ্যাচার ও আল্লামা সাঈদী প্রসঙ্গ প্রেক্ষিতঃ মুক্তিযুদ্ধ-১৯৭১ পৃঃ ১২।

64 দৈনিক আমার দেশ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

65 দৈনিক আমার দেশ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সাহাবায়ে কেরাম, কুরআন, স্বলাত, সিয়াম ও হজ্ব সহ ইসলামী বিধি-বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে অশ্লীল ও বিষোদগারপূর্ণ কল্পকাহিনী লিখে দেশের সর্বস্তরের মুসলিমদের ঘৃণা কুড়ালেও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের কাছে রাজীব শহীদী মর্যাদা পেয়েছেন।

নাস্তিক রাজীব খুন হওয়ার পর রাজিবের বাসায় গিয়ে আমাদের দেশের নেতা বলেছেন- শাহবাগ আন্দোলনের প্রথম শহীদ রাজিব। এ নাস্তিকের জানাজায় ছুটে গেছেন সজীব ওয়াজেদ জয় ও আওয়ামীলীগের প্রথম শ্রেণীর নেতারা। তাই দেশের সরকার প্রশাসন, গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিরোধ না করে উল্টো নাস্তিকদের দাবির পক্ষে উৎসাহ যুগাচ্ছে। পুলিশ নাস্তিকদেরকে রক্ষা করার জন্য ইসলামি দলের আলেমদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। নাস্তিকদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বাস মালিক সমিতিও ব্যবসা বা দোকান সমিতির লোকেরা একাত্বতা ঘোষণা করেছে। এ নাস্তিকদের সাথে একাত্বতা প্রকাশ করছে আওয়ামীমনা কতিপয় নাট্য শিল্পী ও চিত্র জগতের নায়ক নায়িকা, গায়ক গায়িকাগণ। নাস্তিকদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়রা। আর এগুলো প্রচার করছে এক দল ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বিকৃত চিন্তার অধিকারী কতিপয় সাংবাদিক, মিডিয়া। যার মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা বিশ্বে। সব মিলে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিমদের দেশ, বাংলাদেশ আজ নাস্তিক দেশে পরিনত হতে যাচ্ছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত দেওবন্দী সুফী আলেমরা গর্জে উঠলেও আহলে হাদীসের আলেমদের হৃদয়ে স্পন্দনও সৃষ্টি হয়নি। অথচ রাসুল (সাঃ)কে গালি দেওয়ার অপরাধে সাহাবাগণ কা'আব ইবনে আশরাফকে হত্যা করেছিলেন, হাদিসে আছে,

اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ".

রাসূল (সাঃ) একবার বললেন, কে আছে কা'আব ইবনে আশরাফকে হত্যা করবে? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দিচ্ছে। পরে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) ও তাঁর সাথিরা কা'আব ইবনে আশরাফকে হত্যা করেন।[৬৬] গত কয়েক মাস আগে আহলে হাদীসের আলেম মুজাফ্ফর বিন মুহসিন সিলেট জেলায় শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে এক সভায় শাহবাগ আন্দোলন ও হেফাজতে ইসলাম সম্পর্কে বলেন- এটি একটি ভুয়া বিষয়, নাউজু বিল্লাহ। এরাই নাকি বিশুদ্ধ তাওহীদ প্রচারের দাবীদার। উক্ত সভা শিয়া মতবাদ বিরোধি হলেও মুজাফ্ফর সাহেব ঐ সভায় শিয়াদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য না দিয়ে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ও জামায়াতে ইসলামীকে শিয়া বানানোর অপচেষ্টা করেছেন। শাহবাগ আন্দোলনে বামপন্থী ও নাস্তিকরা হিন্দুয়ানী কায়দায় নাচ গান, অগ্নি প্রজ্জলন সহ বিজাতীয় ধ্যান ধারণায় উজ্জীবিত হয়ে সে আন্দোলন থেকে মাওলানা সাঈদীর ফাঁসি দাবী করছে। আর শাহবাগী নাস্তিকদের দাবী পূরণের লক্ষ্যে জালেম সরকার মজলুম জননেতা আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ফাঁসির রায় ঘোষণা করেছে।

যা জাতির জন্য কলঙ্কজনক। এ রায়কে কেন্দ্র করে ৮০ জনের উপরে মুসলিম শহীদ হোন। উল্লেখ্য যে, ডাক্তার জাকির নায়েক এর উপর মিথ্যা অভিযোগ এনে গত তিন বৎসর যাবত তাঁকে নিজ জন্ম ভূমিতে আসতে দেয়া হচ্ছে না এবং তাঁর সহীহ আক্বীদায় প্রচারিত পিস, টি, ভি বন্ধ করে দেয়া হল। কিন্তুডাক্তার জাকির নায়েকের ভক্ত বা ব্যক্তিরা শহীদ তো হবে দুরের কথা একটি প্রতিবাদ সভাও করেননি। এ হল মাওলানা সাঈদী ও ডাক্তার জাকির নায়েকের ভক্ত বা ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য। যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে না, প্রতিবাদ করে না। তারা নিম্ম শ্রেনীর মুসলিম। রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

" مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ "

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ দেখবে, সে যেন তার নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি তাতে ক্ষমতা না রাখে তাহলে নিজ জিভ দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়, যদি তাতে ক্ষমতা না রাখে তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃনা করে। আর এ হল সব চেয়ে দূর্বল ঈমান।[৬৭] মাওলানা সাঈদী সম্পর্কে যে যাই বলুক তিনি যদি শহীদ হোন অথবা দুনিয়া থেকে চলে যান, মুসলিমদের নিকটে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) এর মতই। এই মজলুম নেতা মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বন্ধু শায়েখ মাদানীর। কিন্তু এ অভিযোগ গুলোর পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষবাদ ভাবী আহলুল হাদিসদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও আনেন নি।

৪৩

অভিযোগ ঃ- ৩ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেন, নবী দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) রাজতন্ত্র করেছেনঃ-

জবাবঃ- মাওলানা সাঈদী রাজতন্ত্রকে শয়তানের আবিষ্কার বলার কারণে শায়েখ মাদানী বলেন, শায়েখ মাদানী দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) এর উদাহারণ টেনে বলেন যে, রাজতন্ত্র যদি শয়তানের আবিষ্কার হত তাহলে দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) কে কেন মূলক দেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ মাদানীর দৃষ্টিতে রাজতন্ত্র নবীদের সুন্নত ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ পাক বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

আর তোমার পালনকর্তা যখন মালাইকাদেরকে বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি।[৬৮] আয়াতে خَلِيفَةً শব্দটিই প্রমান করে মানুষকে পৃথিবীতে খলিফা করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মুসা (আঃ) বনি ইসরাঈলদেরকে লক্ষ্য করে বলেন,

عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর।[৬৯] অত্র আয়াতে خْلِفَكُمْশব্দটিই প্রমাণ করে ইসরাঈলদেরকে খিলাফত দান করা হয়েছিল, বাদশায়ী নন। দাউদ (আঃ) সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى

---

66 সহীহ বুখারী, হা/৪০৩৭, কিতাবুল মাগাজি।

67 সহীহ মুসলীম, কিতাবুল ঈমান, হা/৮১।

68 সূরা আল বাকারাহ ২/৩০।

69 সুরাহ আল আরাফ ৭/১২৯।

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গত ভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।[৭০] উক্ত আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, দাউদ (আঃ) কে আল্লাহ পাক خَلِيفَةً খেলাফতের দায়িত্ব দিয়েই দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ তাঁর রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ তা'আলা দোয়া শিখিয়ে দিয়ে বলেন,

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

বলুন: হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।[৭১] কারণ এটা আল্লাহ তা'আলার মহিমান্বিত সর্বোচ্চ পরিষদ থেকে এসেছে। তাফসীরে মাযহারীতে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমাকে শক্তিশালী করো কোন সাম্রাজ্যের উপর, যার উপর দ্বীন ইসলাম হয় স্থায়ী শক্তিশালী। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।[৭২] তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, 'সুলতানাত' বা রাজত্বের কারণে আল্লাহ তা'আলা এমন বহু মন্দ কার্য বন্ধ করে দেন যা শুধুমাত্র কুরআনের মাধ্যমে বন্ধ করা যেতো না। কেননা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।[৭৩] তাফসীরে ফী যিলালীল কুরআনে বলা হয়েছে, তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একটি সাহায্যকারী রাষ্ট্রশক্তি দাও।[৭৪] তাফসীরে তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে, তুমি নিজে কোন রাষ্ট্র ক্ষমতাকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। হাদিসে উল্লেখ আছে,

اِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالَا يَزَعُ بِالْقُرْاَنِ

আল্লাহ রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা বলে এমন সব জিনিসের উচ্ছেদ ঘটান, কুরআনের মাধ্যমে যে গুলোর উচ্ছেদ ঘটান না।[৭৫] আর মাদানী ভাই বলছেন তার উল্টো। মাদানী ভাইকে বলছি, সৌদী বাদশা নিজের বাদশাহী ঠিক রাখার জন্য বাদশা পরিবারের সকল লোকদেরকে সর্বোচ্চ ভাতা প্রদান করেন, যাতে কেউ বিদ্রোহ না করেন। দাউদ ও সুলাইমান (আঃ) এরূপ করেছিলেন কি? দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) কি তাদের বাদশাহী ঠিক রাখার জন্য বাতিলের সাথে আপোস করেছিলেন? যেরূপ সৌদীর বাদশা আমেরিকার সাথে আপোস করে চলেছেন।

আমেরিকার সৈন্যদেরকে ডেকে এনে তাদের জন্য মুসলিম মেয়েদেরকে ভোগের সামগ্রী বানানোর নজির দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) করে ছিল কি? দাউদ ও সুলাইমান (আঃ) সত্যিই কি প্রচলিত রাজতন্ত্রের ধারক বাহক ছিলেন? যখন আফগান, ইরাক, ফিলিস্তিন, ভারত, বার্মাতে নীরিহ মুসলিমদেরকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারছে, তখন প্রচলিত রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী সৌদীর বাদশা, আমেরিকা ও ভারতের সাথে দোস্তী পেতে তাদের সাথে নৃত্য করছে।

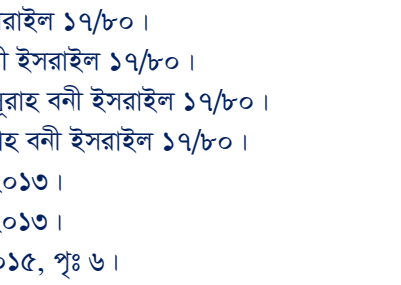

আমেরিকার বুশ ও সৌদীর বাদশার নৃত্য করার দৃশ্য।

মিসরে ইখওয়ানুল মুসলেমীন এর নেতা ড. মুহাম্মদ মুরসী বৈধভাবে ক্ষমতায় আসার পর তাকে হটিয়ে অবৈধভাবে আসা সেনাবাহিনী সরকার মিসরে ৫৫ হাজার মাসজিদে খুৎবা নিশিদ্ধ করে।[৭৬] আর সেই সরকারকে সৌদী আরব সমর্থন করে। আবার মুসলিম দেশ সিরিয়াতে হামলা চালানোর আহবান করে।[৭৭] তাদেরকে অর্থ সাহায্য দেয়। আমরা জানি খারিজিদের নিকট মুসলিমেদের তুলনায় অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করতো। আর তাই সৌদী আরব ও আহলুল হাদিসদের কাছে মুসলিমরা নিরপত্তা পাচ্ছে না, নিরাপত্তা পাচ্ছে অমুসলিমরা। এ হল রাজতন্ত্রের দজাধারী সৌদী বাদশার অবস্থা। যদি ধরেই নেই যে, দাউদ (আঃ) রাজতন্ত্র করেছেন, তাহলে কি এখন দাউদ ও সুলাইমান (আঃ) এর শরিয়ত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য প্রযোজ্য? দাউদ ও সুলাইমান (আঃ) এর রাজতন্ত্র উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যথেষ্ট ছিল কি? যথেষ্ট হলে রাসুল (সাঃ) রাজতন্ত্রের পরিবর্তে খিলাফত এর কথা বলে গেলেন কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর শায়েখ মাদানী দিবেন কি? সৌদী বাদশা ইবনে সৌদের স্ত্রী ছিল বাইশ জন।[৭৮] ইসলামে চার এর অধিক বিবাহ হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত।[৭৯] কিন্তুএসব ব্যাপারে মাদানীদের কোন মাথা ব্যথা নেই। পাঠক, মাওলানা সাঈদী সাহেব অমুসলিম দেরকে ভাই বলেছেন, এতে তাঁর দোষ হয়েছে। মতিউর রহমান মাদানী সাহেবকে বলব, ডাঃ জাকির নায়েক এর মত বিখ্যাত ব্যক্তি অমুসলিম দেরকে ভাই বলে সম্বোধন করেন, সাহস থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনুন। মাদানী সাহেব বলেছেন, সাঈদী সাহেব খোমেনিকে ইমাম বলেছেন, অথচ সে একজন শিয়া। মাদানীর দৃষ্টিতে খোমেনি হল মুশরিক। আমরাও তাই বিশ্বাস করি। কিন্তুমাদানী সাহেব আবু হানিফার নামের সাথে 'রহমাতুল্লাহ আলাই' বলে সম্বোধন করেছেন, অথচ আহলুল হাদিসের আলেমরা আবু হানিফাকে শিয়া ও জহমিয়া বলেছেন, কাফেরও বলেছেন। জহমিয়াদের বিশ্বাস কুরআন মাখলুক (সৃষ্টি) কুরআন চিরন্তন নয়। ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, যারা বলে কুরআন সৃষ্টি মুহাদ্দিসগণের নিকট তারা কাফের। মুহাদ্দিস সায়ীদ ইবনে সালেম বলেন,

قُلْتُ لِاَبِيْ يُوْسُفَ كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ الْجَهْمَ فَقُلْ نَعَمْ

---

70 সুরাহ আস সোয়াদ ৩৮/২৬।
71 সুরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।
72 তাফসীরে মাযহারী, সূরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।
73 তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।
74 তাফসীরে ফী যিলালীল কুরআন, সূরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।
75 তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন, সূরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।
76 দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ সেপ্টেবর ২০১৩।
77 দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ সেপ্টেবর ২০১৩।
78 দৈনিক ইনকিলাব, ৪ জানুয়ারী, ২০১৫, পৃঃ ৬।
79 সুরাহ আন নিসা ৪/৩।

আমি আবু হানিফার ছাত্র আবু ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করলাম আবু হানিফা কি জহমিদের কথা বিশ্বাস করতেন? আবু ইউসুফ জবাব দিলেন হ্যাঁ। আবু ইউসুফ আরো বলেন,

اَوَّلُ مَنْ قَالَ اَلْقُرْاٰنَ مَخْلُوْقٌ اَبُوْ حَنِيْفَةَ

কুরআন নশ্বর ও অস্থায়ী সৃষ্টি এ কথাটি আমাদের নিকট আবু হানিফাই সর্ব প্রথম বলেন।[৮০] ইমাম আবু হানিফার ছাত্র আবু ইউসুফ আরো বলেন,

فَقَالَ وَمَا تَصْنُوْ بُهُ جَهْمِيَا

আবু হানিফা জহমিয়া হয়ে অর্থাৎ সে বেইমান হয়ে মারা গেছে। উল্লেখ্য যে উপরোক্ত বর্ণনা গুলির মধ্যে কোন মিথ্যাবাদী অথবা স্মৃতি দুর্বল এমন কোন ব্যক্তি নাই। প্রত্যেক বর্ণনার সনদ সহীহ।[৮১]

যোগাযোগঃ facebook.com/slaveofalmightyallah

তাহলে মাদানী সাহেব আবু হানিফাকে 'ইমাম আবু হানিফার' নামের সাথে 'রাহমাতুল্লাহি আলাই' বলছেন কেন? জবাব দিবেন কি? অথচ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন,

اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

যখন সহীহ হাদিস পাবে, সেটিই আমার মাযহাব।[৮২] যিনি সহীহ হাদিসকে নিজের মাযহাব বলে সিকৃতি দিলেন। সেই নাকি কাফের হয়ে মারা গেছে তাই না? এখন আমরা আহলে হাদিস আলেমদের বক্তব্যর নমুনা একটু যাচাই করি। ইসলামী বিশ্বাস হলো: আল্লাহর আকার আছে। وَجْهَهُ শব্দের অর্থ মুখমন্ডল, চেহেরা, আকৃতি, দিক, সম্মুখভাগ, উপরিভাগ, বর্হিভাগ, সূচনা ইত্যাদি।[৮৩] আল্লাহর মুখ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ٢٧

একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্ত্বা ছাড়া।[৮৪] রাসুল (সাঃ) বলেন,

فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ،

হঠাৎ দেখি আমার 'রব' আমার সামনে সর্বোত্তম আকৃতিতে।

فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ

আমি দেখলাম তিনি (আল্লাহ) নিজ হাতের তালু আমার ঘাড়ের ওপর রাখলেন, এমনকি আমি তাঁর আঙ্গুলের শীতলতা আমার বুকের মধ্যে অনুভব করেছি।[85] ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) আল্লাহকে رَآهُ بِقَلْبِهِ অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন।[86] রাসুল (সাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাদের কাছে এসে বলবেন, আমি তোমাদের 'রব'। তখন তারা বলবে, যতক্ষণ আমাদের 'রব' আমাদের কাছে না আসবেন, ততক্ষণ আমরা এ স্থানেই অবস্থান করব। আমাদের 'রব' যখন আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব।

فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا

তারপর আল্লাহ এমন এক আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন। যে সুরতে তারা তাঁকে চিনবে। তখন তিনি বলবেন, তোমাদের রব আমিই। তারাও বলে উঠবে হাঁ, আপনিই আমাদের 'রব'।[87] আল্লাহ্‌র হাত সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী-

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ العَالِينَ

আল্লহ্‌ বললেন, হে ইবলীস, আমি নিজ দুই হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচচ মর্যাদা সম্পন্ন?[৮৮] আল্লাহ তাঁর চোখ সম্পর্কে বলেন,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন।[৮৯] রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না।

إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ،

অবশ্যই আল্লাহ অন্ধ নন। এর সাথে সাথে নবী (সাঃ) তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় চোখের দিকে ইশারা করলেন।[৯০] আল্লাহর আকারের ব্যাপারে যেভাবে কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার বেশী নয়। আল্লাহর আকার জনিত আয়াত ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করা যাবে না এবং ঐ আকার নিয়ে কোন রকম মনগড়া কল্পনা করা যাবে না। যেমন আল্লাহর বাণী-

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"আল্লাাহ শুনেন এবং সব কিছু জানেন।[৯১] এখানে আল্লাহর শ্রবণের কথা বলা হয়েছে, কর্ণ বা কানের কথা বলা হয় নাই। তাই কল্পনা করে আল্লাহর কর্ণ বা কান আছে একথা বলা যাবে না এবং এ আয়াতের কোনরূপ বিকৃতিও করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান আছে, আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।[৯২] তাই কল্পনা করে বলা যাবে না যে, আল্লাহর মাথা আছে। কারণ জ্ঞান থাকতে হলে মাথা থাকতে হয়। আল্লাহর হাসি আছে।[৯৩] তাই কল্পনা করে একথা বলা যাবে না যে,

---

80 ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বনাম আবু হানিফা পৃ: ৪-৫ মুফতি আব্দুর রউফ, আমির আহলে হাদিস তাবলিগে ইসলাম, বরাতে কিতাবুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, পৃ:১০২-১৮৩।

81 সুত্র ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড, বরাতে ইমাম আবু হানিফা বনাম আবু হানিফা, মুফতি আব্দুর রউফ।

82 হাশিয়াহ ইবনে আবেদীন, ১/৬৩

83 আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, আল মু'জামুল ওয়াফী, পৃঃ ১১২০, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, যা না জানলে মুসলিম থাকা যায় না, পৃঃ ৯৭, জাহাঙ্গির হোসাইন।

84 সূরাহ্‌ আর রাহমান ৫৫/২৭

85 হাদিসে কুদসি, অনুচ্ছেদ, উর্ধ্বজগতে ফেরেশতাদের তর্ক, হা/১৩৬।

86 সহীহ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুল ঈমান, হা/৩২৫, ইসঃ ফাউঃ, হা/৩৩৩।

87 সহীহুল বুখারী, হা/৭৪৩৭, অধ্যায় তাওহীদ, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৩, মুসনাদে আহমদ, হা/১১১২৭, আ, প্র, হা/৬৯২০, ইসঃ ফাউঃ, হা/৬৯৩১।

88 সুরাহ ছোয়াদ ৩৮/৭৫।

89 সুরাহ আত্‌ তুর ৫২/৪৮।

90 সহীহুল বুখারী, হা/৭৪০৭, অধ্যায় তাওহীদ, ইসঃ ফাউঃ, হা/৬৯০৩, মারফু ও মুতাওয়াতির হাদিস।

91 সূরাহ্‌ আল ইমরান ৩/১২১।

92 সূরাহ্‌ আল বাকারা ২/১৩৭।

আল্লাহর ঠোঁট আছে। কেননা হাসতে হলে ঠুটের প্রয়োজন। এরূপ কল্পনা বা অর্থ করা কুফরি। এ আকার কোন সৃষ্টির মত নয়। কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যাবে না। তাঁর আকার আছে, তিনি অজানা আকার। তার আকার তার মতই। তিনি কারো মত নন, তার মত কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

কোন কিছুই তাঁর অনুরুপ নয়।[94] আল্লাহর সত্ত্বার মত কোন সত্ত্বা নেই এবং আল্লাহর গুণাবলীর মত কোন গুণাবলীও নেই। তাই আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলীর সাথে কোন সৃষ্টির সাদৃশ্য করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلاَ تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ

অতএব, আল্লাহ্‌র কোন সাদৃশ্য সাব্যস্ত করো না।[95] তাঁর সত্ত্বা ও গুণাবলীকে আমরা জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করতে পারব না, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا

তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে না।[96] সুতরাং আল্লাহর কান আছে, নেই, কোনটাই বলা যাবে না। শুধু তাই বলা যাবে যা আল্লাহ বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সব কিছু শুনেন, আমরাও বলবো আল্লাহ শুনেন। তার ধরন আমরা বর্ণনা করব না। কিন্তু আহলুল হাদিসদের সুযোগ্য আলেম আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেছেন, আল্লাহর কান আছে।[৯৭] মুফতী আব্দুর রউফ (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহর কান আছে।[৯৮] মুফতী আব্দুর রহিম বাগেরহাটি, আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী সহ অনেক আলেম প্রচার করে বেড়ান যে, আল্লাহর কান আছে। পক্ষান্তরে আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস্‌সালাম মাদানী ও মতিউর রহমান মাদানী 'আল্লাহর কান আছে' বলাটা কুফরী মনে করেন। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ও মুফতি আব্দুর রউফ এর মত বিখ্যাত আলেমদের যদি এত বড় ভুল হতে পারে, তাহলে মাওলানা সাঈদীর ভুল হওয়াতে আর্শ্চয হওয়ার কি আছে?

বন্ধু শায়েখ মাদানী সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, সাঈদী সাহেব কতক্ষণ 'লা ইলাহা' অর্থঃ ইলাহ নাই বা আল্লাহ নাই, কতক্ষণ 'ইল্লাল্লাহু' অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহ নাই, যিকির করে। যা সম্পুর্ণ হারাম। বন্ধু শায়েখ মাদানী ভাইকে বলবো- মাওলানা সাঈদীর এ ভুলটি তাঁর অজান্তে হচ্ছে- তার প্রমাণ সাঈদী তার বক্তব্যে বলেন- *আমার মনে দারুন প্রশ্ন, খুঁজে পাই নাই, আমার কালেমাকে খন্ডিত করে যিকির করার পারমিশন কোন হাদীসে দিয়েছে? কে দিয়েছে এই পারমিশন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এটা পূর্ণ কালেমা কতক্ষণ লা ইলাহা আর কতক্ষণ ইল্লাল্লাহু এর অর্থ কি? আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ছাড়া কি? কোনো মুসলমানের এমন যিকির করা উচিৎ না।*[৯৯] উপরোক্ত বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হল সাঈদী সাহেবের ভূলটি ছিল তাঁর অজানা। কিন্তু পূর্ণ কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" একটি বাক্যকে বৃদ্ধি করে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এই দুইটি পৃথক বাক্যকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর সাথে অপর বাক্যকে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' একত্র করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহ" বলে যারা যিকির করছে, তাদের ব্যাপারে বন্ধু শায়েখ মাদানী একেবারেই চুপ।

আল্লামা সাঈদী বলেছেন, সৌদী আরবে কুরআনের আইন কিছুটা চালু আছে, এতে মাদানী সাহেব সাঈদী সাহেবের উপর ক্ষিপ্ত, কিন্তু মাদানী সাহেবের জাতি ভাই মুজাফ্‌ফর বিন মুহসিন যখন বলেন যে, সৌদী আরবে তুর্কী আইন চালু আছে, তখন মাদানী সাহেব একেবারেই চুপ।

অভিযোগ ঃ-৪ মতিউর রহমান মাদানী বলেন, বোমা মারা লোকদেরকে তৈরী করে জামায়াত ঃ-

জবাবঃ- আল্লামা সাঈদী কোন এক বক্তব্যে বলেছেন, বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা জামায়াতের ইতিহাসে নাই। মতিউর রহমান মাদানী তার জবাবে বলেন, কিন্তু বোমা মারা লোকদেরকে তৈরী করলো কারা? অর্থাৎ মাদানীর দৃষ্টিতে বোমা মারার কারখানা হল জামায়াতে ইসলামী। মতিউর রহমান মাদানীর উপরোক্ত বক্তব্যে দেয়ার কারণে আমাদের দেশের বাম এবং 'রাম'রা খুশি হবেন। কারণ এ মিথ্যা অপবাদটি বাম এবং 'রাম'রাই জামায়াতে ইসলামীর উপর চাপিয়েছেন। অথচ আহলুল হাদিসের সুনাম ধন্য আলেম আব্দুল্লাহ বিন ফজল (রহঃ) এর বড় ছেলে শায়েখ আব্দুর রহমানই হল জঙ্গিবাদের মূল হোতা।

যারা বোমাবাজের সাথে জড়িত তাদের প্রায় সকলেই আহলুল হাদিসের লোক। তাহলে জামায়াতে ইসলামী বোমা মারা লোক তৈরী করলো কিভাবে? উল্লেখ্য যে, আহলুল হাদিস লোকদের দ্বারা তৈরীকৃত জি, এম,বি (জঙ্গি) সংগঠন বোমা মেরে আহলুল হাদিসদের যতটা ক্ষতি করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করেছে ইসলামী সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর। এরা এতটাই বেপরোয়া ও নির্লজ্জ যে, এক দিকে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে অন্য দিকে তাগুতি শক্তি সেকুলার নেতাদের দালালী ও গোলামী করে।

অভিযোগ ঃ-৫ শায়েখ মাদানী মাওলানা সাঈদীর বক্তৃতা উল্লেখ করে বলেন যে, সাঈদী সাহেব জাল হাদিস বলেন ঃ-

مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ

১. বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র, হাদিসটি জাল।[১০০]

اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ

২. জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও, হাদিসটি জাল।[১০১]

---

[93] মিশকাত, আরবী, হা/৩৩০।

[94] সূরাহ্ আশ্ শূরা- ৪২/১১।

[95] সূরাহ্ আন্ নহল ১৬/৭৪।

[96] সূরাহ্ ত্বো-হা ২০/১১০।

[97] কে বড় লাভবান, পৃঃ ১৩, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

[98] আল্লাহ কি নিরাকার? ও সর্বত্র বিরাজমা? মুফতি আব্দুর রউফ।

[99] আল্লামা সাঈদীর বক্তৃতার ক্যাসেট থেকে।

[100] আল- কারামী, আল কাওয়ীদুল মাওজুয়া পৃঃ ৮২, রেজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, ২৪৪ পৃঃ।

জবাবঃ- আমরা তার জবাবে বলব- এ জাল হাদিস শুধু মাওলানা সাঈদী সাহেব একা বলেন নাই। বিশ্বের সেরা সেরা মোহাদ্দিসগণ জাল হাদিস সর্ম্পকে সর্তক থাকার পরেও অজান্তে তাদের স্বরচিত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাইতো আমরা ঐসব বিদ্বানগণের কিতাবে জাল হাদিসের উপস্থিতি দেখতে পাই। যেমনঃ

১. হাফেজ ইবনে কাসীর (রহঃ) এর "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে নিম্নের জাল বর্ণনাটি পেশ করেছেন। রাসুল (সাঃ) এর জন্ম হওয়ার সাথে সাথে রাতে অসংখ্য মূর্তি উপুর হয়ে পড়ে। নূরের রৌশনীতে সিরিয়ার রাজ প্রাসাদ দেখা যায়।[১০২] বর্ণনাটি যঈফ ও জাল।[১০৩]

২. হাফেজ ইবনে কাসীর (রহঃ) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ "সিরাতে ইবনে কাসীরে" ও আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে আয়মন (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর পেসাব পান করেছিলেন।[১০৪] অথচ বর্ণনাটি জাল।[১০৫] অথচ মল মুত্র যে নাপাক তা পান করা হারাম এতে কারো কোন মতবিরোধ নেই।

৩. রাসূল (সাঃ) একদা এক কাঠের বাটিতে পেশাব করে খাঁটের নিচে রেখে ছিলেন। উম্মে হাবীবা (রাঃ) ঐ পেশাব পান করেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে বলেন, এ পেশাব উম্মে হাবীবার জন্য স্বাস্থ্যের উপকারী। হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।[১০৬] ইবনে কাসীর লিখেছেন, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর রক্ত পান করে ছিল,[১০৭] অথচ আল্লাহ পাক রক্তকে হারাম করেছেন।[১০৮]

৪. উম্মুল কুরআন বিশ্ববিদ্যালয় (মক্কা) শায়েখ বাশির বিন মোহাম্মদ এর রচিত গ্রন্থ "নাম করণে ইসলামী পদ্ধতি" ৩১ পৃষ্ঠায় জাল হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তোমরা তিনটি কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাসো। যথা- এক. আমার ভাষা আরবী, দুই. কুরআনের ভাষা আরবী, তিন. বেহেস্তের ভাষাও আরবী, হাদিসটি জাল।[১০৯]

৫. মোহাদ্দিসদের মত হলোঃ বিশ রাকায়াত তারাবী নামাযের দলীল যঈফ ও জাল।[১১০] অথচ মক্কা মদীনায় বিশ রাকায়াত তারাবী সালাত পড়া হয়। এ ব্যাপারে শায়েখ মাদানীর কোন বক্তব্য নেই।

৬. কালেমা তাইয়্যেবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" ও কালেমায়ে রিসালাহ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" পৃথক দুটি বাক্যকে সংযোগ করে বিরতি ছাড়া "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এক বাক্য বানিয়ে সারা বিশ্বে এমনকি সৌদী আরবে চালু রয়েছে তা জাল হাদিসের ভিত্তিতে। যেমনঃ বর্ণিত হয়েছে, আদম (আঃ) আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সেখানে লেখা আছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" ..., হাদিসটি মিথ্যা।[১১১] কিন্তুএ ব্যাপারে মতিউর রহমান মাদানীর কোন মাথা ব্যথা নেই।

৭. এটা সকলেরই জানা আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ও ডাক্তার জাকির নায়েকের কুরআন পড়া বিশুদ্ধ নয়। ডাক্তার জাকির নায়েকে মুখের জড়তা থাকার কারণে তাঁর ভুলকে মেনে নেয়া গেলেও আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এর ভুলকে মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফকে বাঁচানোর জন্য আহলুল হাদিসের আলেম আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী, সাহাবী বেলাল (রাঃ) কে কেন্দ্র করে যে জাল হাদিসটি প্রচলিত তা বর্ণনা করে উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাফাই গাইছেন। আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী বলেছেন, বিলাল (রাঃ) সিন উচ্চারণ করতে পারতেন না তাই তিনি সিনকে ছিন উচ্চারণ করতেন। আল্লাহর রাসুল নাকি বলেছেন, বেলাল সিন উচ্চারণ করলেই তোমাদের ছিন ধরে নিতে হবে। হাদিসটি জাল।[১১২]

৮. আহলুল হাদিসদের সুনামধন্য আলেম কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আইনুল বারী তার রচিত গ্রন্থ "আয়নে তোহফা সালাতে মোস্তফা" এর ৪২ পৃষ্ঠায় আমরা জাল হাদিস দেখতে পাই। বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাঃ) তাঁর উসখো খুসকো দাড়িগুলো ছেঁটে রাখতেন, হাদিসটি জাল।[১১৩]
মতিউর রহমান মাদানী উপরোক্ত জাল হাদিসগুলোর কোন সমালোচনা করেন নাই। অথচ উপরোক্ত ব্যক্তিগণ বিশ্ব বিখ্যাত এবং তারা জাল হাদিস গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম যওযী (রহঃ) এর কাছাকাছি লোক ছিল। যেমনঃ ইবনে কাসীর (রহঃ)। এ সমস্ত বিদ্বানদের লিখাতে অজান্তে যদি জাল হাদিস আসতে পারে তাহলে আল্লামা সাঈদীর আলোচনায় তাঁর অজান্তে কিছু জাল হাদিস আসা অমূলক নয়।

অভিযোগ ঃ-৬ মাদানীর উক্তি আল্লামা সাঈদীকে আরব জাতির কেউ চিনে না ঃ-

জবাব ঃ- চেনা-অচেনার বিষয়টি ইসলামে তেমন গুরুত্ব নেই। কেননা আল্লাহর অনেক বান্দা আছেন, যাদেরকে মানুষ চেনে না, অথচ সে বান্দা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় বা চেনা। অনেক নবী (আঃ)দের

---

101 প্রগুক্ত পৃঃ- ২৪৬, ড. জামাল উদ্দিন।।

102102 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অধ্যায়, রাসুল (সাঃ) এর জন্মের রাতে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী, হাফেজ ইবনে কাসির।

103 আররাহিকুল মাখতুম, পৃঃ ৮১, শফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনুঃ আব্দুল খালেক রাহমানী। সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৮৫, মিশকাত হা/৫৭৫৯।

104 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫০৩, ইসঃ ফাউঃ, হাফেজ ইবনে কাসীর।

105 সিরাতে ইবনে কাসির, টিকা, হাফেজ ইবনে কাসির।

106 সিলসিলা যাঈফা, ৩/২২৮, হা/১১৮২।

107 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অধ্যায়, আমিরুল মু'মিনুন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ), ৮ খন্ড, পৃঃ ৫৮৪, ইসঃ ফাউঃ, হাফেজ ইবনে কাসির।

108 সুরাহ মায়িদাহ,

109 যঈফ ও জাল হাদিস সিরিজ, ১ম খঃ, পৃ ১৮৭, নাসির উদ্দিন আলবানী, অনুঃ আবু শিফা মুহাম্মদ আকমাল হোসাইন, সিলসিলাতুল আহাদীসিল যঈফা, ১ম খঃ, পৃঃ ২৯৩, হা/১৬০।

110 মিযানুল ইতিদাল, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮, নাসবুর রা'য়াহ ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৪, উমদাতুল কারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩০৭

111 যঈফ ও মওযু হাদীসের সংকলন, পৃঃ ২২৪, অনু, আব্দুল আযিয ও আবু শিফা মুহাম্মদ আকমাল হোসাইন, যঈফ ও জাল হাদিস সিরিজ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৮১, নাসির উদ্দিন আলবানী।

112 হাফেজ ইবনে কাসিরের আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৯১, ইঃ ফাঃ।

113 সিলসিলা ১/৪৫৬ পৃঃ হা/২৮৮।

নাম আমরা জানিনা, চিনি না। অথচ তাঁরা ছিলেন আল্লাহর নিকট অতিপ্রিয় ব্যক্তি । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

এছাড়া এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে জানাইনি।[১১৪] উয়াইস কারনী (রহঃ) কে মানুষ চিনতেন না কিন্তু রাসুল (সাঃ) এর নিকট তিনি ছিলেন প্রিয় বা চেনা। রাসুল (সাঃ) বলেন,

إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ

অবশ্যই তাবীঈনগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ট যে উয়াইস নামে পরিচিত।[115] শায়েখ মাদানী বলেন যে, সাঈদীকে আরব জাতির কেউ চেনে না ইত্যাদি। অথচ বিগত অক্টোবর ২০০৮ সালে দুবাইয়ের ন্যাশনাল ঈদ গ্রাউন্ডে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কোরআন এ্যাওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আল্লামা সাঈদীর বিশাল মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মাহফিলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরব আমিরাতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইয়ের শাসক শায়েখ মোহাম্মদ বিন রাশেদ আল মাকতুম। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে এটি ছিলো উলেখযোগ্য গণজমায়েত। উপস্থিত অর্ধ লক্ষাধিক দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিলো 'পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞানময় মুজিজা' দুবাই সরকার তাঁর দুই ঘন্টার উক্ত বক্তব্য সিডি, ভিসিডি করে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। ৮০ এবং ৯০ এর দশকে সৌদী বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ আল্লামা সাঈদীকে রাজকীয় মেহমান হিসেবে দুইবার হজ্জ করিয়েছেন।

১৯৯১ সনে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সৌদীতে একটি মীমাংসা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের চারশত স্কলারদের সেই বৈঠকে দাওয়াত দেয়া হয়। সৌদী বাদশাহ উক্ত বৈঠকেও আল্লামা সাঈদীকে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে উপস্থিত রেখেছিলেন। সে বছরই রাষ্ট্রীয় মেহমানদের জন্য পবিত্র কাবা ঘরের দরজা খুলে দেয়া হয়। সে সুবাধে আল্লামা সাঈদী পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লামা সাঈদীর সাথে তৎকালীন জমিয়তে আহলে হাদিসের আমির ড. আব্দুল বারি (রহঃ) নিজেও পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশ করেন। শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) আল্লামা সাঈদীকে সম্মান করতেন। তাহলে আল্লামা সাঈদীকে চিনল না কিভাবে?

অভিযোগ ঃ-৭ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন, মওদূদী বি. এ পাশ লোক, মাদ্রাসা পড়ার লোক না। তিনি আরবী জানতেন না।

জবাবঃ- বন্ধু শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন, মাওলানা মওদূদী (রহঃ) (মৃত্যু ১৯৭৯ খ্রীঃ) বি. এ পাশ লোক, মাদ্রাসা পড়ার লোক না। আরবী লেখা পড়া জানতেন না। এ এক বড় থ্যিাচার। আরবী না জানা কোন ব্যক্তি কি কুরআনের তাফসীর লিখতে পারে? মাদানীর মতোই অপবাদকারীরা অনেক সময় অপবাদ দিয়ে বলে যে, মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করেননি এবং তার কোন সার্টিফিকেটও নেই। তার কথার কী-ইবা মূল্য আছে! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একমাত্র সার্টিফিকেটই যোগ্যতার কোন মাপকাঠি নয়। বরং অনেক সার্টিফিকেটহীন ব্যক্তি সার্টিফিকেট ধারীদের চেয়ে অধিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। মাওলানার সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও এত অপবাদের পরও সার্টিফিকেট প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিনি তার যোগ্যতা প্রমাণ করেননি বরং সর্বদা কাজের মাধ্যমে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরই অধ্যয়ন রুমে যে সার্টিফিকেট গুলো পাওয়া যায়, নিচে সেগুলোর প্রতিচ্ছবি দেয়া হ'ল।

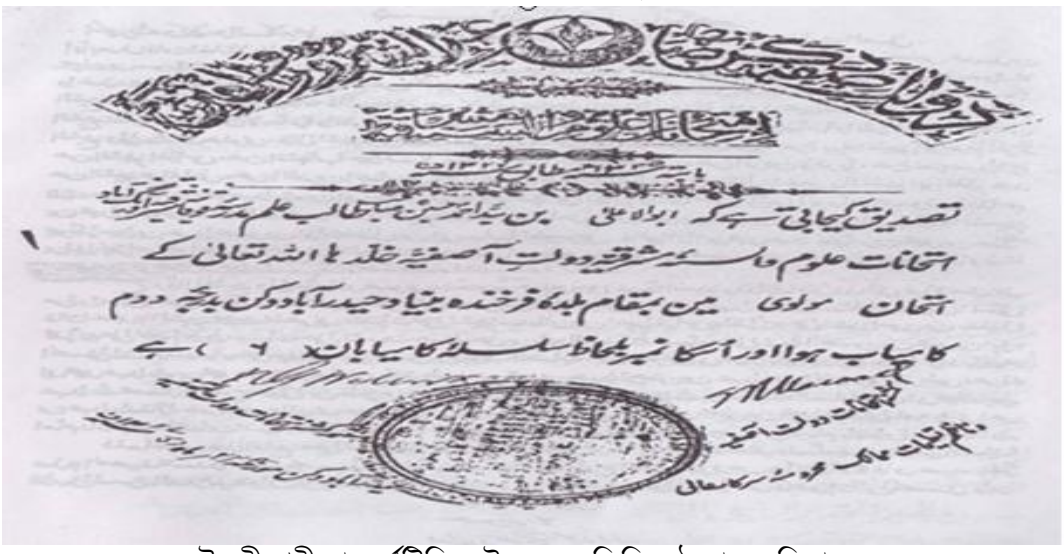

মৌলভী পরীক্ষার সার্টিফিকেট। এতে তিনি ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

[114] সুরাহ আন নিসা ৪/১৬৪।

[115] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, সাহাবীদের মর্যাদা, হা/৬৩৮৫, ইসঃ ফাউঃ হা/৬২৬০।

হাদিস, ফিকাহ ও আরবী সাহিত্যর সার্টিফিকেট

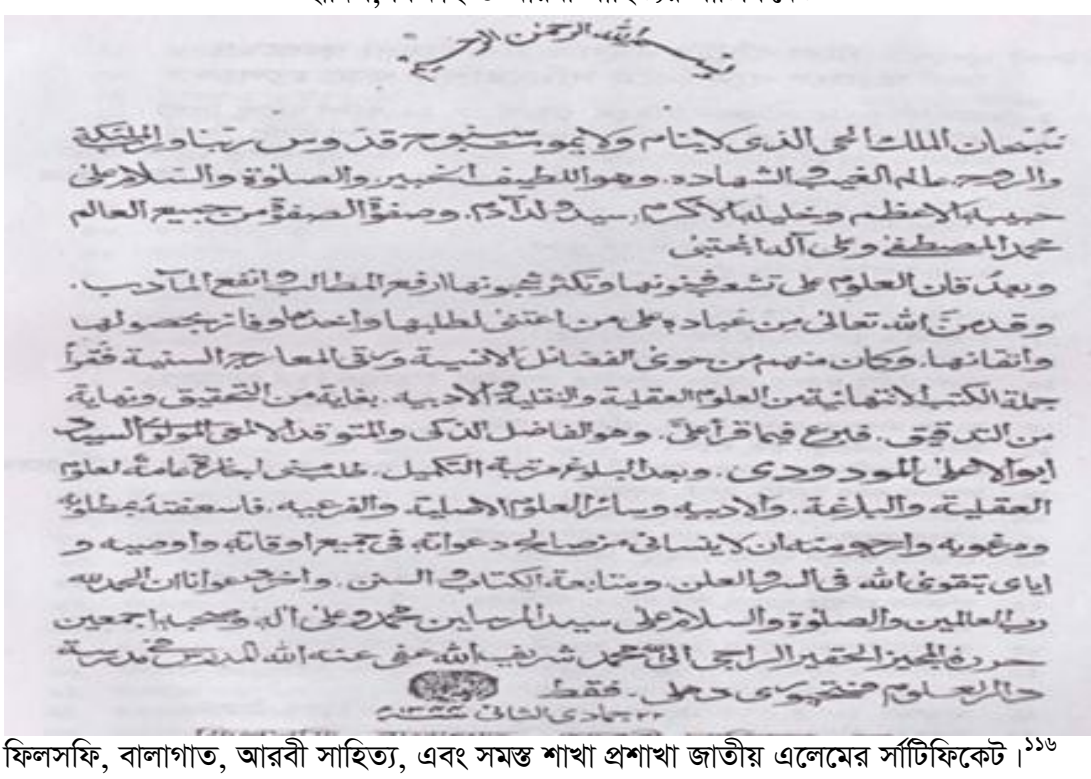

ফিলসফি, বালাগাত, আরবী সাহিত্য, এবং সমস্ত শাখা প্রশাখা জাতীয় এলেমের সার্টিফিকেট।[১১৬]

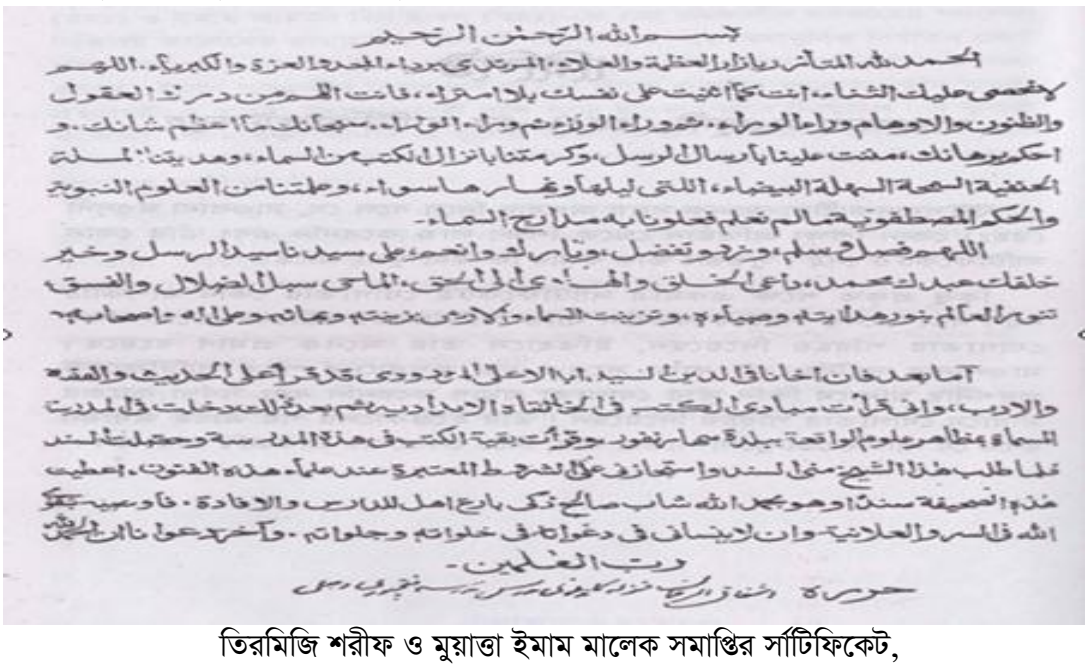

তিরমিজি শরীফ ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক সমাপ্তির সার্টিফিকেট,

যিনি সৌদী সরকার কর্তৃক ফায়সাল পুরষ্কার লাভ করেছিলেন। যে পুরষ্কার লাভের পিছনে সৌদীর বড় বড় আলেমদের সমর্থন থাকে। আবার সৌদীর বাদশাহ খালেদ (রহঃ) তার বিশেষ চিকিৎসক ডাঃ মারুফ দাওয়ালিবিকে মাওলানার চিকিৎসার জন্য পাঠান। যার মৃত্যুর সংবাদ শুনে জানাজা পড়ার জন্য সৌদীর রাষ্টদূত বিয়াদ আল খতিব, জর্দান রাষ্টদূত, কুয়েত মন্ত্রনালয়ের শায়েখ আব্দুল্লাহ আল আকিল, কাতার বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাইস চ্যান্সেলর ড. ইউসুফ আব্দুল্লাহ আল কারযাবী, পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন। জানাজা পড়ার জন্য আরব রাষ্ট্র সমূহের বাদশাহগণ প্রতিনিধি পাঠিয়ে ছিলেন। পবিত্র কাবা শরীফের ইমাম শায়েখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সাবিইয়িল এর জানাজা পড়ার কথা ছিল,

116 সত্যের আলো, পৃঃ ১৭৭, মাওলানা বশিরুজ্জামান।

কিন্তু অনিবার্য কোন কারণে তিনি আসতে পারেন নাই।[১১৭] পবিত্র কাবা বা মসজিদুল হারামে যে ব্যক্তিটির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনিই হলেন মাওলানা মাওদূদী (রহঃ)। শায়েখ মাদানী অনেক সময় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যাল (স্থাপিত ১৯৬১ খ্রীঃ) এর প্রশংসা করেন, শায়েখ মাদানী ভাইকে বলছি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যাল এর রূপকার, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী কে ছিলেন? বলবেন কি? মাওলানা মাওদূদী (রহঃ) এর চিন্তার ফসল হল এই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।[১১৮] যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী ছিলেন মাওলানা মাওদূদী (রহঃ) নিজে। আর মাদানী ভাই বলছেন, তিনি আরবী লেখা পড়াই জানতেন না। বাতুলতা আর কাকে বলে। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কী পাশ ছিলেন।

তা জানার জন্য আমি বন্ধু মাদানীকে অনুরোধ করব- মাওলানা বশিরুজ্জামান এর লেখা "সত্যের আলো" "সত্যের মশাল", সু-সাহিত্যিক আব্বাস আলী খান (রহঃ) এর লেখা "মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস", ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত "ইসলামী বিশ্বকোষ" গ্রন্থাবলী পড়ার জন্য। কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে এমন মন্তব্য করা কি ঠিক? শায়েখ মাদানী মাওদূদী (রহঃ) এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমি মাওলানা মওদূদীর বই পড়ে অনেকটা প্রভাবিত হয়ে পড়ি। একদিন এক লেখা দেখে আমি চমকে ওঠি, তিনি সালাত রোজাকে একটি ট্রেনিং হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমার প্রিয় বন্ধু মাদানী ভাইকে বলব, আমরা আরো বহুগুণে চমকে যাই, যখন আপনি ধর্মনিরপেক্ষবাদী আওয়ামীলীগ পন্থী হয়ে বলেন যে. আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এলে পদ্মায় পানি ভরে দেয় ভারত। মাদানী সাহেবের উক্ত বক্তব্য শুনে তার ভক্তগণ খুশি হলেও বাংলাদেশী কোন খাটি আওয়ামীলীগ এ বক্তব্য শুনে খুশি হবে না এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনার্জী অখুশি হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনার্জীর কারণেই আজ পর্যন্ত কোন পানি বাংলাদেশে আসে নাই। মাদানী সাহেব জেনে শুনে এরুপ বক্তব্য দিলেন কি করে? আবার আহলুল হাদিস ও মাদানী আলেমরা ধর্মনিরপেক্ষবাদী বিশ্বাসী হয়ে তাদের পক্ষে নির্বাচন করে।

৬২

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে ভারতের আহলুল হাদিসের আলেম শায়েখ আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদীর বিষোধগারের জবাবঃ-

আহলুল হাদিসদের আলেম আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী বলেছেন- মাওলানা মওদূদী ক্ষমতা লোভের জন্য নির্বাচন করে, মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর লোভ যদি এতই থাকতো, তাহলে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কে সৌদী আরবের বাদশা ফায়সাল বিন আব্দুল আজিজ (রহঃ) সৌদী আরবের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তাঁর উপদেষ্টা হবার অনুরোধ করেছিলেন। মাওলানা সৌদী আরবের বাদশার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। একবার জর্দানের বাদশা হোসেন বিন তালাল ফোনে মাওলানার সাথে কথা বলেছিলেন। বাদশা কি বলেছিলেন, তা জানতে চাইলে, তিনি অত্যন্ত অনাগ্রহের সাথে বললেন, এ ধরনের শাসকরা এমন কিছু নয় যে তাদের খুব বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।[১১৯] তিনি জামায়াতের প্রধান থাকার পরও কোন দিন নির্বাচন করেন নাই। তাহলে তিনি ক্ষমতার লোভ করলেন কিভাবে? প্রিয় পাঠক, জানা দরকার-জামায়াতে ইসলামীর আক্বীদাহ আহলুল হাদিসদের আক্বীদার অনুরূপ। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। যদিও সাধারণ জনগণের ভিতর কিছু ত্রুটি রয়েছে। হানাফী ও সুফীদের প্রভাব পড়ার কারণে।

যেমন ত্রুটি রয়েছে আহলুল হাদিসদের সাধারণ জণগণের মাঝে। সুবক্তা শায়েখ মাদানী বলেছেন, মওদূদী গণতন্ত্র হারাম বললেও জামায়াতে ইসলামী তা মানেন না। আবার অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন- ভারত উপমহাদেশে হানাফীরা ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত, দেওবন্দী, ব্রেলভী, কাদীয়ানী, তাবলীগে জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী। যারা মওদূদীর অনুসারী। তার এক জবানে স্ববিরোধি বক্তব্য আমরা আশা করি নাই। একবার বলা হল, মওদূদীর অনুসারী, আবার বলা হল তারা মওদূদীর হারাম ফতোয়া মানে না।

তাহলে জামায়াতে ইসলামী মওদূদীর অনুসারী হল কিভাবে? শায়েখ মাদানীর কথায় হানাফীদের এক শ্রেণী হল কাদীয়ানী, এটা সকলেরই জানা যে, সমস্ত মুসলিমদের ঐক্য মতে কাদীয়ানীরা কাফের। তাহলে কি হানাফীরাও কাফের? মাদানীকে বলছি, হানাফী ও কাদীয়ানী কি এক? কাদীয়ানীরা তো বুক বা সিনার উপর হাত বাঁধে, তাই বলে কি বলা উচিৎ হবে যে, আহলে হাদিসরা কাদীয়ানী? আহলে হাদিসদের আলেম আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর লেখা "খেলাফত ও মুলুকীয়াত" এর বরাত দিয়ে বলেন যে, মাওলানা মওদূদী সাহেব সাহাবাদের ভুল ধরেছেন। শ্রদ্ধেয় লেখকের উদ্দেশ্যে আহলুল হাদিসদের আলেম, তর্কবাগীস মূফতী (আঃ) রউফ এর ফতুয়া তুলে ধরছি। মুফতী সাহেব বলেছেন- সাহাবারা ভূল করেছেন। রাসূল (সাঃ) বলেন- সকল মানুষের ভূল আছে।[১২০]

নবীগণ ভুল করেছেন।[১২১] রাসুল (সাঃ) আরও বলেন, আমি ভুল করি যেমন তোমরা ভুল কর।[১২২] মদীনায় সাহাবীরা খেজুর, স্ত্রী রেণুর সাথে পুরুষ রেণুর মিলন ঘটিয়ে অধিক খেজুর ফলাতেন, এব্যাপারে রাসুল (সাঃ) এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন,

لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا " فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ - قَالَ - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ رَأْىٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

তোমরা এটা না করলেই বোধ হয় ভাল হয়, সাহাবীরা তাই করলেন। ফলে ফল কম হল। তা রাসুল (সাঃ) কে জানালে, তিনি বলেন; আমি একজন মানুষ মাত্র, অতএব তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমি যখন কোন জিনিসের আদেশ করি তখন তা তোমরা গ্রহণ করিও পালনও করিও। আর যদি আমার

---

117 মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস, পৃঃ ২৬৮, আব্বাস আলী খান।

118 ইসলামী জাগরনে তিন পথিকৃৎ, পৃঃ ১৩২, কে এম নজির আহম্মেদ।

119 আমার আব্বা আম্মা, পৃঃ ৯২, সাইয়েদা হুমায়রা মওদূদী।

120 সুনানে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজা, মিশকাত ২/২৩৪১।

121 বুখারী, মুসলিম, মেশকাত হা/৫৫৭১।

122 বুখারী, মিশকাত হা/১০১৬।

নিজের মতে কোন কাজের আদেশ করি তবে মনে রাখিও, আমি একজন মানুষ মাত্র।[১২৩] আল্লাহ প্রতি যুগেই মানুষের মধ্যে থেকেই নবী পাঠিয়ে বাস্তব আনুগত্যের আদর্শ নমুনা তুলে ধরেছেন, যারা ছিলেন সত্যিকার মানুষ। মানুষের সকল বৈশিষ্ট তাদের ছিল, তিনি মানব বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাঁর জন্ম-মৃত্যু, খাদ্য, পানীয় গ্রহণ বাজারে চলাফেরা, ক্রয়-বিক্রয়, স্বামীত্ব, পিতৃত্ব যুদ্ধ-সন্ধি ক্রোধ, অনুরাগ, আনন্দ-বিবাদ ব্যাধি ও সুস্থতা এ সবই তো মানুষের মতো অক্ষরে অক্ষরে তাঁর জীবনে পাওয়া যায়। নবীদের মানবীয় দুর্বলতা ছিল। নবুওয়াতী দিক দিয়ে নয়। এ মানবীয় দুর্বলতার কারণেই সাহু সিজদাহর প্রচলন হয়েছে। এ ভুল উম্মতের প্রয়োজনের জন্য, তা নাহলে উম্মত ভুল করলে সংশোধন করতো কিভাবে? মানবিক দিক দিয়ে তাঁর ভুল হয়েছে, এটি উম্মতের প্রয়োজনেই। তাইতো রাসুল (সাঃ) বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও তেমনি ভুল হয়। সুতরাং আমি যদি কোন কিছু ভুলে যাই তাহলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।[124] আল্লাহ তা'আলা হলেন কুদ্দুছ, সকল প্রকার ভুলভ্রান্তি ও দোষ হতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। আল্লাহর কোন ভুল নেই। অতএব সাহাবাগণকে নির্ভুল জানার অর্থই হল আল্লাহর জায়গায় স্থান দেয়া, আর এটাই শিরক।[১২৫] দেখলেন তো? আহলে হাদিসদের মুফতী কি ফতুয়া দিলেন? তাহলে মাওলানা মওদুদী (রহঃ) বললে এত আপত্তি কেন? আমাদের জানা আছে যে, জামায়াতে ইসলামী মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কে ভুলের উর্ধ্বে মনে করে না। প্রত্যেক বিষয়ে তাকে অনুসরণও করে না। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর ভুল কথা গুলো নিয়ে চর্চাও করেন না। সাহাবাদের সম্পর্কে তাদের আক্বীদাহ আহলে হাদিসদের অনুরূপ।

৬৫

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে দেওবন্দী আলেম নুরুল ইসলাম ওলপিুরীর বিষোধগারের জবাব ঃ-

মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী[১২৬] জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে বলেন, রাসূল (সাঃ) একমাত্র মাপকাঠি সাহাবাদের মাপকাঠি (জামায়াতে ইসলামীর) মানার দরকার নেই।[১২৭] উল্লেখ্য যে,

---

123 মুসলিম, অধ্যায়, ফযীলত, হা/৬০২১, ইসঃ ফাউঃ হা/৫৯১৫, মিশকাত হাদীস/১৪৭ কিতাব ও সুন্নাহকে আকরে ধরা অনুচ্ছেদ।

124 মুসলিম, অধ্যায়, মাসজিদ ও স্বলাতের স্থান, হা/১১৬১, ইসঃ ফাউঃ হা/১১৫৪,

125 আহলে হাদীসের বিরুদ্ধে বিষোদগারের তত্ত্ব রহস্য পৃঃ ৬১, মূফতী আব্দুর রউফ।

126 আল্লাহ পাক বলেন–

(اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا)

"আজ আমি তোমাদের দ্বীন তথা জীবন বিধান পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার দ্বীনের অবদান সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনয়ন করলাম"(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫:০৩)। কিন্তু দেওবন্দী আলেম মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব আল্লাহর উপরোক্ত বাণীর ভুল ধরে বলেন– "বিদায় হাজ্জের দিন যদি শারী'আতের বিধান পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে বিধান দিলেন কি করে"? (মাওয়ায়েযে ওলীপুরী- পৃষ্ঠা ৩৫৬, মাওলানা ওলীপুরী)। যারা মুসলমান তারা বিশ্বাস করে দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ ও দ্বীন সমাপ্ত। কিন্তু মাওলানা ওলীপুরী বিশ্বাস করে বহু সমস্যার সমাধান কুরআনে নেই হাদীসে নেই। বন্ধু ওলীপুরীর ভাষায় যেসব বিষয়ের কোন বিধান কুরআন হাদীসে পাওয়া যায় না (মাওয়ায়েযে ওলীপুরী- পৃষ্ঠা ৩৫৬, মাওলানা ওলীপুরী)। তাই কুরআন-হাদীসে না থাকা বিষয়ের সমাধান মুজতাহিদ ইমামগণ ইজতিহাদ করে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। অথচ আল্লাহ বলেছেন,

(وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا)

হে নাবী! তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করতে পারেনি, যার সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি" (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫:৩৩)। বর্ণিত আয়াতদ্বয়কে উপেক্ষা করে বিজ্ঞ বন্ধু ওলীপুরী বলেন, দ্বীন ও শারী'আত পরিপূর্ণ নয়। মাওলানা ওলীপুরী আল্লাহর সাথে পাল্লা দিয়ে 'যদি' শব্দ দিয়ে আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে, আল্লাহর ঘোষণা,

(اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا)

"আজ আমি তোমাদের দ্বীন তথা জীবন বিধান পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার দ্বীনের অবদান সমাপ্ত করলাম" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫:০৩)। ওলপিুরী আল্লাহর তা'আলার ভুল ধরে বলেন, "বিদায় হাজ্জের দিন যদি শারী'আতের বিধান পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে বিধান দিলেন কি করে"? (মাওয়ায়েযে ওলীপুরী- পৃষ্ঠা ৩৫৬, মাওলানা ওলীপুরী)। ওলীপুরী মুজতাহিদ হওয়ার প্রথম শর্ত হিসাবে বলেন, মুজতাহিদ হতে হলে উসূলে তাফসীর, উসূলে ফিকাহর বিষয় জানার সাথে সাথে ত্রিশ পারা কুরআনের ব্যাখ্যা, রাসূল- (সাঃ)এর রেখে যাওয়া দশ লাখ হাদীস সনদ, মতন এবং ইখতেলাফ, রিজাল শাস্ত্র কণ্ঠস্ত থাকতে হবে। এটি হলো মুজতাহিদ হওয়ার প্রথম ধাপ। পাঠক, আমরা জানি ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর যে দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীস জগতের সম্রাট ছিলেন।

তাঁর জাল-য'ঈফ এবং সহীহ হাদীস সহ প্রায় দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল। ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিসের এত সংখ্যক হাদীস মুখস্ত ছিল না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মুখস্থ কৃত দশ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর লেখা মুসনাদে মাত্র ৩০ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর দশ লক্ষ হাদীস-এর অনেক হাদীসই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস ছিল না। মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর জাল য'ঈফ এবং সহীহ সহ ছয় লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল। তা থেকে মাত্র ছয় সাত হাজার হাদীস তাঁর সহীহুল বুখারীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আর আমাদের বন্ধু ওলীপুরী সাহেব বলেছেন– মুজতাহিদের প্রথম ধাপ হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকা। তাহলে কি অর্থ দাঁড়াল? ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল না, তাই তিনি মুজতাহিদ না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের দশ লক্ষ রাসূল-এর হাদীস মুখস্থ ছিল না।

তাই তিনি মুজতাহিদ না। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর দশ লক্ষ হাদীস মুখস্ত ছিল না, তাই তিনিও মুজতাহিদ না। অজ্ঞতার কোন্ পর্যায়ে পৌঁছলে একজন মানুষ এমন গাঁজাখোরী কথা বলতে পারে? বিজ্ঞ বন্ধুকে প্রশ্ন করি তাহলে পৃথিবীতে মুজতাহিদ কে? মুজতাহিদ হতে হলে উপরোক্ত শর্ত লাগবে একথার ভিত্তি রইল কোথায়? মাওলানা ওলীপুরী সূত্র মতে– পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোন মুজতাহিদ আসেনি। তাই যারা মুজতাহিদ নন, তাদের ইজতিহাদ মানা যায় কি করে? মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী বলেন, ওহুদের ময়দানে রাসুল (সাঃ) এর দাঁত শহিদ হয়েছিল তাই নবী

মাওলানা ওলীপুরী ও দেওবন্দীদের আক্বীদা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামগণ উভয়েই সত্যের মাপকাঠি। অথচ এটা সকলেরই জানা নবী (আঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামগণের মর্যাদা কখনো সমান নয়। কারণ, নবী (আঃ) গণ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সাহাবাগণ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নন। নবীদের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তাই নবুওয়াতির দিক দিয়ে নবীগণ নির্ভুল বা ভুলের উর্ধ্বে। নবীগণ ওহীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে তাঁদের কোন ভুল নেই। তাই তাঁরা সত্যের মাপকাঠি। সাহাবাগণের উপরে ওহী নাযিল হয় নাই। তাঁরা ওহীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও নন। তাঁরা ভুলের উর্ধ্বে নন। তাই তাঁদের ভুল হয়েছে, হওয়াটাও স্বাভাবিক। এজন্য তাঁরা সত্যের মাপকাঠি নন। তবে তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতের মাপকাঠি। নবীদেরও ভুল হয়েছে তবে তা নবুওয়াতের দিক দিয়ে নয়। মানবিক দিক দিয়ে। আর এ মানবিক ভুলের কারণে সালাতে সাহু সিজদার প্রচলন হয়েছে উম্মতের জন্যই।

সাহাবাদের ভুল হয়েছে তার নমুনা দেখুনঃ জনৈক ব্যক্তি বিয়ের পরে তার শ্বাশুড়ীকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার জন্য (মিলনের পূর্বেই) স্ত্রীকে তালাক দেয়। এই বিয়ে সিদ্ধ হবে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন' এতে আর দোষ কি? একথা শোনার পর লোকটি উক্ত মহিলাকে (পূর্বের শ্বাশুড়ীকে) বিয়ে করে এবং কয়েকটি সন্তান লাভ করে। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) মদীনায় এলে তিনি উক্ত বিষয় সম্পর্কে ছাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বিয়ে সিদ্ধ না হওয়ার কথা বললেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং কুফায় ফিরে এসে ঐ ব্যক্তিকে খোঁজ করলেন। কিন্তু না পেয়ে অবশেষে তার গোত্রের নিকট গেলেন ও তাদেরকে ডেকে বললেন 'আমি যে ব্যক্তিকে তার পূর্বের শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার ফতোয়া দিয়েছিলাম ঐ বিয়ে সিদ্ধ হয়নি।[১২৮] ফকীহ আবু বকর বিন ইসহাক বলেন, ইবনে মাসউদ কুরআন ভুলে গেছেন। যে সম্পর্কে মুসলিমগণ মতভেদ করেন নি। তা হলো সুরা নাস ও সুরা ফালাক। বর্ণিত হয়েছে,

طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ

তিনি দুই হাত জোর করে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন।[১২৯] ইবনে মাসউদ (রাঃ) রুকুর সময় দুই হাঁটুর মাঝখানে হাত রাখা, যা রহিত হয়ে যাওয়ার পরও তা তিনি করতেন ভুলে যাওয়ার কারণে।[১৩০] যারা সাহাবাদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে করেন তারা ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো বিশেষ করে সুরা নাস, সুরা ফালাক কে কুরআনের অংশ হিসাবে মেনে না নেওয়াকে মেনে নিবেন কি? উলেখ্য যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সুরা নাস, সুরা ফালাক কে কুরআনের অংশ হিসেবে মানতেন না।[১৩১]

৬৯

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দেওবন্দী আলেম তাকী উসমানীর বিষোধগারের জবাব ঃ-

পাঠক! মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর সমালোচক তাকী উসমানী[১৩২], তিনি মাওলানা মওদূদীর উদ্বৃতি

প্রেমের নিদর্শন স্বরুপ ওয়ায়েস কারনী (রহঃ) নাকি তাঁর সকল দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না (বাকারা ২/১৯৫)। যদি ধরেই নেই যে, তিনি প্রেমের নিদর্শন সরূপ দাঁতগুলো ভেঙ্গেছিলেন, তাহলে বলতে হয় উহুদের ময়দানে রাসুল (সাঃ) এর তো শুধু দাঁতই ভাঙ্গে নাই, তাঁর মাথায় লুহার পেরেকও ডুকেছিল। তাতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে জমিনে পড়ে গিয়েছিলেন। হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে,

وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ

রাসুল সাঃ এর পবিত্র মুখমন্ডল যখম করা হয়, তাঁর রুবাই দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং তাঁর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে ঢুকে যায় (সহীহ মুসলীম হা/৪৫৩৪ অধ্যায়, জিহাদ ও অভিযান। সাহাবী আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাঃ ঐ পেরেক কামরে তুলতে গিয়ে তাঁর দু'টি দাঁত ভেঙ্গে যায় (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খঃ, পৃঃ ৬৩, ইসঃ ফাউঃ, হাফেজ ইবনে কাসির)। কই ওয়ায়েস (রহঃ) তো তাঁর মাথায় কোন পেরেক ডুকান নি। তাছাড়া ওয়ায়েস (রহঃ) এর মত এত বড় তাবিঈ কি করে নিজের দাঁত নিজে ভেঙ্গে কবিরাহ্ গুনায় লিপ্ত হতে পারেন? ওয়ায়েস (রহঃ) এর মত একজন শ্রেষ্ট তাবিঈর শানে এরূপ অপবাদ দেয়া কি সমচিন? অথচ রাসুল (সাঃ) বলেন,

إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ

অবশ্যই তাবিঈনগণের মধ্যে সেই ব্যাক্তি শ্রেষ্ট যে ওয়ায়েস নামে পরিচিত (সহীহ মুসলীম, অধ্যায়, সাহাবীদের মর্যাদা, হা/৬৩৮৫)। আসলে এগুলি সবই কাল্পনিক কাহীনী। তাঁর ভক্ত নামের অভক্ত ওলীপুরীরাই এ গুজামিলের ঘটনা তৈরি করেছে।

127 মাওয়ায়েযে ওলীপুরী- পৃঃ ১২৭, মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী।

128 কিতাবুল মুসান্নাফ তাহক্বীক আব্দুল খালেক আফগানী বোম্বাই ভারত, তিরমিযি, নিকাহ অধ্যায়।

129 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, মসজীদ ও স্বলাতের স্থান, হা/১০৮০,

130 মাওয়াহেবে লাতিফা ১ম খঃ, পৃঃ ২৬০।

131 সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, হা/৭৩৯, তাওহীদ প্রকাশনী, টিকা ও কুরআন তত্ত্বের খনি, শায়খ আইনুল বারী আলিয়াভী, অধ্যক্ষ্য কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা, ভারত।

132 মাওলানা তাক্বী 'উসমানী হলেন, দেওবন্দী আলেম তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের লেখক মুফতী সফী এর সন্তান। এক সময়ের পাকিস্তানের বিচারপতি। তিনি তার লেখা হৃদয় ছোঁয়া কাহিনী গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় বলেন– রেফায়ী রাসূল ﷺ পবিত্র রওজায় উপস্থিত হয়ে কবিতার কয়েকটি চরণ তার মুখ থেকে বের করলেন– যার অর্থ হলো : হে রাসূল ﷺ আমি যখন দূরে ছিলাম তখন আমি আমার আত্মাকে আপনার খিদমাতে পাঠাতাম। আমার আত্মা আমার প্রতিনিধি হয়ে মাদীনার মাটি চুমু খেত। আজ আল্লাহর অনুগ্রহে আমি স্ব শরীরে উপস্থিত। আপনি দয়া করে আপনার হস্ত মোবারাক প্রসারিত করুন, যেন আমার ঠোঁটদ্বয় তা চুম্বন করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। এরপর তাক্বী 'উসমানী বলেন– রেফায়ী এই কবিতা আবৃত্তি করার সাথে সাথে পাক রওজা হতে রাসূল ﷺ পাক হাত মোবারাক বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى)

"তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারবে না।"[১৩২] আবার রেফায়ী রাসূল ﷺ-এর কাছে আত্মাও প্রেরণ করেছেন। কেউ কি মৃত ব্যাক্তির নিকট নিজের আত্মা প্রেরণ করতে পারে? দুনিয়ার জীবন থেকে বরযখি জীবনে? আত্মা প্রেরণ করে যোগাযোগ রক্ষা করা, চুম্বন করা কি ইসলামী 'আক্বীদাহ্? কোন সাহাবী এরূপ দাবি করেছেন কি? রাসূল ﷺ যদি ক্বরব থেকে শুনতে পারতেন, জবাব দিতে পারতেন অথবা উঠে আসতে পারতেন- তাহলে ইসলাম জগতের খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কে রাসুল (সাঃ) এর কবরের পার্শে ইসলামের শত্রু লু'লু ছুরিকাঘাত করে নির্মমভাবে আহত করেন। তখন রাসুল (সাঃ) তাঁকে উদ্ধার করতে পারলেন না কেন? রাসূল ﷺ রওজা থেকে সতর্ক করলেন না কেন? আওয়াজ দিলেন না কেন? উঠে আসতে পারলেন না কেন? তিনি কি পেরে আসলেন না? না, না পেরে আসলেন না। যদি বলা হয়, পেরে আসেননি। তাহলে তো রাসূল ﷺ অন্যায় করেছেন। এ 'আক্বীদাহ্ কি রাখা যাবে? আর যদি

দিয়ে বলেন যে, মাওলানা মওদূদী বলেছেন- "মুআবিয়া (রাঃ) এর পুত্র ইয়াযিদকে মনোনয়ন দানের প্রাথমিক চিন্তা ভাবনার পিছনে কোন সৎ অনুভূতি বা উদ্দেশ্য ছিল না"। মাওলানা মওদুদী (রহঃ) এর উদ্বৃতির জবাব দিতে গিয়ে তাকী উসমানী বলেন- পরিস্কার ভাষায় আমরা তাকে বলে দিতে চাই যে, যুক্তি ও পরিণতির বিচারে মুআবিয়ার (রাঃ) এর পদক্ষেপকে ভুল ও ক্ষতিকর বলার সুযোগ থাকলেও তাঁর নিয়তের উপর হামলা করার অধিকার কোন হালাল সন্তানের নেই।[১৩৩] বিজ্ঞ পাঠক দেখলেন তো? মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কে জারজ সন্তান বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। কোন ভদ্র লেখক এরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন কি? তার পিতা মুফতি শফী (রহঃ) জীবিত অবস্থায় মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর ঐ বইটি পড়ে এরকম নিন্দনীয় ভাষা প্রয়োগ করেননি। আমরা মাওলানা মওদূদী (রহঃ) সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর সমালোচক ড. গালিবের মন্তব্যর সাথে একমত পোষণ করে বলতে চাই। মাওলানা মওদুদীর বিভিন্ন বিষয়ে বেশুমার লেখনীর অধিকারী ছিলেন। ফলে অনেক কিছু ভুল হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। মাওলানা মওদুদী নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন এবং তাফসীর তাফহীমুল কুরআন এর প্রথম সংস্করণের অনেক বিষয় তিনি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করেছেন।[১৩৪] কিন্তু তাকী উসমানী আলোচনা করতে গিয়ে একে বারে মাওলানা মওদুদী (রহঃ) এর গর্ভধারিনী সতী 'মা' এর উপর অপবাদ দিয়ে ফেললেন। এর জবাবে আমরা রাসুল (সাঃ) এর ঐ হাদিসটি স্মরণ করে দিতে চাই। রাসুল (সাঃ) বলেন,

"يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ "

যে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তাহলে সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তাহলে সে তার মাকে গালি দেয়।[১৩৫] প্রিয় পাঠক, এবার দেখুন রাসূল (সাঃ) এর ভাষায় উক্ত অপবাদ কার উপর বর্তায়? হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ " وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ

শেষ পর্যায়ে তিনি মাসজিদে নববী নির্মাণ আলোচনায় আসলেন। তিনি বললেন, আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর আম্মার (রাঃ) দুটো দুটো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। রাসুল (সাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেনঃ আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে আহবান করবে জান্নাতের দিকে আর তারা আহবান করবে জাহান্নামের দিকে। হাদিসটি সহীহ বুখারীতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটির মান মুতাওয়াতির।[১৩৬] হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেন, আলী (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ মুআবিয়া (রাঃ) ও তাঁর তাঁর সঙ্গীগণের চাইতে ন্যায়ের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। মুআবিয়া (রাঃ) এর দল ছিল বিদ্রোহী।[১৩৭]

উল্লেখ্য যে, আমরা এ পর্যন্ত যত সমালোচক এর লেখা পড়েছি। কেউ এ সত্য টুকু প্রকাশ করে নাই যে, খোলাফায়ে রাশেদা তো কোন ছেলেকে মনোনয়ন দেন নাই। হাসান (রাঃ) ফেৎনার ভয়ে খিলাফাতের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকেন এ চুক্তিতে যে, সাহাবী আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) এর পর হাসান (রাঃ) খলিফা হবেন। অথচ চুক্তি মোতাবেক হাসান (রাঃ) এর মৃত্যুতে হুসাইন (রাঃ) এর নাম মুআবিয়া (রাঃ) প্রস্তাব করেননি। তিনি প্রস্তাব করে দেখতে পারতেন ইসলামি জগতের অবস্থা কি? কিন্তু তিনি তা না করে পুত্র ইয়াজিদকে মনোয়ন দিয়ে গেলেন। ফলে নবীর পরিবার শহীদ হলো, শহীদ হলো হুসাইন (রাঃ) সহ কোলের শিশু আলী আজগর। ইয়াজিদ রাসূল (সাঃ) এর দৌহিত্র ও ফাতিমা (রাঃ) এর কলিজার টুকরা,

(اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ)

জান্নাতী যুবকদের সরদার[১৩৮] ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর নিরাপত্তা ও প্রাণ রক্ষার কোনো উদ্যোগ নেননি। এমনকি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তেমনিভাবে আমির মুআবিয়া (রাঃ) উসমান (রাঃ) এর হত্যার প্রতিশোধ এর অজুহাত খাড়া না করে নাজুক পরিস্থিতিতে আলী (রাঃ) এর সাথে একাত্বতা করে উসমান (রাঃ) এর হত্যার বিচার করার সহজ বিষয়কে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করে আরো জটিল করে তুলেন। কি অন্যায় করেছিলেন আলী (রাঃ)? যার জন্য তাঁর খেলাফতের স্বীকৃতি দিলেন না মুআবিয়া (রাঃ)।

فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ "فَدَنَوْتُ مِنْهُ---- ------ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ --- قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

আব্দুর রহমান ইবনে আবদে রব্বিল কা'ব (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে শাসক বলে দাবী করে প্রথম ইমামের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তোমরা এই শেষোক্ত দাবীদারকে হত্যা কর,-- --- আমি বললাম, আপনার চাচাতো ভাই মুআবিয়া (রাঃ)! তিনি যে আমাদেরকে অন্যায়ভাবে একে অপরের ধন সম্পদ আত্নসাৎ করার এবং পরস্পরকে হত্যা করার নির্দেশ দিচ্ছেন? অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল মাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।[১৩৯] রাবী বলেন, আমার কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে

বলেন– না পেরে আসেননি তাহলে ওলীপুরী ও তাক্বী 'উসমানী এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা প্রচার করেন কেন? এসব মিথ্যা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছেন কেন?

133 ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া (রাঃ), পৃঃ ১০৬, তাকী উসমানী।

134 মাসিক আততাহরীক, সেপ্টম্বর ২০০৩।

135 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আচার ব্যবহার, হা/ ৫৯৭৩, ইসঃ ফাউঃ হা/৫৪৩৫।

136 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, স্বলাত, অনুচ্ছেদ, মাসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা, হা/৪৪৭, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৩৪।

137 হাফেজ ইবনে কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃঃ ৩২২, ৬ষ্ঠ খঃ, ইসঃ ফাউঃ

138 সুনানে তিরমিযী, অধ্যায় রাসুল সাঃ ও সাহাবীদের মর্যাদা।

139 সুরাহ আন নিসা ৪/২৯।

আমর (রাঃ) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, অতঃপর বললেন, আল্লাহর আনুগত্য সূলক কাজে তার (মুআবিয়া রাঃ) আনুগত্য কর এবং আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে তাঁর অবাধ্যচারণ কর।[১৪০] উল্লেখ্য যে, আমীর মুআবিয়া (রাঃ) এর তুলনায় আলী (রাঃ) ছিলেন প্রথম খলিফা। তাঁর বর্তমানে আমীর মুআবিয়া (রাঃ) কোন ক্রমেই খিলাফতের দাবী তুলতে পারেন না। এটি ছিল আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে আমীর মুআবিয়া (রাঃ) এর অন্যায় পদক্ষেপ। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাঁর লেখা 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' বইয়ে লিখেন যে, মুআবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে আরো একটি নিকৃষ্টতম বিদআদ চালু হয়। তিনি নিজে এবং তাঁর নির্দেশে তাঁর গভর্ণররা মিম্বারে দাঁড়িয়ে খোতবায় আলী (রাঃ) এর উপর প্রকাশ্যে গাল মন্দ শুরু করেন।[১৪১] তার জবাব দিতে গিয়ে মাওলানা তাকী উসমানী বলেন, মাওলানা মওদূদী সাহেব অসত্য বলেছেন, এমনটি কল্পনা করাও কষ্টকর, তাই আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অন্যান্য উৎস গ্রন্থও চষে ফেললাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মাওলানাকে অসত্য ভাষণের লজ্জা থেকে বাচাঁনোর কোন উপায় আমাদের নাগালে আসেনি। মাওলানা তাকী উসমানী নাকি এসব ঘটনার কোন উৎস খুঁজে পান নাই, এতে নাকি তিনি লজ্জায় অনুশোচনায় বার বার থমকে যাচ্ছিল।[১৪২] পাঠক, আসুন আমরা দেখে নেই আলী (রাঃ) কে গালী দেয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা আছে কি না। মুআবিয়া (রাঃ) ক্ষমতা লাভের পর, আলী (রাঃ) সম্পর্কে মুআবিয়া (রাঃ) এর ধারণা কিরুপ ছিল, তা নিম্নের সহীহ হাদিসটি পড়লেই যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاَثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَنْ أَسُبَّهُ

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) ইবনে সাদ (রাঃ)কে আমির বানালেন এবং বললেন, আপনি আলী (রাঃ)কে কেন মন্দ বলেন না? সাদ (রাঃ) বললেন, রাসুল (সাঃ) তাঁর আলী (রাঃ) সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছেন, তা মনে করে আমি কখনো তাঁকে মন্দ বলবো না।[১৪৩] এ হল তাকী উসমানীর গ্রন্থ চষে ফেলার দৌড়। তাই বলতেই হয়, ইয়াজিদের কি ক্ষতি করেছিলেন ইমাম হোসাইন (রাঃ)? যার জন্য তাঁকে শহীদ হতে হলো? মদীনা বাসিন্দা সাহাবা (রাঃ) গণ ও সাধারন মানুষ ইয়াজিদের কি ক্ষতি করেছিলেন যার কারণে ৬৩ হিজরীতে ইয়াজিদ বাহিনীর দ্বারা শহীদ হতে হলো মদীনা বাসিদের। যে হাসান ও হুসাইন (রাঃ) সর্ম্পকে রাসুল (সাঃ) বলেন,

غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

রাসুল (সাঃ) এর গায়ে ছিলো কালো চুন দ্বারা খচিত একটি চাদর। হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এলেন, তিনি তাঁকে চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) এলেন, তাঁকে চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। এরপর ফাতিমা (রাঃ) এলেন, তাঁকেও চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর আলী (রাঃ) এলেন, তাঁকেও চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। পরে বললেন, হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।[১৪৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى

বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্যে তোমাদের কাছে কেবল আত্নীয়তা জনিত সৌহার্দ চাই।[১৪৫] হুসাইন (রাঃ) যখন কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন তখন রাসুল (সাঃ) এর বড় বড় সাহাবী (রাঃ) গণ তাকে কুফা যেতে নিষেধ করেন। এমতাবস্থায় হুসাইন (রাঃ) বলেছিলেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যার মধ্যে রাসুল (সাঃ) ছিলেন, এবং আমাকে একটা কাজের আদেশ দেয়া হয়েছে তা পূর্ণ করতে আমি যাচ্ছি। তার ফলাফল আমার পক্ষের হোক বা বিপক্ষে। তখন তারা তাকে বলল, সেই স্বপ্ন কি ছিলো? তিনি বললেনঃ আমি তা কাউকে বলিনি, এবং আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (মৃত্যুর) আমি তা কাউকে বলব না।[১৪৬] উপরোক্ত দলিল থাকার পরও সমালোচক ব্যক্তিবর্গরা কি বলবেন ইমাম হুসাইন (রাঃ) কি রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন? এ বিষয়গুলো এড়িয়ে গিয়ে মাওলানা মাওদূদী (রহঃ) এর দুর্বল পয়েন্ট গুলোর স্পর্শ করা হলো কেন?

তাঁর পয়েন্ট গুলো বিকৃতি করা হল কেন? আমাদের সমালোচক বন্ধু মাওলানা ওলীপুরী সাহেব মাওলানা মাওদুদী (রহঃ) ও জামায়াতে ইসলামীর নিন্দা করে বলেন, আরেক প্রকার দালাল জামায়াতে ইসলামী সারাক্ষণ সাহাবাদের সমালোচনায় লিপ্ত।[১৪৭] ওলীপুরীর উপরোক্ত অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন। জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা কোথাও সাহাবাদের সমালোচনা করেছেন তার প্রমাণ নেই। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর লেখা "খেলাফত ও রাজতন্ত্র" গ্রন্থে মুসলিম ঐতিহাসিকদের হাওলা দিয়ে সাহাবা (রাঃ)গণের কিছু কাজের পর্যালোচনা করেছেন। এ পর্যলোচনায় মাওলানা মওদূদীর ভুল হতে পারে কেননা তিনিও একজন মানুষ। সে জন্যেই জামায়াতে ইসলামী মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কে ভুলের উর্ধ্বে মনে করেন না। তার ভুল বিষয় গুলি নিয়ে চর্চাও করেন না। মনে রাখা ভাল যে, নামধারী কতিপয় আলেম অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ ও অভিযোগ আনার সময় তাদের হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত থাকে না। তাই যারা অযথা অন্যের সমালোচনায় লেগে থাকেন তাদের গভীর চিন্তা চেতনা ও প্রজ্ঞা আছে বলে আমরা মনে করি না।

৭৬

অভিযোগ ঃ-৮ শায়েখ মাদানীর মন্তব্য, ইসলামী ব্যাংক হয়েছে, কিছু দিন পর ইসলামী মদ, ইসলামী পতিতালয় হবে ঃ-

---

[140] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, ইমারাহ, হা/ ৪৬৭০, ইসঃ ফাউঃ ৪৬২৪।

[141] খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃঃ ১৪৯, মূল মাওলানা মওদূদী, অনু, গোলাম সুবহান সিদ্দিকী।

[142] ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া (রাঃ) পৃঃ ৪৫, মূল তাকী উসমানী, অনু, মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ।

[143] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, সাহাবীদের মর্যাদা, হা/৬১১৪, ইসঃ ফাঃ, হা/৬০০২।

[144] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, সাহাবীদের মর্যাদা, হা/৬১৫৫, ইসঃ ফাউঃ হা/৬০৪৩, সুরাহ আহযাব ৩৩/৩৩।

[145] সুরাহ শুরা ৪২/২৩।

[146] ত্বাবারী ৪র্থ খঃ, পৃঃ ৩৮৮ বরাতে হুসাইন (রাঃ) এর মূল হত্যাকারী কে, পৃঃ ৩৭।

[147] মাওয়ায়েজে ওলীপুরী পৃঃ ১২৬।

জবাব ঃ- এমন কুরুচিপূর্ণ, বিকৃত-ধিকৃত বক্তব্য কোন ভদ্র আলেম করতে পারেন না। ইসলাম নামটি কি পতিতালয়ের সাথে যোগ করা যেতে পারে? এটি মাদানীর কুফরি উক্তি। কেননা ইসলামকে নিয়ে তামাসা করা যায় না। ঈমান ভঙ্গের কারনের মধ্যে একটি কারণ হল ইসলাম ও ইসলামের কোন বিষয়কে নিয়ে তামাসা করা। আল কুরআনের ঘোষণা,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ

আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আলাহ্‌র সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?[১৪৮] ইসলামী ব্যাংক যদি পতিতা হয়, তাহলে অন্যান্য ব্যাংক গুলো কি? তা তিনি বললেন না কেন? বললে বিজাতীয় ভাবধারী সরকার অখুশি হবে তাই না? আহলে হাদিসদের কোটিপতিরা টাকা রাখেন কোথায়? মাদানী ভাইয়েরা বলবেন কি? তাছাড়া বাংলাদেশের বৃহত্তম ইসলামী ব্যাংক যদি সুদী ব্যাংক হয় তবে প্রকৃত ইসলামী ব্যাংক কোনটি এবং সেটির ভিত্তি কি তা তিনি বলেননি। অথচ আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) উম্মতদেরকে সতর্ক করেছেন। এই সুদের ভয়াবহতা হতে আমাদের রক্ষা পাওয়ার উপায় তিনি বলে দিতে পারেন নি। ইসলামী ব্যাংক নিয়ে আলেমদের মতভেদ থাকতে পারে। সে জন্য ইসলামী ব্যাংক শরীয়া বোর্ডে যোগাযোগ করে বক্তব্য বা লিখনীর মাধ্যমে তা সংশোধন করা যেতে পারে। আর তা না করে শায়েখ মাদানী ইসলামী ব্যাংককে পতিতালয়ের সাথে তুলনা করলেন। এই যদি হয় শায়েখ মাদানীর ইসলাম প্রচারের নমুনা তাহলে সত্যি তা বেদনার বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ (উত্তম) যুক্ত পন্থায়।[১৪৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى

অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।[১৫০] রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا

তোমরা নম্র ব্যবহার করো এবং কঠিন ব্যবহার করো না। আর মানুষকে শান্তি দাও এবং মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।[১৫১] এ হল শায়েখ মাদানীর ইসলাম প্রচারের নমুনা। পাঠক শুনলে আশ্চান্মিত হবেন যে, মাদানী সহ অধিকাংশ আহলুল হাদিস আলেমদের আক্বীদাহ হল, সরকার যদি মুসলিম নামধারী কবর পুঁজারি, পীর পুঁজারি, শহীদ মিনারের নামে অবয়ব বিহীন মূর্তি পুঁজারি ও মূর্তি তৈয়ারকারী, অগ্নী উপাসনা কারী, তিলক পড়া কারী, বিজাতীয় ভাবী সরকারও হয় তবুও তাকে হঠানো যাবে না।

সরকার হঠানো খারিজীদের কাজ। কেননা উসমান (রাঃ)কে খারিজীরা হঠাতে চেয়েছিল বা হঠিয়েছে। আর তাই জামায়াতে ইসলামীরা খারিজী আর মূর্তি পুঁজারি ও মূর্তি তৈয়ারকারী সরকার সাহাবী উসমান (রাঃ) সমতুল্য। যারা একামতে দ্বীনের কাজ করতে যেয়ে কোন ফরজ সুন্নত ত্যাগ করে না তাদের উদাহরণ খারিজীদের সাথে আর যারা মূর্তি গড়ে, ইসলাম বিরোধি আইন রচনা করে তাদের উদাহরন উসমান (রাঃ) সাথে। এক জন মানুষ কতটা সরকারের অন্ধ ভক্ত হলে এসব উদাহারণ দিতে পারে? আর এ অন্ধ ভক্তর দরুন তারা বলে সুদ খোর, মদ খোর, চোর, নাস্তিক, অসত লোককে হঠিয়ে সৎ লোককে ক্ষমতায় বসানোও হারাম। যাদের মুখে এত অশ্লীলতা তাদের হৃদয়ে নাজানি কি? আল্লাহ আ'লাম।

৭৭

অভিযোগ ঃ-৯ রাসূল (সাঃ) থেকে ১৪ শত বৎসর পর্যন্ত কেউ আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করেন নাই ঃ-

জবাব ঃ- মাদানী সাহেবের উক্ত বক্তব্যটি হাস্যকর ও বিভ্রান্তকর, তার এ বক্তব্যে শুনে আমি হাস্‌ব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আব্রাহাম লিংকনের জন্ম ১৮০৯ সালে। ইসলামী খিলাফতের যুগ শুরু হয় রাসুল (সাঃ) এর ইন্তিকাল ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আবু বকর (রাঃ) (মৃত্যু ৬৩৪ খ্রীঃ) এর আমলে। উমর (রাঃ) (মৃত্যু ৬৪৪ খ্রীঃ) উসমান (রাঃ) (মৃত্যু ৬৫৬ খ্রীঃ) আলী (রাঃ) (মৃত্যু ৬৬১ খ্রীঃ) এভাবে উমাইয়া যুগ, আব্বাসিয়া যুগ, উসমানিয়া যুগে খিলাফত শেষ হয় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে খলিফা আব্দুল হামিদ, বা আব্দুল রশিদ এর সময়কালে। আব্দুল হামিদ থেকে আব্দুল মাজিদ পর্যন্ত খলিফাগণ ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, আর আব্রাহাম লিংকনের জন্ম ১৮০৯ সালে, রাসুল (সাঃ) এর ইন্তিকালের ১১৭৭ বৎসর পর, খিলাফতের শেষ যুগের ২০ বৎসর পরে যার জন্ম হল তার উদাহারণ খিলাফতের সাথে কি করে দেয়া যেতে পারে ? এখন কেউ যদি বলে ১৪ শত বৎসরের মধ্যে কেউ বিমানে চড়েন নাই। অথবা কেউ যদি বলে ১৪ শত বৎসরের মধ্যে কেউ টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার করেন নাই।

এখন বিমানে চড়েন কেন ? টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার করেন কেন ? এসব কথা কি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে পারে ? কেননা বিমান, টিভি ১৪ শত বৎসরের মধ্যে ছিল না। অর্থাৎ রাসুল (সাঃ), সাহাবা (রাঃ)গণ ও অন্যান্য খলিফাদের আমলে টিভি ও বিমান ইত্যাদি ছিল না। তাহলে মাদানী সাহেব এসব অবান্তর বা গোঁজামিলের কথা বললেন কিভাবে ? কোথায় রাসুল (সাঃ) এর যুগ, সাহাবা (রাঃ)গণ ও অন্যান্য খলিফাদের যুগ, আর কোথায় আব্রাহাম লিংকনের যুগ। কিসের মধ্যে কি, পান্তা ভাতে ঘি। মাদানীর কথাটি যুক্তির সাথে না মিললেও হাবু কবির চরণের সাথে খুব সুন্দর ভাবেই মিলেছে। বোকা কবি বলেছিল,

আকাশের দিকে মারলাম ছুরি, লাগল কলা গাছে,
নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, চোখ গেল ভাই কই।

মজার ব্যপার হল, জামায়াতে ইসলামী তাদের দলীয় নেতৃত্বের নির্বাচন আব্রাহাম লিংকনের পদ্ধতিতে করেন না। নির্বাচন করেন ইসলামী পদ্ধতিতে। তারা আব্রাহাম লিংকনের দ্বীন কায়েম করার জন্য

---

148 সুরা তওবা ৯/৬৫

149 সুরাহ আন নহল ১৬/১২৫।

150 সুরাহ তোহা ২০/৪৪।

151 সহীহুল বুখারী: হাদীস : ৬১২৫, অধ্যায়: আচার ব্যবহার।

নির্বাচন করেন না। নির্বাচন করেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহ দ্বীনকে কায়েম করার জন্য। এ কথাটি মাদানী সাহেব না জানলেও বাংলাদেশের হিন্দুরাও জানে। যেমন মাদানী সাহেব ইহুদী নাসারাদের বিমান ও টিভি ব্যবহার করেন ইহুদী নাসারাদের দ্বীন প্রচারের জন্য নয় বরং আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য। গণতন্ত্রের উদাহরণও তাই।

অভিযোগ ঃ- ১০ মতিউর রহমান মাদানীর উক্তি ইসলামের চার খলিফা (রাঃ) মাযহাবের চার ইমাম (রহঃ) হাদিসের ইমাম (রহঃ)গণ ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয়া যুগ, উসমানীয়া যুগ, মুগল যুগ পর্যন্ত কেউ দ্বীন কায়েমের নামে ক্ষমতা দখল করেন নাই ঃ

জবাবঃ- মতিউর রহমান মাদানী সাহেবের অভিযোগ, ইসলামের চার খলিফা আবু বকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ), ইমাম আহম্মদ (রহঃ), ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয়া যুগ, উসমানীয়া যুগ, মুগল যুগ পর্যন্ত কেউ দ্বীন কায়েমের নামে ক্ষমতা দখল করেন নাই। আমরা জানি ইসলামী খিলাফতের যুগ শুরু হয় ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আবু বকর (রাঃ) (মৃত্যু ৬৩৪ খ্রীঃ) এর আমলে। উমর (রাঃ) (মৃত্যু ৬৪৪ খ্রীঃ) উসমান (রাঃ) (মৃত্যু ৬৫৬ খ্রীঃ, আলী (রাঃ) (মৃত্যু ৬৬১ খ্রীঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) (জন্ম ৬৯৯ খ্রীঃ) এর আমলে উমাইয়া শাসন পতনের পর আব্বাসীয় শাসকগণ উমাইয়া বংশীয়দেরকে অকাতরে হত্যা করে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ঐ হত্যা যজ্ঞের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)কে পক্ষে আনার জন্য আব্বাসীয় খলিফা মানসুর (জন্ম ৭১৩ খ্রীঃ) তাঁকে প্রধান কাজীর পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। ইমাম সাহেব তা অস্বীকৃতি জানান। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদকে সমর্থন করে আব্বাসীয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। সরকারের হত্যা যজ্ঞের পক্ষ নিয়ে কাজীর পদ গ্রহণ না করা ও ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদকে সমর্থন করে সংগ্রাম করার কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।

কিন্তু তখন খলিফা মানসুর ইসলামী আইন দিয়ে দেশ শাসন করেছেন বিধায় ইমাম আব হানিফা (রহঃ) তার বিরুদ্ধে দ্বীন কায়েমের জন্য আন্দোলন করেন নাই। ইমাম মালিক (রহঃ) (জন্ম ৭১১ খ্রীঃ) খলিফা মানসুর (জন্ম ৭১৩ খ্রীঃ) এর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। খলিফা নিজে ইমাম মালেক (রহঃ) কে হাদিসের গ্রন্থ রচনার পরার্মশ দিয়েছিলেন। আর তখন দ্বীন কায়েম ছিল। তাই তিনি খলিফার বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম করেন নাই। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) (জন্ম ৭৬৭ খ্রীঃ) খলিফা হারুনুর রশিদ (জন্ম ৭৬৫ খ্রীঃ) এর আমলে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে আন্দোলন করেন, ধৃত হয়ে বাগদাদে নীত হন। পরে খলিফা তাঁকে মুক্তি দেন। তখনও ইসলামী বিধিবিধানের মাধ্যমে খলিফা দেশ শাসন করতেন। ফলে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) খলিফার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন নাই। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) (জন্ম ৭৮১ খ্রীঃ) এর আমলে খলিফা মানুনুর রশিদ (জন্ম ৭৮৬ খ্রীঃ) ছিল শিয়া দ্বারা প্রভাবিত, খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ (জন্ম ৭৯৬ খ্রীঃ) উভয় খলিফা খালকে কুরআনের আক্বীদাহ পোষণ করত। যা ছিল কুফরী বিশ্বাস, অন্যথায় তারা ছিল জালেম, তা সত্ত্বেও তারা ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলতেন, এবং ইসলামী শাসন ব্যাবস্থাকে বাদ দিয়ে বিজাতীয় আইন রচনা করেন নাই, বরং ইসলামী আইন দিয়েই দেশ শাসন করেছেন। ফলে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) খলিফার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করেন নাই। উপরোক্ত খলিফাগণও কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে দেশ শাসন করতেন। তাই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম মালিক (রহঃ) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাদেরকে অপসারন করার চিন্তা করেন নাই। খলিফা মানুনুর রশিদ ও খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ শুধু একটি কুফরী আক্বীদাহ পোষণ করার কারণে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) খলিফাদের বিরুদ্ধাচণ করেন, ফলে ইমামকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়। আর বর্তমানে আমাদের দেশের সরকারের হাজারও কুফরী আক্বীদাহ বিদ্যমান থাকার পরও আহলুল হাদিস আলেমরা তাদের বিরুদ্ধচারণ করবে তো দুরের কথা উল্টো তারা পাক্কা মুসলীম বলে প্রচার চালায়।

তাই এদের মুখে উপরোক্ত ইমামদের উদাহারণ কিভাবে শুভা পায়? ইমাম বুখারী (রহঃ) (জন্ম ৮১০ খ্রীঃ) এর আমলে খলিফা ওয়াছিক বিল্লাহ (জন্ম ৮১২ খ্রীঃ) তিনি মুতাযিলাদের প্রতি ঝুঁকা ছিল। ইমাম মুসলিম (রহঃ) (জন্ম ৮১৭ খ্রীঃ) এর আমলে খলিফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (জন্ম ৮২২ খ্রীঃ) ছিল একজন পাক্কা সুন্নি মুসলিম। উপরোক্ত খলিফাদের মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকলেও কুরআন বিরোধি কোন আইন রচনা করেন নি। তাই ইমামদ্বয় এর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় নাই। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁদেরকে দিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা বাতুলতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) (মৃত্যু ১২৬৩ খ্রীঃ) এর আমলে আব্বাসীয়া খলিফা আবু আহমদ আব্দুল্লাহ আল মুতাসেম বিল্লাহ (মৃত্যু ১২৫৮ খ্রীঃ) হালাখু খাঁন এর বাহিনীর হাতে নিহত হন। সেকালের অবস্থা ও প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। এক দিকে তাতারী আক্রমন অন্য দিকে বিজাতীয় দর্শন, সুফী দর্শন ও শিরক বিদআতের জয়জয়কার। তাতারী দমন ও ঐসব দর্শন ঠেকাতে ইমাম মহোদয়কে জেলে প্রান দিতে হয়। কিন্তু মাদানীরা এখন কি করছেন? গোটা বিশ্বে ইহুদী খ্রীষ্টান ও হিন্দুরা তান্ডব চালিয়ে মুসলিমদেরকে র্নিবিচারে হত্যা করছে। আফগান ফিলিস্তিন দখল করে নিচ্ছে তখন শায়েখ ও মাদানীরা বিজাতীয়দের সাথে ঐক্য হয়ে মুসলীম দেশ সিরিয়াতে হামলা করছে। অতএব এসব আহলুল হাদিসদের মাদানী, শায়েখদের মুখে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর গল্প কি করে শোভা পায়? আমরা জানি খলিফা আল মুতাওয়াক্কেল থেকে উসমানী খলিফা আব্দুল হামিদ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্র প্রধানগণ ইসলামী আইন দিয়ে দেশ শাসন করেছেন বিধায় মহামতি ইমামগণ সরকার অপসারণের চিন্তা করেন নাই।

পরর্বতী খলিফাগণ ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, এর পর ১৯২৪ সালে কামাল পাশা তুরস্কের খিলাফত উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষবাদ চালু করে। এদিকে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ভারতে মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। এবার সুলতান মাহমুদ (মৃত্যু ১০৩০ খ্রীঃ) মুহাম্ম ঘোরি (জন্ম ১১৩৯ খ্রীঃ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক (মৃত্যু ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ) সম্রাট বাবর (জন্ম ১৪৮৩ খ্রীঃ) বাবরের মা ছিল চেঙ্গিস খানের বংশধর, বাবরের ছেলে হুমায়ুন (জন্ম ১৫০৮ খ্রীঃ) তার ছেলে আকবর (জন্ম ১৫৪২ খ্রীঃ) যিনি দ্বীনি ইলাহি নামে একটি কুফরী নতুন ধর্ম চালু

করেছিলেন, তা উৎখাত করতে মুজাদ্দেদে আল ফেসানীকে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। আকবরের ছেলে জাহাঙ্গির (জন্ম ১৫৬৯ খ্রীঃ) তার স্ত্রী নুর জাহান ছিল শিয়া, নুর জাহানের পুত্র সাহজাহান (জন্ম ১৫৯২ খ্রীঃ) এর সাথে তার ভাই এর মেয়ে শিয়া মতালম্বী মমতাজ বেগমকে বিয়ে দেন। আর তারই সন্তানের নাম আলমঙ্গীর (জন্ম ১৬১৮ খ্রীঃ)। মুগল সম্রাটের সকলই ছিল শিয়া ও সুফী দ্বারা প্রভাবিত হানাফি মাযহাবের অনুসারী। তা সত্ত্বেও তারা ব্যক্তি জীবনে ইসলামী বিধিবিধানের প্রতি যত্নশীল ছিলেন।

সম্রাটদের রাজ দরবারে সুফী ও শিয়া মতালম্বী আলেমদের আনাগুনা ছিল। তারা সম্রাটদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছিল। তাছাড়া ভারত উপমহাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য জাতি বেশী ছিল, তারা রাজ দরবারে বিভিন্ন পদে চাকরীও করত। ফলে এমন একটি জুগাখিচুরি পরিবেশে বিদআতি আলেমদের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের কল্পনা কি করে করা যেতে পারে? যতটুকু জানা যায় তারা বৃটিশের আইন বা তাগুতী আইন দিয়ে দেশ শাসন করতেন না। যদিও তাদের মনগড়া কিছু আইন চালিয়ে দিয়েছিল। তাই ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া (রহঃ) (হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ব্যতীত) থেকে আরাম্ভ করে উসমানী খেলাফত এবং মুগলদের শাসন পর্যন্ত (সম্রাট আকবর ব্যতীত) অধিকাংশ শাসক ছিল আল্লাহ ভীরু তারা পরিপূর্ণ ভাবে কুরআনের পদ্ধতিতে দেশ শাসন না করতে পারলেও কোন বিজাতীয় আইন দিয়ে দেশ শাসন করেন নাই। বরং তারা কুরআনিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে গেছেন। ফলে সেখানে দ্বীন কায়েমের প্রয়োজন ছিল না। এ বিষয়টি মুজাফ্ফর ও মাদানীর মগজে ঢুকে নাই। পরবর্তীতে ভারত উপমহাদেশে বৃটিশরা দেশ শাসন করেছে প্রায় দুই শত বৎসর। আর তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশে শতকরা ৯০% মুসলিম থাকার পরও কুরআনের আইনের পরির্বতে ব্রিটিশদের আইন দিয়ে দেশ শাসন করছে আমাদের সরকার। যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে ছিল আহলুল হাদিসদের বীর সৈনিক মুহাম্মদ বিন ওয়াহাব (রহঃ) (জন্ম ১৭০৩ খ্রীঃ) শহীদ তিতুমীর (রহঃ) (জন্ম ১৭৮২ খ্রীঃ) সহ হাজার হাজার আলেম মরদে মুজাহিদ যুদ্ধ করে শহীদ হন। আর সেই ব্রিটিশদের পক্ষে আহলুল হাদিস শায়েখদের শাফাই। কাজেই যে দেশে কুরআনের আইনের লেশ মাত্র নেই, সেই সব সরকারের উদাহরন মাযহাবের চার ইমাম, সিয়াসিত্তাহর ইমাম ও খলিফাগণের সাথে কিভাবে দেয়া যেতে পারে? ইমামদের যখন জন্ম তখন ইসলামী খেলাফত দিয়েই দেশ শাসন করতো খলিফাগণ।

কিন্তু মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর জন্ম তখন প্রেক্ষাপট ছিল একেবারেই ভিন্ন। ইমাম মওদূদী (রহঃ) জন্ম যেহেতু ব্রিটিশ শাসনের সময় তাই তিনি এইসব বিজাতী আইনের বিরুদ্ধে লিখেছেন, বর্তমান মহামতি ইমামগণ থাকলে এসব বিজাতীয় সরকার ও মুখোশধারী শায়েখদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু ইমামগণ নন খোদ তৎকালীন খলিফাগণও যদি এখন থাকত তবে এসব বিজাতীয় সরকার ও তাদের চেলা চামুন্ডা শায়েখদেরকে উৎখাত করে ছাড়তেন। **কেননা এরা সহীহ আক্বীদার আড়ালে বিজাতীয় সরকারের মন্ত্র জপ করে।**

৮৩

মতিউর রহমান মাদানীর আক্বীদাহ সৎ কাজ করলেই এমনিতেই খিলাফত কায়েম হয়ে যাবে ঃ-

জবাব ঃ- মতিউর রহমান মাদানী ও আহলুল হাদিস শায়েখদের দৃষ্টিতে দ্বীন কায়েম করার জন্য কোন ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দরকার নেই। ঈমান এনে সৎকর্ম করলেই এমনিতেই খিলাফত কায়েম হয়ে যাবে। তিনি নিম্নের আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন।[১৫২] অথচ এটা সকলেরই জানা আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ সে জাতি নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[১৫৩] আয়াতের দাবী অনুযায়ী রাসুল সাঃ তার নিজের অবস্থান পরিবর্তন বা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য সারাটি জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ،

আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই ও মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়।[১৫৪] রাষ্ট্রই যদি না থাকে, তাহলে যুদ্ধ করবে কিভাবে? আবার কালেমা পড়োয়াদের সাথে আবু বকর (রাঃ) যুদ্ধ করলেন কিভাবে? অথচ তারা কালেমা সালাত কিছুই অস্বীকার করেনি। শুধু যাকাত অস্বীকার করেছিল। কিন্তু বর্তমানে ইসলামের বিধানগুলি অস্বীকার করে শিরকী প্রথা চালু রেখেছে মুসলীম নামধারী নেতৃবৃন্দ। খলিফা আবু বকর (রাঃ) এর মত ব্যক্তি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি সালাত সিয়ামের মত সৎকর্ম করে ঘরে বসে থাকলেন না কেন? কারণ সৎকর্ম করলে তো এমনিতেই খিলাফত পেয়ে যাবে। তাহলে খলিফা আবু বকর (রাঃ) এ সহজ পদ্ধতি অবলম্বন না করে ভুল করেছেন কি? না আহলুল হাদিসের শায়েখরা খলিফা আবু বকর (রাঃ) এর চেয়ে বেশী বোঝদার।

৮৪

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আহলুল হাদিস আলেমদের বিষোধগার ঃ-

বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন, শায়েখ মাদানীর মতই ভারতের আহলুল হাদিস এর স্বনামধন্য আলেম আবুল কাসেম মুর্শিদাবাদী তার স্বরচিত "আহলুল হাদিস বনাম অন্য জামায়াত" নামক পুস্তকে জামায়াতে

---

152 সুরাহ আন নূর ৫৫।

153 সুরাহ রা'দ ১১

154 বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হা/২৫।

ইসলামী ও মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনেছেন। কোন কোন অভিযোগ ভিত্তিহীন। এ যাবত জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে বিপক্ষে অনেক গ্রন্থই আমরা অধ্যায়ন করেছি। সে অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের এই ধারণা ছিল যে, জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করার ব্যপারে ভ্রান্ত সুফীরাই অগ্রগামী। কিন্তু এখন দেখছি সহীহ্ আক্বীদার দল আহলুল হাদিসগণ জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনায় বেশী পটু। গঠন মূলক সমালোচনার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু সমালোচনা করতে গিয়ে যেন অসংলগ্ন কথা, মিথ্যা অপবাদ দেয়ার মত মারাত্মক দোষ পরিলক্ষিত না হয়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের সমালোচক ব্যক্তিবর্গ সমালোচনা করতে গিয়ে লিখার ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। তাদের মধ্যে সুনাম ধন্য আলেম আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী, আক্বীদা বিশুদ্ধ কারী দাঈ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী, হানাফী জগতের স্বনাম ধন্য আলেম তাকী উসমানীসহ সুফী সম্প্রদায়ের অনেকে। বিজ্ঞ লেখক আবুল কাশেম মুর্শিদাবাদী বলেন- ভারত উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামীর একটিও দ্বীনি মাদ্রাসা নাই, যার দ্বারা মুসলমান ছেলে মেয়েরা দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।[১৫৫] আমাদের বিজ্ঞ ভাই মুর্শিদাবাদীকে বলবো, ভারত উপমহাদেশ বলতে কি শুধু পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ? আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জামায়াতে

যোগাযোগঃ facebook.com/slaveofalmightyallah

ইসলামীর গড়া ভারতের কেরালা শান্তাপুরামে "আল জামিয়া আল ইসলামিয়া" ভারতের উত্তর প্রদেশে "জামিয়াতুল ফালাহ" এবং "জামিয়া মিসবাহুল উলুম" নামে মাদ্রাসা রয়েছে। ভারত উপমহাদেশের ক্ষুদ্রতম একটি দেশ, বাংলাদেশ এর দিকে তাকালে দেখতে পারবেন, যেখানে জামায়াতে ইসলামীর ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তামিরুল মিল্লাতের মত একাধিক কামিল (এম. এ) মাদ্রাসা আছে। কওমীসহ ছোট ছোট মাদ্রাসার সংখ্যা অর্ধশত ছাড়িয়ে যাবে। মহিলা মাদ্রাসা আছে একাধিক। জামায়াতে ইসলামীর ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একাধিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মাসিক সাপ্তাহিক থেকে শুরু করে দৈনিক পত্রিকাও আছে।

দারিদ্র ভাতার জন্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনও আছে। এই সংগঠনের ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হাসপাতাল আছে, মেডিকেল কলেজ আছে, আন্তর্জাতিক টি.ভি চ্যানেল আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কোচিং সেন্টার আছে, নেই কি ? প্রশ্ন করি আহলুল হাদিসদের কি আছে দু চারটা কওমী, আলিয়া মাদ্রাসা ছাড়া। ঢাকা শহরের মত শহরে আহলুল হাদিসদের ১টি মহিলা মাদ্রাসাও নেই। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, হাসপাতাল, দারিদ্র ফান্ড, এগুলোর প্রশ্ন এখানে অবান্তর। নিজেদের দোষ অন্যের উপর চাপানো ইনসাফের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। তিনি উক্ত বই এর ১১৭ পৃঃ বলেন- খোমেনী ও শিয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদাহ দেখেও জামায়াতে ইসলামী ওয়ালারা যখন তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলে এবং তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন জানতে হবে যে জামায়াতে ইসলামীর আক্বীদাহ্ সহীহ নয়। সুনাম ধন্য আলেম মুর্শির্দাবাদী সাহেবের সূত্র অনুপাতে বলতে হয়, ভ্রান্ত সুফি দেওয়ানবাগীর লেখা সুফি সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার গ্রন্থে গন্ধব ফলকে আদম (আঃ) এর স্ত্রী হাওয়া (আঃ) এর যৌনাঙ্গ এর সাথে তুলনা করেছে।

আর সেই গ্রন্থের প্রশংসা করে মতামত দিয়েছেন ডজন খানেক আওয়ামীলীগ এম, পি, মন্ত্রী। ভ্রান্ত সুফি পীর মানিকগঞ্জী তার "মারেফতের ভেদ তত্ত্ব" গ্রন্থে বলেন, আহাদ আহম্মদ মাঝে মিম ব্যবধান, সাধনা করিয়া দেখ কে কার প্রমাণ। ভ্রান্ত সুফি হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব মিশ্রিত বাউল সম্প্রদায়রা বলে, মীমের ঐ পর্দাটিকে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে আহাদ নিরাঞ্জন। অর্থাৎ যিনি রাসূল তিনিই আল্লাহ এবং ভ্রান্ত সুফি আটরশি, মাইজভান্ডারী, কাদিয়ানী ও নাস্তিকদের যারা লালন করে, প্রশংসা করে, টিভির চ্যানেলগুলোকে উম্মুক্ত করে দেয়। সেই ধর্ম নিরপেক্ষাতাবাদী আওয়ামীলীগ এর সাথে আহলুল হাদিসগণ সম্পর্ক রেখে চলে। তখন আহলুল হাদিসদের আক্বীদাহ সহীহ্ থাকে কীভাবে? আবার বিজ্ঞ লেখক মুর্শির্দাবাদী সাহেবের লিখায় ভারতের সুফি ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী দল কংগ্রেস সমর্থক জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতা হুসাইন আহম্মদ মাদানী ও মাওলানা আবূল কালাম আজাদ এর প্রশংসার স্থান পেয়েছে সেই প্রেক্ষিতে সহজেই বুঝা যায় যে, লেখক হয়ত নিজেই ধর্মনিরপেক্ষমতবাদে বিশ্বাসী। এখানে একটি কথা না বললেই নয়। না বললে সত্যকে চাপা দেয়া হবে। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ও জামায়াতে ইসলামীর যথেষ্ট ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। যার কতক ভুল প্রবীণ আলেম মুর্শিদাবাদী ও বন্ধু শায়েখ মাদানী একের পর এক তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন ড. গালিব সাহেব তার প্রবন্ধে তাকী উসমানী নিজেও। এদিক দিয়ে সমালোচকদের প্রশংসা করতে হয়।

সাথে সাথে জামায়াতে ইসলামীর প্রশংসা করতে হয় এ জন্য যে, তাদেরকে কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে অকপটে স্বীকার করে নেয়। প্রফুল চিত্তে তা মেনেও নেয়। সে জন্যই সমালোচকদের উচিৎ ছিল জামায়াতে ইসলামীর লিখিত বই পত্র এবং বর্তমান অনুবাদকৃত বই পুস্তকগুলোর কি কি ভুল হয়েছে তা মার্জিত ভাষায় তুলে ধরা। ভুল সংশোধনে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা। অতএব আহলুল হাদিসদের উচিৎ হবেনা জামায়াতে ইসলামীর সাথে কাদা ছোড়াছোড়ি করা। কারণ আহলুল হাদিস ভাইয়েরা যেমন সহীহ্ আক্বীদার দাওয়াত দেয়, তেমনি জামায়াতে ইসলামী সহীহ্ আক্বীদাহ সহ বিজাতীয় ও নাস্তিক মুক্ত ইসলামী কায়দায় দেশ পরিচালনার দাওয়াত দেয়। আর এই সব নাস্তিকদের বিরুদ্ধাচারণ করার কারণে কোন আহলুল হাদিস আলেমকে রিমান্ডে নেয়া হয় নাই, জেলে যেতে হয় নাই, কারণ বাতিল এর সাথে আহলুল হাদিসগণ প্রকাশ্যে ও গোপনে আপোস করে চলে। আহলুল হাদিস আলেমগণ ওয়াজ মাহফিলে বিজাতীয় মতবাদ সম্পর্কে কিছু না বলার কারণে আজ হাজার হাজার আহলুল হাদিস ধর্মনিরপেক্ষবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ। যার ফলে আহলুল হাদিস জামায়াত বিজাতীয় মতবাদে জড়িত হয়ে শিরক আত্তাকলীদ এর মত বড় শিরকের সাথে জড়িত। আর জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষবাদ ইত্যাদির প্রতি আহলুল হাদিসদের অন্ধ ভালবাসা থাকার দরুণ তাঁরা আজ শিরক আল মুহাব্বাতে নিমজ্জিত। আল্লাহ পাক বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

155 আহলে হাদিসবনাম অন্য জামাআত, পৃঃ ৩৪।

মানুষের মধ্যে এমন কতক সম্প্রাদায় রয়েছে যারা আল্লাহ এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে যাদেরকে তারা আল্লাহর মতো ভালোবাসে।[১৫৬]

৮৮

অভিযোগ ঃ- ১১ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী আল্লামা সাঈদীর ভুল ধরে বলেন, (আল্লামা সাঈদী ও জামায়াতে ইসলামী) এদের রাজনীতি হল ক্ষমতা বা গদি দখল। নবীরা গদি দখল করেন নাই ঃ

জবাবঃ- বন্ধু মাদানীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, **আল্লামা সাঈদী সংসদে বলেছিলেন, মাননীয় স্পিকার, আপনার মধ্যমে প্রধান মন্ত্রিকে বলছি, উনিতো সৌদী আরব যান উমরা করেন, হজ্জ করেন, সেখান থেকে জায়নামায ও তাসবী আনেন, কিন্তু সেখানে যে, কুরআনের আইন আছে, তা তিনি নিয়ে আসেন না কেন? তাই বলছি, জামায়াতে ইসলামীর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের দরকার নেই, ক্ষমতার দরকার নেই। আপনারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করুন।** তাহলে আল্লামা সাঈদী ও জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতার লোভ করল কিভাবে? কিন্তুমাদানী সাহেব আল্লামা সাঈদীর এই সব বক্তব্য শুনেন না। তিনি শুনেন শুধু নিতীবাচক বক্তব্য। মাদানী সাহেবের এই সব বক্তব্য ইনসাব বিরোধি নয় কি? এই সব আল্লামা সাঈদীর ও জামায়াতে ইসলামী উপর মিথ্যা অপবাদ নয় কি? প্রকৃত পক্ষে আল্লামা সাঈদীর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের লোভ ছাড়া, শুধু গদীর লোভ থাকত, তবে জেল হাজতের পরিবর্তে তিনি আজ দেশের সর্বোচ্চ প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন, তা হয়ত মাদানী বন্ধু নিজেও জানেন না। তবে গদীর লোভ আল্লামা সাঈদীর না থাকলেও আহলুল হাদিস আলেমদের মধ্যে সামান্য পদের লোভ অনেক বেশী। যার ফলে আহলুল হাদিস আলেমদের মধ্যে দলের শেষ নেই। আক্বীদা বিশ্বাস এক থাকার পরও শুধু লোভ ও অহংকারের কারণে তারা আজ দলে দলে বিভক্ত। যার সংখ্যা অর্ধ ডর্জন ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই। উল্লেখ্য যে, আহলুল হাদিসের অধিকাংশ আলেম অহংকারী। এদের অহংকারী আলেম অনেককেই আমি কাছ থেকে চিনি। এক কথায় এরা হল ভীরু, কাপুরুষ, অহংকারী জ্ঞানী, অমার্জিত ও বেয়াদবে সুন্নাতি। আর দেওবন্দীরা হল, পথভ্রষ্ট, ঝগরাটে, বীর, নমনীয় ও আদবী বিদআতি।

৮৯

অভিযোগ ঃ- ১২ নবীরা গদি দখল করেন নাই, নবীরা রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন না। অনুরুপ বক্তব্য দিয়েছেন, ডঃ গালিব, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, আমানুল্লাহ্ বিন ইসমাঈল ও অন্যান্য আহলে হাদিস আলেমগণ।

জবাবঃ- আল্লাহ তা'আলার বাণী,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ

তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর।[১৫৭] শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী, মুজাফ্ফর বিন মুহসিন, উপরোক্ত আয়াতের বিকৃতি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, অত্র আয়াতে পাঁচ জন নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে নুহ (আঃ) তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা পান নাই, বরং তাঁকে মেরে বেহুস করা হত। ইবরাহিম (আঃ) কোথাও স্থান পান নাই, তিনি সারা জিবন পালিয়ে পালিয়ে চলছেন। মুসা (আঃ) তিনি ফেরাউনের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসলেন, পরে ফেরাউনের গদি খালি ছিল তিনি সেখানে আর যান নাই। তাই তিনিও রাষ্ট্র ক্ষমতা পান নাই। ঈসা (আঃ) তিনি মজলুম হলে আল্লাহ তাকে আকাশে তুলে নিয়েছেন, তাই তিনিও ক্ষমতা পান নাই। মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁকে ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল তিনি তা নেন নাই। তাঁর শেষ জীবনে ক্ষমতা পেয়েছিলেন ইত্যাদি।

৮৯

নবী রাসুল (আঃ)গণ রাষ্ট্র প্রধান ছিলেনঃ-

অধিকাংশ মুসলিমদের এটা জানা যে, উপরোক্ত ৫ জন নবী (আঃ)দের মধ্যে ঈসা (আঃ) ব্যাতীত ৪ জন নবী রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন। তাঁদের প্রথম জিবনে রাষ্ট্র প্রধান না হতে পারলেও শেষ জিবনে তাঁরা রাষ্ট্র প্রধান হয়ে ছিলেন। আর ঈসা (আঃ) কিয়ামতের আগে দুনিয়াতে এসে রাষ্ট্র প্রধান হবেন। কিন্তু আহলে হাদিসের শায়েখরা তা অস্বীকার করে প্রচার করছে যে, নবী (আঃ)গণ রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন না। এভাবে উপরোক্ত আয়াতের বিকৃতি ব্যাখ্যা করে সাধারণ মুসলিমদেরকে গোমরা করছে। পাঠক, আসুন উপরোক্ত ৫ জন নবী রাষ্ট্র ক্ষমতা পেয়েছিলেন কি না তা আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাচাই করি।

নুহ (আঃ)

১. নুহ (আঃ) যিনি পৃথিবীর প্রথম রাসুল। নুহ (আঃ) সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا اٰمَنَ مَعَه □ إِلَّا قَلِيْلٌ

অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।[১৫৮] এই অল্প সংখ্যক লোকের সংখ্যা সর্ম্পকে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ৮০ জন।[১৫৯] নুহ (আঃ) এই ৮০ জন ঈমানদার উম্মতদেরকে নিয়ে কিস্তিতে উঠে ছিলেন। বাকী সব লোক পানিতে নিমজ্জিত করা হয়। তিনি ৮০ জনকে নিয়ে মাটিতে নেমে আসেন। নূহ (আঃ) জাতি ধ্বংস হওয়ার পর তিনি ৬০ বছর জিবীত ছিলেন।[১৬০] অর্থাৎ ৮০ জন উম্মতের মাঝে ৬০ বছর জিবীত ছিলেন। যেহেতু নূহ (আঃ) তাদের নবী

156 সুরাহ আল বাকারা ২/১৬৫।
157 সূরা শূরা ৪২/১৩,
158 সুরাহ হুদ ১১/৪০
159 তাফসীরে ইবনে কাসীর, সুরাহ হুদ ১১/৪০।
160 তাফসীরে ইবনে কাসীর, সুরাহ আনকাবুত, ২৯/১৪।

ছিলেন। উম্মত হয়ে তারা নূহ (আঃ) কে অনুস্বরণ করেছেন। কেননা নবী হয়ে অনবীকে অনুস্বরণ করতে পারে না।

আর যিনি নেতা তাকেই অনুস্বারীরা অনুস্বরণ করে। নূহ (আঃ) ছিল গোত্রিয় নবী, তখন কোন রাষ্ট্র ছিল না। গোত্রিয় নবী হিসেবে ৮০ জন উম্মতের মাঝে নূহ (আঃ) ৬০ বছরের জীবনে তিনি ছিলেন গোত্রের প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধান এবং তিনিই তাদের উপর শাসন পরিচালনা করে দ্বীন কায়েম করেছিলেন। অতএব প্রমানিত হল, নূহ (আঃ) রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন। শায়েখদেরকে বলবো হিম্মত থাকলে প্রমান করুন, নূহ (আঃ) যদি রাষ্ট্র প্রধান না হন, তাহলে তাঁর শেষ জীবনে কে রাষ্ট্র প্রধান বা গোত্রিয় প্রধান ছিল। যাকে নূহ (আঃ) নবী হয়ে অনুস্বরণ করেছেন?

ইবরাহিম (আঃ)

২. শায়েখরা বলেছেন, ইবরাহিম (আঃ) ক্ষমতা পাননি, তিনি সারাটা জীবন পালিয়ে পালিয়ে চলেছেন। অথচ ইবরাহিম (আঃ) সর্ম্পকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন,

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي

আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও![১৬১] আয়াতে উল্লেখি إِمَاماً শব্দের অর্থ নেতা। কালামে রব্বানিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ

আর নূহ পন্থীদেরই একজন ছিল ইবরাহীম।[১৬২] আমরা পূর্বের আয়াত থেকে জেনে আসছি যে, ইবরাহীম (আঃ) নেতা ছিলেন, আর আল্লাহর ভাষায় ইবরাহীম (আঃ), নুহ (আঃ) পন্থী ছিলেন, অতএব নুহ (আঃ)ও নেতা ছিলেন। এবার বলুন, নেতা হলে তো রাজনীতি করা লাগবে, আর রাজনীতি করলে তো ক্ষমতা লাগবে এটাই স্বাভাবিক কথা। তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً

অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।[১৬৩] এখানে مُّلْكاً শব্দটিই প্রমান করে ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশদেরকে রাজ্য দান করা হয়েছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।[১৬৪] আতএব প্রমানিত হল ইবরাহীম (আঃ) নেতা ছিলেন, রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন। কিন্তু মাদানী সাহেব তা মানতে না নারাজ। মাদানী দৃষ্টিতে কোন নবীই রাজ্য পান নাই। দাউদ (আঃ) সুলাইমান (আঃ) মুসা (আঃ) ইসা (আঃ) সহ বনি ইসরাঈলদের সকল নবী ও রাসুল, ইবরাহিম (আঃ) এর বংশের ছিলেন। রাসুল (সাঃ) নিজেও ইবরাহিম (আঃ) এর সন্তান ছিলেন এবং বংশ ছিলেন, উপরোক্ত আয়াত ও ইবরাহিম (আঃ) এর দোয়াই প্রমান করে তাঁর বংশধরের নবী (আঃ)গণ নেতা ছিলেন, রাষ্ট্রপতিও ছিলেন। তাই রাসুল (সাঃ) নেতা ছিলেন, রাষ্ট্রপতি ছিলেন, রাসুল (সাঃ) এর নেতৃত্ব ধরে রাখতে আবু বকর (রাঃ) নেতা হোন। তাই আবু বকর (রাঃ) নেতা ছিলেন, রাষ্ট্রপতি ছিলেন, উমর (রাঃ) নেতা ছিলেন, রাষ্ট্রপতি ছিলেন, উসমান (রাঃ) নেতা ছিলেন, রাষ্ট্রপতি ছিলেন, আলী (রাঃ) নেতা ছিলেন, রাষ্ট্রপতি ছিলেন, মুয়াবিয়া (রাঃ) নেতা ছিলেন, রাষ্ট্রপতি ছিলেন, যুবাইর (রাঃ) নেতা ছিলেন, রাষ্ট্রপতি ছিলেন, উমর ইবনে আব্দুল আযিয (রহঃ) নেতা ছিলেন, রাষ্ট্রপতি ছিলেন, এমন হাজারও নেতা ও রাষ্ট্রপতির ইতিহাস মুসলিমদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এসব নেতা ও মনিষীগণ ইসলামি রাষ্ট্রকে ঠিক রাখার জন্য অথবা কায়েম করার জন্য অসংখ্য যুদ্ধ করেছে, শহীদ হয়েছে অসংখ্য মরদে মুজাহীদ। কিন্তু মাদানী, মুজাফ্ফর ও আহলে হাদিস আলেমদের নিকট এ সবই ছিল ভুল ও গুমরাহী।

মুসা (আঃ)

৩. মতিউর রহমান মাদানী ও উপরোক্ত স্বনামধন্য আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুসা (আঃ) ছিল বনী ইসরাঈলদের নবী। বনী ইসরাঈলদের নবীগণের ব্যপারে রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

" كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ

বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখনই একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন।[১৬৫] উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক নবীরাই রাষ্ট্র প্রধাান ছিলেন।[১৬৬] বনী ইসরাঈলদের নবী ইউসুফ (আঃ) সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ইউসুফ (আঃ) নিজেই বলেছেন,

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ المُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ

হে আমার পালনকর্তা আপনি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্য সহ ব্যাখ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন।[১] আয়াতে المُلْكِ শব্দ দিয়ে ইউসুফ (আঃ) বলে দিলেন, আল্লাহ স্বয়ং তাকে রাজ্য দান করেছেন। কিন্তু আহলুল হাদিস আলেমরা বলে বেড়ান যে, নবীরা নাকি কোন রাজনীতি করেন নাই। আহলুল হাদিস ভাইদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে,[১] এখানে আল্লাহ তা'আলা নবী সুলাইমান (আঃ) এর রাজ্যের কথা বলেছেন। সুলাইমান (আঃ) এর পিতা দাউদ (আঃ) কে আল্লাহ তা'আলা রাজ্য দান ও রাজ্যের অভিজ্ঞতাও শিখিয়ে ছিলেন। মানে, রাজনীতি বা রাজ্য চালাতে যা প্রয়োজন তা সবই শিক্ষা দিয়েছিলেন মহান আল্লাহ তা'আলা নিজে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَآتَاهُ اللَّهُ المُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

আর আল্লাহ্ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শিখালেন।[১] বনী ইসরাঈলদের শ্রেষ্ট নবী মুসা (আঃ) তাঁর জাতি বনী ইসরাঈদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,

عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

---

161 সুরাহ বাকারা ২/১২৪,

162 সুরাহ সফ্ফাত ৩৭/৮৩,

163 সুরাহ নিসা ৪/৫৪,

164 সুরাহ হজ্জ ২২/৪৭,

165 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাত, হা/৪৬৬৭, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৬২১,

তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর।[১৬৭] হাফেজ ইবনে কাসীর তাঁর অমর গ্রন্থ তাফসীরে ইবনে কাসীরে উক্ত আয়াত সর্ম্পকে বলেন, মুসা (আঃ) বনি ইসরাঈলদেরকে বললেন, রাজ্য তোমাদের হয়ে যাবে।[১৬৮] কুরআনের অন্য পাতায় আল্লাহ পাক মুসা (আঃ) সর্ম্পকে বলেন, মুসা (আঃ) বলেছিলেন,

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي

হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন উজির (মন্ত্রি) করে দিন।[১৬৯] মুসা (আঃ) যদি রাজত্বই না পান, নেতাই যদি না হন, মুসা (আঃ) তাহলে রাজ্যর কথা বললেন কেন? উজিরের কথা বললেন কেন? উজিরের প্রয়োজন কি? তাই মুসা (আঃ) দেশের প্রধান হবেন বলেই তিনি উজির চেয়েছেন। কেননা দিন মুজুরের তো আর উজিরের প্রয়োজন হয় না। রাজার জন্যই তো মন্ত্রি, প্রজার জন্য নয়। এই সাধারণ কথাটি আহলুল হাদিস আলেমদের মাথায় ঢুকে না। রাসুল (সাঃ) উক্তি হল, বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। আল্লাহ বলেন, মুসা আমার কাছে উজির চেয়েছেন, তিনি বিচার কার্য করেছেন।

আর মতিউর রহমান মাদানী ও মুজাফ্ফর বিন মুহসিন বলেছেন, মুসা আঃ গদি দখল করেন নাই, রাজ্য পান নাই, রাষ্ট্র প্রধানও হননি। বন্ধু মতিউর রহমান মাদানী ফিরআউন এর গদি নিয়ে, যে খোঁড়া যুক্তি এখানে পেশ করছেন তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। ফেরআউন ও কিবতী বংশ পতনের পর মুসা (আঃ) ফেরাউনের দেশে একজন ঈমানদেরকেও রেখে আসেননি। তাই সেই রাজ্যে গদির দরকার ছিল না। গদির দরকার ছিল মুসা (আঃ) এর জন্য। কেননা মুসা (আঃ) তার বংশ বানি ইসরাঈলের বারটি দলকে নিয়ে নীল নদী পার হন। সেখানে শাসনের প্রয়োজন ছিল, এটাই স্বাভাবিক কথা। তাই তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেন। আমরা যেমন পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র গঠন করেছি। সাথে নিজস্ব গদীও তৈরী করে নিয়েছি। এতে পাকিস্তান এর গদী দখল করার প্রয়োজন ছিল না। বরং আমরাতো আলাদা গদী পেয়েই গেলাম। তাই বলে কি পাকিস্তানের গদী খালী ছিল? তাহলে মাদানী সাহেব এমন ঠনকু যুক্তি কি করে দিলেন? মুসা (আঃ) গোত্রের নবী হিসেবে গদিতে বসেই বনী ইসরাঈলের উপর শাসন পরিচালনা করেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে আমাদের নবী রাসুল (সাঃ)ও গদিতে বসেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। বিশ্বের সেরা পন্ডিত ডঃ জাকির নায়েকের উস্তাদ শেখ আহমদ দীদাত (রহঃ) কোন পাদ্রির সাথে বাহাস বা তর্ক করতে গিয়ে আমাদের নবী মুহম্মদ (সাঃ) এর সাথে নবী মুসা (আঃ) এর সাদৃশ্য বর্ণনা করে বলেন যে, নবী মুসা (আঃ) ও নবী মুহম্মদ (সাঃ) উভয়েই ছিলেন নবী। আবার তাঁরা উভয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাও করেছেন।[১৭০] মুসা (আঃ) যে রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন তার প্রমাণ হল, মুসা (আঃ) যখন হারুন (আঃ) কে দায়িত্ব দিয়ে চল্লিশ দিনের জন্য তূর পাহাড়ে চলে যান, তখন মুসা (আঃ) এর অনুপস্থিতীতে তাঁর জাতি বনী ইসরাঈলগণ হারুন (আঃ) এর উপস্থিতীতে বাছুর পুঁজা আরাম্ভ করে দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

فَتُوبُوْا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا أَنفُسَكُمْ

তোমরা তোমাদের সৃষ্টি কর্তার নিকট তওবা কর এবং তোমরা তোমাদের ঐ ব্যক্তিবর্গকে হত্যা কর।[১৭১] অত্র আয়াতের দাবী অনুযায়ী মুসা (আঃ) ফিরে এসে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বাছুর পুঁজাকারীদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তা কার্যকর করেন। ফলে বনী ইসরাঈলদের ৭০ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। আমরা জানি শরিয়তের দন্ডবিধি রাষ্ট্র প্রধান ছাড়া কার্যকর করতে পারে না। তাই মুসা (আঃ) রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন।

অতএব কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে প্রমানিত হল যে, বনী ইসরাঈল ফিরআউন এর হাত থেকে মুক্তি লাভের পর মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। কেননা নবীগণ ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন। রাসুল (সাঃ) কাফের ও নাস্তিকদের জন্য গদি ছেড়ে দেন নাই। লড়াই করেছেন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্যই। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের কাজ যদি নবী (আঃ)গণ করতে পারেন, তাহলে আমরা করতে পারব না কেন? আল্লামা সাঈদী ও জামায়াতে ইসলামী এ কাজ করলে দোষের কি? বরং প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যেই এ চিন্তা থাকা দরকার। কিন্তু মাদানী তার ব্যতিক্রম।

ঈসা (আঃ)।

৪. বনী ইসরাঈলদের শেষ নবী ঈসা (আঃ)। যাঁর সর্ম্পকে রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً،

কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রান, অচিরেই তোমাদের মাঝে মারিইয়ামের পুত্র ঈসা (আঃ) শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন।[১৭২] অত্র হাদিস প্রমান করে ঈসা (আঃ) স্বয়ং শাসক হবেন। উল্লেখ্য যে, এরা সবাই ছিলেন বনি ইসরাঈলদের নবী, আর মাদানী বলেছেন নবীরা কোন রাজনীতিই করেন নাই।

মুহাম্মদ (সাঃ)

৫. বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সর্ম্পকে শায়েখ মুজাফ্ফর ও শায়েখ মাদানী বলেছেন, মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রথম জীবনে কাফেররা ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি তা নেন নি। আসুন আমরা এখানেই কথা বলি, মুহাম্মদ (সাঃ)কে কি কাফেররা ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল? কাফেররা আসলে ক্ষমতা দিতে চাইনি। মুলত তারা চেয়েছিল ইসলামের দাওয়াতকে বন্ধ করে দিয়ে তাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সীরাত গ্রন্থগুলো অধ্যায়ন করলে তাই দেখতে পাওয়া যায়। আর বন্ধু মাদানী বলছেন, ক্ষমতা দিতে

---

167 সুরাহ আল আরাফ ৭/১২৯

168 তাফসীরে ইবনে কাসীর, সুরাহ আল আরাফ ৭/১২৯

169 সুরাহ ত্বোহা ২৫-২৯।

170 আহমদ দীদাত রচনাবলী, পৃঃ ১৯২, ইসঃ ফাউঃ, অনুঃ ফজলে রব্বি।

171 সুরাহ বাকারা ২/৫৪

172 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, মারইয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) এর অবতরণ, হা/৩৪৪৮।

চেয়েছিল তিনি তা নেন নি। মাদানী সাহবের ভাষায় বুঝা যায়, মুহাম্মদ (সাঃ) এর তাওহীদের মিশন ঠিক রেখে তাঁকে ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল। তিনি তা নেন নি। এ কথা সত্য যে, রাসুল সাঃকে মক্কী জিবনে ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি তা নেননি। এর কারণ কি? রাসুল (সাঃ)কে কিভাবে ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল? আমরা সীরাত গ্রন্থ থেকে একবার যাচাই করি। কাফেরদের প্রতিনিধি উতবাহ রাসুল (সাঃ)কে বললেন, তুমি যা নিয়ে আগমণ করেছ এবং মানুষকে যে সব কথা বলে বেড়াচ্ছ তার উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, এর মাধ্যমে তুমি কিছু ধন সম্পদ অর্জন করতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে ধন সম্পদ দিব।

উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, তুমি নেতা বা বাদশাহ হতে চাও, তাহলে তোমাকে নেতা বানানো হবে বা বাদশা বানানো হবে। আর তোমার নিকট যে আগমন করে (জিবরাঈ আঃ) সে যদি কোন জিন কিংবা ভুত হয় তাহলে তোমার চিকিৎসা করা হবে। এরপর ওয়ালিদ বিন মুগিরা গোত্রিয় প্রধানদেরকে নিয়ে রাসুল (সাঃ)কে বললেন, তুমি যে মা'বুদের উপাসনা কর আমরাও সে মাবুদের উপাসনা করি এবং আমরা যে মা'বুদের উপাসনা করি তোমরাও সে মাবুদের উপাসনা কর।[১৭৩] পাঠক, উপরো ঘটনা পড়লেই সহজে বুঝা যায়, কাফেররা রাসুল (সাঃ)কে ক্ষমতা দিতে চায়নি, চেয়েছিল কাফেরদের মতবাদকে বলবত করতে। এটি ছিল, ইসলাম প্রচার বন্ধের একটি কৌশল মাত্র। রাসুল (সাঃ) প্রথম জিবনে রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন না, শেষ জিবনে রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

এবং দান করুন আমাকে আপনার নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।[১৭৪] তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, 'সুলতানাত' বা রাজত্বের কারণে আল্লাহ তাআলা এমন বহু মন্দ কার্য বন্ধ করে দেন যা শুধুমাত্র কুরআনের মাধ্যমে বন্ধ করা যেতো না।[১৭৫] আর আমরা এটিও জানি যারা দেশ শাসন করত তাদেরকে সুলতান বলা হত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَه بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে,
যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।[১৭৬] রাসুল (সাঃ) শেষ জিবনে রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন, মাদানী সাহেব তা স্বীকার করে নেওয়ার কারণে আর দলীল দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। অতএব প্রমানিত হল, রাসুল (সাঃ) সহ ৫ জন নবী (আঃ) রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন।

৯৮

অভিযোগ ঃ- ১৩ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন, বীর্য পাক ও পবিত্র ঃ

জবাব ঃ- আল্লামা সাঈদী বীর্যকে নাপাক বলার কারণে, আরবী জান্তা মতিউর রহমান মাদানী, আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আধাজল খেয়ে বলেন, বীর্য নাপাক নয় বরং বীর্য পাক। অথচ 'মা' আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত,

أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ،

রাসুল (সাঃ) এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলতেন।[১৭৭] মা আয়শা (রাঃ) বলেন,

كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ،

আমি তা (বীর্য) রাসুল (সাঃ) এর কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলতাম।[১৭৮] প্রশ্ন হল, পাক বস্তু কি কখনো ধৌত করা লাগে? আমরা জানি নাপাক বস্তু ধৌত করতে হয়। আর তাই রাসুল (সাঃ) তা ধৌত করার প্রয়োজন বোধ করতেন। সাহাবা (রাঃ)গণও তাই করতেন। উপরোক্ত হাদিস তাই প্রমান করে। রাসুল (সাঃ) মযি বের হলে ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাভাবিক যৌন উত্তেজনা হওয়ার পর পুরুষাঙ্গ হতে যে পানি নির্গত হয় অর্থাৎ মযির ব্যাপারে রাসুল (সাঃ) এর নিকট জানতে চাইলে রাসুল (সাঃ) বলেন,

" تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ

উযু করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে।[১৭৯] মযি যদি পাক বস্তু হত তাহলে ধুয়ার প্রশ্নই উঠত না। অনেকে মযি ও মনি (বীর্য) কে মুখের কফ্ ও থুথুর সাথে তুলনা করে মযি ও মনি (বীর্য) কে পাক বলার অপচেষ্টা করেছেন। তাদেরকে আমরা বলে দিতে চাই, মানুষের মুখ থেকে নির্গত কোন বস্তু আর মানুষের গোপনাঙ্গ থেকে নির্গত কোন বস্তু কখনো এক হতে পারে? কফ্ ও থুথু শরীরে লাগলে তা ধৌত করার তাকিদ রাসুল (সাঃ) দেননি। আমরা অনেক সময় কুরআন তেলাওয়াত করার সময় পাতা বা পৃষ্ঠা উল্টাতে হাতের আঙ্গুলে থুথু লাগিয়ে পাতা উল্টাই। কিন্তু বীর্য শরীরে লাগলে তা ধৌত করে কুরআন স্পর্শ করি। এছাড়া আমরা আমাদের মুখের থুথু অনেক সময় কিছু হলেও গিলে ফেলি। কিন্তু বীর্যের ক্ষেত্রে কি তা সম্ভব? এতে প্রমানিত হয় মানুষের ফিতরাত তথা স্বভাবজাত প্রকৃতি শিখায় বীর্য নাপাক। যারা থুথুর সাথে বীর্যের তুলনা করেন তাদের রুচিবোধ যে অসুন্দর এতে কোন সন্দেহ নেই। 'মা' আয়শা (রাঃ) বলেছেন,

اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ

আল্লাহ তা'আলা (রাসুল সাঃ এর মৃত্যুকালে) তাঁর ও আমার মুখের লালাকে একত্রিত করেছেন।[১৮০] কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন,

يَبْتَلِعُ رِيقَهُ

সায়িম তার মুখের থুথু গিলে ফেলতে পারে।[১৮১] তাহলে মুখের থুথুকে বীর্যের সাথে কিভাবে তুলনা করা যেতে পারে? বীর্য নাপাক এব্যাপারে বিখ্যাত আলেম মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রঃ)

---

173 আর রাহীকুম মাখতুম, পৃঃ ১৪৬-১৪৭, তাঃ পাঃ, আল্লামা সফিউর রহমান মোবারক পুরী। সীরাতুন নবী (সাঃ) ১ম খঃ পৃঃ ২৫৯, ইঃ ফাঃ, ইবনে হিশাম। সীরাতুল মুস্তফা (সাঃ), ১ম খঃ, পৃঃ ১৬৩, ইঃ ফাঃ, আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী। সহজ কাসাসুল আম্বিয়া, পৃঃ ৮১৮, আল কাউসার প্রকাশনী, হাফেজ ইবনে কাসীর।

174 সুরাহ বনী ইসরাইল ১৭/৮০।

175 তাফসীরে ইবনে কাসীর, সুরাহ ইউসুফ ১২/৫৫

176 সুরাহ তওবা ৯/৩৩।

177 সহীহুল বুখারী, অধ্যায়, অজু, হা/২৩২,

178 সহীহ মুসলিম- অধ্যায়, পবিত্রতা, হা/ ৫৫৬,

179 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, কিতাবুল হায়েয, হা/৫৮৪।

180 সহীহুল বুখারী, অধ্যায়, কিতাবু ফুরুদ, হা/৩১০০

"ফতোওয়ায়ে আরকানুল ইসলাম" আবু মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম, "সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ" গ্রন্থের, ত্বাহারাত, অধ্যায়, বলেছেন, বীর্য নাপাক। পাঠক, এবার বলুন, আল্লামা সাঈদী বীর্যকে নাপাক বলে কি অপরাধ করেছেন? এসব মাদানীদের আক্বীদাহ বাউল নেড়া ফকীর ও প্রচলিত ইলিয়াসী তাবলীগীদের সাথে হুবুহু মিল। কেননা বাউল ও প্রচলিত তাবলীগীদের আক্বীদা হল, মল মুত্র বীর্য রক্ত সবই পাক। তাবলীগী নিসাবের লেখক, হেকায়াতে সাহাবা অধ্যায়, নবীর প্রেমের অপূর্ব কাহিনী শিরোনামে লিখেছেন, রাসূল ﷺ-এর প্রস্রাব-পায়খানা ও রক্ত পাক ও পবিত্র। পাঠক! তাবলীগ ও দেওবন্দিদের বিশ্বাস রাসূল ﷺ-এর প্রস্রাব পায়খানা ও রক্ত পাক ও পবিত্র তাই ঐগুলো ভক্ষণ করা যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা রক্তকে হারাম করেছেন। তিনি বলেন :

(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ)

"আল্লাহ তো কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা যবেহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে তা হারাম করেছেন।"[১৮২] আবার বাউলদের মতে রক্ত, বীর্য, মল ও মুত্র পিতার অন্ডকুষ ও মাতার গর্ভ থেকে লাভ করে থাকে। অতএব এ চারি চন্দ্র বাইরে নিক্ষেপ না করে দেহে ধারণ কর্তব্য। কারণ এগুলো পবিত্র তাই এগুলো ভক্ষণ করতে হবে। অতএব লালন কে জানতে চাইলে জানতে হবে রজঃবীর্যের গভীর তত্ব । লালন শিষ্য দুদু শাহ বলেন –

রজঃ বীর্য এই দুই তত্ত্ব যেবা চেনে,
লালন সাঁইকে সেই জন জানে।

বাউল সাধকগণ পঞ্চরস বলতে– মল, মুত্র, ঋতুরক্ত, স্ত্রী রতি ও পুরুষের বীর্যকে বুঝিয়েছে। এসব বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে ভক্ষণ না করা পর্যন্ত প্রকৃত সাধক হওয়া যায় না। তাহলে কি আহলুল হাদিসের আলেম শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী তাবলীগ ও বাউল দ্বারা প্রভাবিত?

৯৮

অভিযোগ ঃ- ১৪ **শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী আল্লামা সাঈদীর সমালোচনা করে বলেছেন যে, কাউকে পশু বলা, কাউকে নরপশু বলা এগুলো মুর্খদের কথা কোন শিক্ষিত বা আলেমের কথা নয়। জ্ঞানী লোকের কথা হচ্ছে ভদ্র কথা ঃ**

জবাবঃ- শ্রোতা মাত্রই এটা জানেন যে, আমাদের দেশে মুসলমি নামধারী কতিপয় লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বা কুরআন ও হাদিসকে ব্যঙ্গ করে এবং গালি দেয়। তাদেরকে আল্লামা সাঈদী নরপশু বলেছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ

আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।[১৮৩] আয়াতে উল্লেখিত গুণাগুণ বিশিষ্ট মানুষকে নরপশু বললে মহা অপরাধ হবে বলে মনে হয় না। কেননা আল্লাহ পাক নিজেই ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্টতর বলেছেন। কিন্ত মাদানীর দৃষ্টিতে তা চরম অপরাধ।

এ জন্য আল্লামা সাঈদী নাকি মুর্খ, অভদ্র। পাঠক, শায়েখ মাদানী সাহেব কতটুকুন ভদ্র ও শিক্ষিত তা একটু প্রমাণ করি। মাদানী সাহেব ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে বলেন, ইসলামী ব্যাংক হয়েছে, কিছু দিন পর ইসলামী মদ, ইসলামী পতিতালয় হবে। এ হল মাদানীর অশ্রাব্য ভাষার নমুনা, ইসলামকে পতিতার সাথে তুলনা করা কি আলেমের কাজ? না জাহেলের কাজ? নিশ্চয় জাহেলের কাজ। তাই মাদানী সাহেবের এই জিহালতের কারণে তওবা করা উচিৎ। আল্লামা সাঈদী তো ইসলাম বিদ্ধেষী লোকদেরকে নরপশু বলেছেন, আর মাদানী সাহেব সরাসরি আল্লাহর মনোনীত ইসলামকে নিয়ে বিদ্রুপ করলেন। এবার বলুন, কে মুর্খ? আল্লামা সাঈদী? না মতিউর রাহমান মাদানী?

১০২

অভিযোগ ঃ- ১৫ আল্লামা সাঈদী শায়েখ আব্দুর রহমানকে শায়েখ 'রাহমান' বলার কারণে শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী মন্তব্য করে বলেন যে, যদি সামান্য তার ইলম থাকতো ----- এ নামে ডাকত না। যে ব্যক্তি কোন মানুষকে রহমান বলবে, সে নামে শিরক,[১৮৪] করল। কারণ রাহমান কে? উত্তর আল্লাহ। খালেক বলে ডাকা মালেক বলে ডাকা হল নামে শিরক ঃ

---

181 সহীহুল বুখারী, অধ্যায়, সাওম, হা/১৯৩৪।

182 সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ১১৫, সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩।

183 সুরাহ আরাফ ৭/১৭৯।

184 সাদিকুর রহমান (আল্লাহর সাথী), আবুল হাকাম (হাকামের পিতা) অথচ আল্লাহর নাম হাকাম। আব্দুল হাজার (পাথরের বান্দা)। রাসুল সাঃ বলেছেন,

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ

আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত নাম ঐ ব্যাক্তর, যার নাম মালিকুল আ'মালাক (রাজাধিরাজ) রাখা হয় (সহীহ মুসলীম, কিতাবুল আদাব, হা/৫৫০৩)। শাহান শাহ (বাদশাহর বাদশা)। বন্দে আলী (আলীর দাস) আবেদ আলী (আলীর দাস) সাজ্জাদ আলী (আলীর সিজদাহ কারী) উল্লেখ্য যে আল্লাহর এক নাম আলী। উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর নাম আলীর সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে ভাল।

আর উদ্দেশ্য যদি আলী (রাঃ) এর নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে নামটি শিরক হবে। আবেদ হুসাইন (হুসাইন এর দাস) সাজেদ হুসাইন (হুসাইন এর সিজদাহ কারী) গোলাম মুর্তুজা (মুর্তুজার গোলাম বা বান্দা) গোলাম মুহাম্মদ (মুহাম্মদ এর গোলাম বা বান্দা) গোলাম মুস্তফা (মুস্তফা এর গোলাম বা বান্দা) গোলাম রসুল (রাসুল এর গোলাম বা বান্দা) খোদা বক্স, নবী বক্স। আলমগীর (দুনিয়া ধারণকারী) জাহাঙ্গীর (দুনিয়া ধারণকারী) শাহ জাহান (দুনিয়ার বাদশা) শাহ আলম (দুনিয়ার বাদশা) গাউসে আজম (শ্রেষ্ট্র আশ্রয়দানকারী) গরীবে নেওয়াজ (গরীবের পালনকর্তা) কুতুবে রব্বানী, দয়াল বাবা, পাগলা বাবা, সাঁই, গুরু, আলেক সাঁই, মনের মানুষ -- । বেবী, বৃষ্টি, বিথী, ইতি, সপ্না, সান্তা, স্বপন, রিংকু, এসব বিধর্মী হেন্দুয়ানী নাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুতঁ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (সুরাহ মায়িদা ৫/৫১)।

জবাবঃ- আমরা জানি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর কিছু সিফাতী নাম বান্দার জন্য ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য রহিম, রউফ, নাম ব্যবহার করেছেন। রাসুল (সাঃ) সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।[১৮৫] মাওলা, শব্দটিও আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ

সে (মাওলা) মালিকের উপর বোঝা।[১৮৬] অনুরুপভাবে 'রব' নামটিও আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির জন্য তথা মানুষের জন্য ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ

যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল: আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে।[১৮৭] এখানে ইউসুফ (আঃ) সৃষ্টিকে 'রব' বলে শিরক করেছেন কি? ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالُوا يَا أَيُّهَا العَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيرا

তারা বলতে লাগল: হে আযীয, তার পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ বয়স্ক।[১৮৮] এখানে ইউসুফ (আঃ)কে তাঁর ভাইয়েরা 'আব্দ' শব্দ ব্যবহার না করে বা হে 'আব্দুল আযীয' না বলে সরাসরি হে 'আযীয' বলে সম্বোধন করেছেন। তাহলে কি তারা হে 'আব্দুল আযীয' না বলে শিরক করেছেন? আল্লাহ পাক কি জানেন না, শুধু 'আযীয' বললে শিরক হবে? কেননা আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হলো 'আযীয'। মাদানী সাহেব বক্তব্যে বলেছেন, 'মালেক' বললে শিরক হবে। আবার অন্য বক্তব্যে তিনি নিজেই ইমাম মালেক (রহঃ)কে ইমাম মালেক বলেছেন। তাহলে শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী ইমাম ালেক (রহঃ)কে ইমাম আব্দুল মালেক (রহঃ) বললেন না কেন?

ইমাম আব্দুল মালেক (রহঃ) না বলে শুধু ইমাম মালেক (রহঃ) বললে শিরক হয় না কি? কেননা 'মালেক' হল আল্লাহর একটি সিফতী নাম। প্রশ্ন হল ইমাম হাকিম (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) ইমাম দ্বয়কে মুহাদ্দিসগণ আব্দুল মালেক (রহঃ) আব্দুল হাকিম (রহঃ) না বলে শুধু ইমাম মালেক (রহঃ) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলে শিরক করেছেন কি? হিন্দু মতে সূর্য দেবতারূপে বা মানুষরূপে 'কুন্তি' নামক দেবীর সাথে সঙ্গম করে কর্ণ নামক সন্তান জন্ম দেয়। আবার রবি, (সূর্য) সোম, (চন্দ্র) মঙ্গল, (ধূপ) বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি গ্রহের নাম থেকে নেয়া হয়, তার মধ্যে রবি (রবিবার) হচ্ছে সূর্য। আর সোম হল দেবতা। পৌরানিক যুগে সোমকে চন্দ্র বোঝাত। এ সোম (সোমবার) বৃহস্পতি (বৃহস্পতিবার) এর স্ত্রী 'তারা'কে অপহরণ করেন। ব্রহ্মার আদেশে বা বৃহস্পতির অনুরোধেও সোম তা'রাকে ফেরত দেননি, তখন এটাকে কেন্দ্র করে সোম ও বৃহস্পতির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, তখন শীবের ত্রিশূলের আঘাতে সোমের দেহ দ্বিখন্ডিত হয়। তখন ব্রহ্মা এসে এই যুদ্ধ বন্ধ করে এবং তা'রাকে ফিরিয়ে দিতে সোমকে বাধ্য করেন। সে সময়ে তা'রা সোমের দ্বারা গর্ভবতী ছিল, পরে এক পুত্র জন্ম দেয়, তার নাম বুধ অর্থাৎ বুধবার। হিন্দুরা এসব বারকে দেব, দেবী জ্ঞান করে পুঁজা করে। এখন প্রশ্ন হল, হিন্দুদের দেয়া দেবতা সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, যখন মতিউর রহমান মাদানী গদ গদ স্বরে বলতে থাকেন।

তখন কি শিরক হয় না? শাইখ মতিউর রহমান মাদানী ও তার ভক্তরা হয়ত যুক্তি পেশ করে বলবেন যে, আমরা তো ঐ সব দেবতার নাম দেবতা জ্ঞানে বলি না, তাই শিরক হবে না। আমরাও যদি সেই একই যুক্তি পেশ করে বলি যে, আল্লামা সাঈদীও 'শাইখ আব্দুর রহমানের নাম, 'শাইখ রহমান' স্রষ্টা বা আল্লাহর নাম 'রহমান' জ্ঞানে বলেন নাই। তাহলে সেই যুক্তির নিরিখে এ নাম বললে শিরক হবে কেন? সাঈদী সাহেব 'শায়েখ রাহমান' বললে যদি শিরক হয়, তাহলে ইমাম মালেক (রঃ)কে 'ইমাম মালেক (রঃ)' বললে কি হয়? মাদানী সাহেব বলবেন কি? মাদানী সাহেবের ফতোয়া অনুপাতে 'ইমাম মালেক (রহঃ)কে 'ইমাম আব্দুল মালেক (রহঃ) না বলার কারণে মাদানী সাহেব নিজেই মুশরেক হয়ে গেছেন। তাই উনাকে তওবা করা উচিৎ। অথচ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির জন্য 'মালেক' নামটি ব্যবহার করেছেন? জাহান্নামের মালাইকার নাম হল 'মালেক' আর তাই আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ

তারা ডেকে বলবে, হে মালেক, পালনকর্তা আমাদের কিস্সাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে।[১৮৯] তাহলে কি জাহান্নামিরা 'মালেক'কে হে মালেক' বলে শিরক করেছেন? আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের মালাইকার নাম 'মালেক' রেখে শিরক করেছেন কি? সৃষ্টি বা মানুষকে মালেক বললে যে শিরক হবে না, এই জ্ঞান টুকুও বন্ধু মাদানীর নেই। সেই নাকি আল্লামা সাঈদী সাহেবের ভুল ধরে। আহলুল হাদিসের সুনামধন্য আলেম তাফসীরে ইবনে কাসীরের অনুবাদক ড. মুজিবুর রহমান এর নাম মুজিবুর রহমান। পশ্ন হল মুজিবুর রহমান নাম রাখা কি জায়েয? এটা আলেম মাত্রই জানে, 'আল মুজিব' আল্লাহর একটি সিফাতী নাম 'আর রহমান' আল্লাহর অপর একটি সিফাতী নাম। আল্লাহর দুটি সিফাতী নাম কোন বান্দা ধারন করতে পারে কি? এ দুটি নাম বান্দা ধারন করলে বান্দার আবদিয়াত প্রকাশ পাবে কি? মুজিবুর রহমান (আল মুজিব ও আর রহমান আল্লাহর নাম এ দুটো শব্দের সংযোগে কোন অর্থ হয় না)। এবার মাদানী সাহেব ড. মুজিবুর রহমানকে কি জাহেল বলবেন? তিনি যদি জাহেল হোন তাহলে তার সংশোধন করেন না কেন?

অভিযোগ ঃ- ১৬ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী সাহেবের উক্তি, ক্ষমতা চেয়ে নেয়া যাবে না ঃ-

185 সুরাহ তওবা ৯/১২৮
186 সুরাহ নহল, ১৬/৭৬
187 সুরাহ ইউসুফ ১২/৪২
188 সুরাহ ইউসুফ, ১২/৭৮।
189 সুরাহ যুখরুফ ৮৩/৭৭,

জবাবঃ- যোগ্য ব্যক্তি ক্ষমতা চেয়ে নিতে পারবে। ক্ষমতা চেয়ে নেয়ার ব্যাপারে কালামে রাব্বানীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন,

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

ইউসুফ বলল: আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।[১৯০] উপরোক্ত আয়াত প্রমান করে নিজের যোগ্যতা থাকলে প্রয়োজনে ক্ষমতা চেয়ে নেয়া যায়। ইবনে কাসীর (রহঃ) তাঁর বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বলেছেন, নেতৃত্ত মানুষের কল্যান সাধন ও দায়িত্ব পালনে আস্থাশীল হলে পদ চেয়ে নেয়া যায়।[১৯১] অন্যথায় রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

" إِنَّا وَاللَّهِ لاَ نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ "

আল্লাহর শপথ! আমরা এ কাজের দায়িত্বে এমন কাউকে নিয়োগ করি না যে তা চায়, এবং এমন কাউকেও নিয়োগ করি না যে তা পাওয়ার লালসা করে।[১৯২] কিন্তু কুরআন বলছে, নিজে যোগ্য হলে ক্ষমতা চেয়ে নেয়া যায়। এর সমাধান কি? উপরোক্ত বর্ণিত হাদিসটি ছিল রাসুল (সাঃ) এর উপস্থিতিতে কোন সাহাবা (রাঃ) এর আবেদন করার কারণে। আমরা জানি রাসুল (সাঃ) এর উপস্থিতিতে তাঁর চেয়ে যোগ্য নেতা আর কেউ ছিলেন না। তিনিই জানেন তাঁর সাহাবেদের মধ্যে কে যোগ্য। তিনি নিজেই ছিলেন যোগ্য নেতা বা রাষ্ট্র প্রধান। অতএব যোগ্য নেতা দেশ চালানো অবস্থায় অবশ্যই ক্ষমতা চেয়ে নেয়া যাবে না। শুধু অযোগ্য নেতা থাকলেই ক্ষমতা চেয়ে নেয়া যাবে। যা আমরা হুসাইন (রাঃ) ও যুবাইর (রাঃ) ঘটনা থেকে শিক্ষা পাই। অতএব কুরআন ও হাদিসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকল না। মজার ব্যাপারে হল, একামতে দ্বীনের আন্দোলনকারীরা সংগঠনের মধ্যে ক্ষমতা চেয়ে নেয় না। অনত্র আল্লাহ তা'আলা নবী সুলাইমান (আঃ) সম্পর্কে বলেন, সুলাইমান (আঃ) নিজেই আল্লাহর নিকট দোয়া করে রাজ্য চেয়ে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَّ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ

সোলায়মান বলল: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।[১৯৩] অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে ক্ষমতা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে চেয়ে নেয়া যায়। আর বন্ধু শায়েখ বলছেন, ক্ষমতা চেয়ে নেয়া যায় না।

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

اَنْ اَ قِيْمُوا الدَّيْنَ

তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর। মাদানী সাহেব উক্ত আয়াতের উল্লেখিত দ্বীন শব্দের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে একটি হাদিস এনেছেন। রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

مَا الإِيمَانُ قَالَ " الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ "

(জিবরাঈল আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমান কি? রাসুল (সাঃ) বললেন, ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাইকাদের প্রতি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি, এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি, আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরাস্থানের প্রতি।

. قَالَ مَا الإِسْلاَمُ قَالَ " الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ "

(জিবরাঈল আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলাম কি? রাসুল (সাঃ) বললেন, ইসলাম হল, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, ফরজ যাকাত আদায় করবেন, এবং রমযানে সওম পালন করবেন।

. قَالَ مَا الإِحْسَانُ قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ".

ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইহসান কি? রাসুল (সাঃ) বললেন, ইহসান হল, আপনি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত নকরবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (এ বিশ্বাস রাখবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন। এরপর কিয়ামত ও কিয়ামকের আলামত সর্ম্পকে বলা হয়েছে। সবশেষে বলা হয়েছে,

فَقَالَ " هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ

ইনি জিবরাঈল, লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।[১৯৪] মাদানী সাহেব উক্ত হাদিসের দলীল দিয়ে বলেন যে, এখানে তো রাষ্ট্র দখলের কথা নেই। জবাবে বলব, একটি হাদিসেই সব থাকতে হবে এমটি নয়। যেমন আল কুরআনের উল্লেখ হয়েছে,

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ

তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।[১৯৫] মতিউর রহমান মাদানীর উল্লেখিত দলীল হাদিসে জিবরাঈলে ঈমান, ইসলাম, সিয়াম ও হজ্জের কথা অত্র আয়াতে নেই। তাই বলে কি হাদিসের জিবরাঈলের কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি? হাদিসে আছে,

فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

তখন উমর (রাঃ) নতজানু হয়ে বসে বললেন, আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে। ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ (নাঃ)কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট।[১৯৬] হাদিসে জিবরাঈলের উল্লেখিত ইহসান শব্দটি উক্ত হাদিসে অনুপস্থিত। এখন মাদানী সাহেব কি বলবেন? কাজেই মাদানী সাহেব একটি হাদিসের উপর ভিত্তি করে কি বলতে পারলেন যে, উক্ত হাদিসে রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ নেই। আমরা জানি দ্বীন হল পুর্নাঙ্গ জিবন ব্যবস্থার নাম। যা ব্যক্তি জিবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রিও জিবন পর্যন্ত ব্যপ্ত।

আর সাহবী (রাঃ)গণ দ্বীন বলতে তাই বুঝেছেন। পারস্য বা ইরান যুদ্ধে মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) সেনাপতি রুস্তমকে দ্বীন বুঝাতে যেয়ে বলেন, দ্বীনের মূল স্তম্ভ হল, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ

---

190 সুরাহ ইউসুফ ১২/৫৫

191 বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১ম,খঃ, পৃঃ ৬৬৮, ইসঃ ফাউঃ, নবীদের কাহিনী, ১ম, খন্ড, পৃঃ ২০৭, ড. গালিব।

192 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাত, হা/৪৬১১।

193 সুরাহ ছোয়াদ ৩৮/৩৫,

194 সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হা/৫০।

195 সুরা আল বায়্যিনাহ ৯৮/৫।

196 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, সালাতের ওয়াক্ত, হা/৫৪।

নাই, মুহাম্মদ সাঃ আল্লহর রাসুল। আর তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া। তিনি সম্রাট ইয়াযগিরদকে বলেছিলেন, আর আপনারা আমাদের দ্বীন গ্রহণ করুন। তাহলে আমরা আল্লাহর কিতাব রেখে যাব। আপনারা কিতাবের সকল বিধান কার্যকর করবেন।[১৯৭] এখানে সাহাবী গোটা কুরআনকেই দ্বীন হিসেবে বুঝেছেন, সাথে এটাও বলে দিয়েছেন, ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল জায়গায় আল কুরআনের বিধান কার্যকর করতে। কেননা দ্বীন হল পূর্নাঙ্গ জিবন ব্যবস্থার নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[১৯৮] আয়াতে উল্লেখিত দ্বীন হল জীবন বিধান। এ দ্বীন অর্থ যদি তাওহীদ হয় তাহলে ইসলামের যাবতীয় আমলকে অস্বীকার করা হয়। আমরা জানি দ্বীন তাওহীদ দিয়ে শুরু হয় খিলাফত দিয়ে শেষ হয়। এটাই পরিপূর্ণ দ্বীন। গোটা মুসলিম জাতির এটাই আক্বীদাহ। এমনকি সুফিদেরও। সুফিদের মা'রিফত (আল্লাহকে চেনা) এর স্তর শুরু হয় এলমিয়াত তথা তাওহীদের এলম দিয়ে, শেষ হয় খিলাফত দিয়ে। এর উপরেও আরেকটি স্তর আছে সেটি হল নবুয়্যত, এটা নবীদের জন্য খাছ। তাই এদিক দিয়ে আহলুল হাদিসদের চেয়ে সুফিদের আক্বীদা অনেক ভাল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ

নি:সন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।[১৯৯] আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও বলেন,

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

তারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচছায় হোক বা অনিচছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।[২০০] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত।[২০১] আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

বস্তুত: তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।[২০২] আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্তনা ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।[২০৩] আমরা পূর্বে থেকেই বলে আসছি দ্বীন হল, তাওহীদ থেকে খিলাফত প্রতিষ্ঠা এর সবটুকুই দ্বীন। এখানে দ্বীন অর্থ যদি তাওহীদ ধরি তাহলে আয়াতের দাবী অনুযায়ী তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু আহলুল হাদিস ভাইয়েরা কোথাও কি তাওহীদের জন্য যুদ্ধ করেছেন? বন্ধু মাদানী নিজেও বলেছেন, যুদ্ধ করতে হলে রাষ্ট্রের হুকুম লাগবে। তো মুসলিম নামধারী মুশরেক নেতারা কি নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম দিবে? না ইসলামকে রাষ্ট্রে বসাতে হবে। তাই সহজেই বলা যায় এ দ্বীন অর্থ শুধু তাওহীদ নয় বরং তাওহীদ থেকে খিলাফত। আর তখন খলিফার হুকুমেই যুদ্ধ করা যাবে।

ফিতনা তথা শিরক, বিদআদ, চুরি ডাকাতি, জিনা ব্যবিচার সব অনাচার এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে ফিতনার নিরসন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের বাংলাদেশে নারীরা নিত্য নতুন দর্শিতা হচ্ছে, ছিনতাই কারীরা লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষ আহত করে বা হত্যা করে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফলে অনেক মানুষ পঙ্গু হচ্ছে, টাকার মত মুল্যবান সম্পদ হারিয়ে মানুষ আজ ভিখারীয়ে পরিনত হচ্ছে। কাজেই এসব দুঃখ মাদানীরা বুঝবে কেমনে। তারাতো প্রাইবেট কার দিয়ে চলা ফিরা করে। কাজেই ছিনতাই, দর্শণ, চুরি ডাকাতীর জন্য দ্বায়ী হল, এইসব মাদানীরা। তাই দেশে এসব উৎখাত করতে ক্ষমতার বিকল্প নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ

তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।[২০৪] রাসুল (সাঃ) সাহাবী আদী (রাঃ)কে বলেছিলেন,

" وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى ". قُلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ قَالَ " كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ،

তুমি যদি দীঘজীবি হও তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে, কিসরার (পারস্য সম্রাট) ধনভান্ডার দখল করে নেয়া হয়েছে। আমি বললাম, কিসরা ইবনু হরমুযের? নবী (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, কিসরা ইবনু হুরমুযের। এরপর আদী (রাঃ) বলেন,

وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ،

আর পারস্য সম্রাট কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভান্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম।[২০৫] রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

---

197 বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অধ্যায়, পারস্য বিজয়, সেতুর যুদ্ধ, হাফেজ ইবনে কাসীর।

198 সুরাহ মায়িদাহ ৫/৩

199 সুরাহ ইমরান ৩/১৯

200 সুরাহ ইমরান ৩/৮৩

201 সুরাহ ইমরান ৩/৮৫

202 সুরাহ বাকারা ২/২১৭

203 সুরাহ বাকারা ২/১৯৩

204 সুরাহ তওবা ৯/৩৩

205 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, নবী ও সাহাবাদের মর্যাদা, হা/৩৫৯৫।

" إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا
আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীকে ভাজ করে আমার সামনে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর আমি এর পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিয়েছি। পৃথিবীর যে পরিমান অংশ গুটিয়ে আমার সম্মুখে রাখা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মতের রাজত্ব পৌঁছবে।[২০৬] আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
হে ঈমানদারগন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ হয়ে যাও।[২০৭] তো তাহীদ থেকে খিলাফত পর্যন্ত তথা ইসলামী আইন বাস্তবায়ন ছাড়া পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করবেন কিভাবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوْا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ
আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।[২০৮] এখানে আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পাশাপাশি তাগুতকে বর্জন করার দাওয়াত দিলেন কেন? বর্তমানে তাগুতি শক্তি কি রাষ্ট্র নয়? আপনারা তাওহীদের দাওয়াত দেন কিন্তু তাগুত বর্জনের দাওয়াত দেন না কেন?

১১৪

অভিযোগ ঃ- ১৭ শায়েখ মুজাফ্ফর বিন মুহসীনের মতে জামায়াতে ইসলামী শীআ, সুফী ও ইখয়ান আক্বীদাহ পোষণ করেন ঃ

জবাবঃ- শায়েখ মুজাফ্ফরের মতে (জামায়াতে ইসলামী) শিআ ও ইখয়ানুল মুসলীমিনের আক্বীদাহ নিয়ে এরা (জামায়াতে ইসলামি) কখনো রফউলদাইন করে আহলুল হাদিসের মাঝে হাজির হয়, আবার কখনো আমিন জোরে বলে হাজির হয়। যা আহলুল হাদিসদেরকে শিআ বানানোর সরযন্ত্রে লিপ্ত। এখানে মুজাফ্ফর সহীহ হাদিসের সাথে দুশমনি করেছেন। নতুন নতুন অনেক যুবক সহীহ হাদিসের উপর আমল করতে শুরু করেছে, আর এটা মুজাফ্ফরের অসুবিধা কোথায়? তাহলে এটাকি হাদিসের দুশমনি নয়?

হাদিস মানতে হলে আহলুল হাদিস হতে হবে তার দলীল কোথায়? মাযহাবীগণ মাযহাবকে ভায়া বা উসিলা ধরে ইবাদত করলে যদি শিরক হয় তাহলে আহলুল হাদিস দলকে ভায়া বা উসিলা ধরে ইবাদত করলে শিরক হবে না কেন? আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কোথায় বলেছেন প্রচলিত মাযহাব ত্যাগ করে তোমরা আহলুল হাদিস মাযহাব তৈরী কর? মহান আল্লাহ আমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, আমাদের মাযহাব ইসলাম তা বর্জন করে নতুন মাযহাব তৈরী করার অধিকার কে দিয়েছে? কাজেই প্রত্যেকটি মুসলিম ইসলামী মাযহাবে থেকে সহীহ হাদিস আমল করার অধিকার আল্লাহ দিয়েছেন, দিয়েছেন বিশ্ব নবী নিজে। তাই মুজাফ্ফরের ভাওতাবাজী থেকে মুমেনগণ সাবধান। এদের এসব অপবাদ আজ নতুন নয়, শায়েখ ড. আব্দুর রাজ্জাক বিন খলিফা শায়যী তার "আল খুতুতুল আরিযা লি আদইয়াইস সালাফিয়্যা গ্রন্থে ঠিকই বলেছেন, সালাফিয়্যা (আহলুল হাদিস) দাবীদারদের মূল নীতি হল, জামায়াতে ইসলামী মূলত: ভ্রান্ত দল, এটি মু'তাযেলা, আশআরী, খারেযী, ক্বাদেরীয়া, জহমীয়াদের সহযোগী হিসাবে প্রতিষ্ঠত হয়েছে, -- বর্তমানে এরা হল ইখওয়ান ও তাবলীগ--। মুজাফ্ফর বিন মুহসীনের ভাষায় শিয়া, শরীয়ত অমান্যকারী, বেসালাতী। পাঠক, জামায়াতে ইসলামী কি আসলেই শিয়া আক্বীদা পোষণ করেন? শিয়া আক্বীদাহ হল,

১. কুরআন ৯০ পারা। সুরাহ বেলায়াত নামে একটি সুরা আছে।
২. তাদের মতে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্র দখল করা, জালেমের কাজ।
৩. চার খলিফার মধ্যে তিন জন তথা আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ) কাফের।
৪. আয়শা (রাঃ) কে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে।
৫. তাদের ইমাম গণ কবর থেকে জ্ঞান দিতে পারে। তারা নবী (আঃ)দের মত নিষ্পাপ, তাদের আনুগত্য করা ফরজ।
৬. খলিফার হক্বদার ছিল আলী (রাঃ), আবুবকর (রাঃ) তা জোর করে ছিনিয়ে নেয়।[২০৯]
৭. আলি (রাঃ), মুকদাদ (রাঃ), আবুযর (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) কতিপয় সাহাবা ছাড়া প্রায় সব সাহাবাই কাফির।[২১০]

পাঠক, এবার বলুন এসব আক্বীদাহ কি জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা প্রচার করেন? আহলুল হাদিসের শায়েখরা শুধু জামায়াতে ইসলামীকে এসব বলেন নাই। খোদ ইমাম বুখারী (রহঃ)কেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর দল থেকে বাইরে ঠেলে দিয়েছেন,

আল্লাহর বানী,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ
আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধবংস হবে, বিধান তাঁরই।[২১১] ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাঁর রাজত্ব ব্যতীত এবং এও বলা হয়েছে যে, যে আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য তা ব্যতীত সবী ধ্বংস হবে। আহলে হাদিস প্রকাশনা তাওহীদ পাবলীকেশন্স থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারীর টিকাতে বন্তব্য করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী যে তাফসীর করেছেন সেটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদাহ অনুপাতে হয়নি।[২১২] ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা সর্ম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে নাসির উদ্দিন আলবানী (রহঃ) বলেন,

هٰذَا لَا يَقُوْلُه مُسْلِمٌ مُؤْ مِنٌ
এই কথা কোন মুসলিম কোন মুমিন বলতে পারে না।[২১৩] তাহলে নাসির উদ্দিন আলবানী (রহঃ) এর কথার কি অর্থ দাঁড়াল? ইমাম বুখারী (রহঃ) মুমিন, মুসলীম কোনটাই না। যদিও আলবানী (রহঃ)

---

206 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, বিভিন্ন ফিৎনা ও কিয়ামতের আলামত, হা/৭১৫০, ইঃ ফাঃ হা/৬৯৯৪,
207 সুরাহ বাকারা ২/২০৮
208 সূরা নাহল- ১৬/৩৬
209 ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনী, আল্লামা মুনযুর নোমানী, অনু, মহিউদ্দিন খান।
210 রিজাল শাস্ত্র জাল হাদিসের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১৪৯, ড. জামাল উদ্দিন।
211 সুরা কাসাস ৮৮।
212 সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, হা/৪৭৭২, টিকা, তাঃ পাঃ, সুরাহ কাসাস, ২৮/৮৮।
213 ফতোয়াশ শায়েখ আল বানী, পৃঃ ৫২২-৫২৩, মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামী থেকে প্রকাশিত।

উক্ত ব্যাখ্যা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর নয় বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ উক্ত ব্যাখ্যা সহীহ বুখারীতে সংরক্ষিত আছে।[২১৪] তাই আলবানী (রহঃ) এটি ভুল করেছেন বলে আমরা মনে করি। মুজাফ্ফর সাহেব বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী আহলুল হাদিসদের নিশ্চিন্ন করতে চেয়েছিল এখন তারাই নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে। আমরা জবাবে বলবো, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যুবাইর (রাঃ)কে হত্যা করার পর আসমা (রাঃ)কে বলেছিলেন, দেখুন, আল্লাহ সত্যকে জয়যুক্ত করেছেন, উত্তরে আসমা (রাঃ) বলেছিলেন, অনেক সময় বাতিল (মিথ্যা) হক্ক পন্থিদের উপর জয়যুক্ত হয়।[২১৫] তাই এতটুকু বলতেই হয়, আহলুল হাদিস লোকেরা বোমাবাজি করার কারণে তারা নিজেরা যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার চেয়ে হাজার গুন ক্ষতি হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর। এরপরেও তারা নির্লজ্জও মত নিজেদের দোষ জামায়াতের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

যোগাযোগঃ facebook.com/slaveofalmightyallah

১১৭

জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে মুজাফ্ফর বিন মুহসিনের মিথ্যাচারের জবাব ঃ-

শায়েখ মুজাফ্ফর বিন মুহসিন ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) হাওলা দিয়ে বলেন, 'নেতৃত্বের প্রসঙ্গকে দ্বীনের আহকাম সমূহের দাবীগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা এবং মুসলিমদের অন্যান্য তামাম বিষয়ের মধ্যে তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া সমগ্র মুসলিমদের ঐক্যমতে চরম মিথ্যাচার, বরং এটা কুফরি। মুজাফ্ফরের মতে রাষ্ট্রকে অগ্রাধিকার দেয়া শিয়া ও রাফেযীদের কাজ। তাই মুজাফ্ফর সাহেব বলেন, রাফেযী মতবাদকেই যদি ইবনু তায়মিয়াহ 'কুফরী মতবাদ' বলে থাকেন, তাহলে আজ তিনি বেঁচে থাকলে মওদূদী মতবাদ সম্পর্কে কী বলতেন! আমরা তার জবাবে বলবো ইমাম মওদূদী (রহঃ) ও জামায়াতে ইসলামী কখনো রাষ্ট্রকে অগ্রাধিকার দেয় নাই বরং তারা কালেমা, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, এর পাশাপাশি ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কাজ করেন। আর এটাই পরির্পূণ ইসলাম।

যা বিশ্ব নবী (সাঃ) নিজে ও তাঁর সাহাবা (রাঃ)গণ করে গেছেন। নবী (সাঃ) নিজে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করে দেখিয়ে গেছেন। সাহাবা (রাঃ)গণ অসংখ্য যুদ্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করে গেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন না থাকলে নবী (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)গণের যুদ্ধের প্রয়োজন হত না। আর বর্তমানে আহলুল হাদিগণ যুদ্ধ করবে তো দূরের কথা ভীরু কাপুরুষদের মত বাতিলের বিরুদ্ধে কিছু না বলে, ইলিয়াসি তাবলীগে জামায়াত থেকে হাওলাত করে 'আহলে হাদিস এজতেমা' করেন। রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ "

ভীরু বিত্তশালী লোকালয় হতে নির্জনে বসবাসকারী বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন।[২১৬] তাই রাসুল (সাঃ) এর উক্তির প্রেক্ষিতে এসব কাপুরুষ আহলে হাদিস থেকে দুরে থাকা অনেক ভালো। এরা তাওহীদের দাওয়াতের নামে শিরকীয়াতের দাওয়াত দেন। তারা বিজাতীয়দের দ্বারা তৈরীকৃত ধর্মনিরপেক্ষবাদের লোকদেরকে তেল দিয়ে চলেন। তাদের অসংখ্য মানুষ এই মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাই নিজেদের সংশোধন না করে অন্যকে সংশোধন বা রাস্তা দেখানো বাতুলতার বহিঃপ্রকাশ। শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেন, মাওলানা মওদূদী বলেছেন, সালাত সিয়াম হল ট্রেনিং কোর্স। তার সুর ধরে মুজাফ্ফর সাহেব বলেন, এগুলো যদি 'প্রশিক্ষন কোর্স' হয় তাহলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই ইবাদাত সমূহ আর পালন করার প্রয়োজন নেই।

অর্থাৎ মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ও জামায়াতে ইসলামীর সালাত সিয়ামের দরকার নেই। মুজাফ্ফর সাহেব এখানে মাওলানা মওদূদীর উপর কুফরীর তোহমত দিতেও দিধা করেন নাই। অথচ মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ও জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা সালাত সিয়াম ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের উপর যতটা গুরুত্ব দেয়, জামায়াতে ইসলামী ছাড়া এমন কোন দল ভারত উপমহাদেশে আছে বলে আমার জানা নেই। আমি এমন কথা এ জন্য বললাম যে, আমি ব্যক্তিগত ভাবে জামায়াতে ইসলামী না করলেও আমি জামায়াতে ইসলামীকে খুব কাছ থেকে চিনি, যেমন চিনি আহলুল হাদিস ও দেওবন্দীদেরকে। জামায়াতে ইসলামী প্রত্যেকটি কর্মী থেকে তারা হিসাব নেয়, কর্মীদের কত ওয়াক্ত সালাত জামায়াতে পড়লো, কত ওয়াক্ত সালাত কাজা করলো, নিয়মিত সালাত পড়লো কি না, কুরআন ও হাদিস অধ্যায়ন করলো কিনা ইত্যাদি। অতএব, মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ইসলামের অন্যান্য বিষয়কে গুরুত্ব কম দিয়েছেন, ইসলামী রাষ্ট্র কয়েম হওয়ার পর সালাত সিয়াম করতে হবে না ইত্যাদি কথা মুজাফ্ফর সাহেবের মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। মুজাফ্ফর সাহেব এক ধাপ বাড়িয়ে বলেন যে, ইবাদতগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে না হয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই হচ্ছে।

অথচ এরুপ দাবী মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কখনো করেন নাই। আমরা জানি ইবাদত করা মানেই হল আল্লাহর উদ্দেশ্যে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইসলামী ছাত্র শিবিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, **"আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ি মানুষের সার্বিক জীবনের পুর্নবিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন"**। তাহলে মুজাফ্ফর এ মিথ্যা অভিযোগটি মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ও জামায়াতে ইসলামীর উপর কিভাবে দিলেন? মুজাফ্ফর সাহেব কি আলিমুল গায়েব যার কারণে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ও জামায়াতে ইসলামীর মনের অবস্থাও বলে দিলেন? তা নাহলে তিনি কি করে বলে দিলেন যে, ইবাদত গুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে না হয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই হচ্ছে? মুজাফ্ফর সাহেব লিখেছেন, মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী দ্বীন সর্ম্পকে বলেন, 'দ্বীন[২১৭] আসলে

---

214 সহীহ বুখারী, আরবী, কিতাবুত তাফসীর, হা/৪৭৭২, সুরাহ কাসাস, ২৮/৮৮।

215 বিদায়া ওয়ান নিয়াহা, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৫৯৫, ইঃ ফাঃ।

216 সহীহ মুসলমি, অধ্যায়, দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি, হা/ ৭৩২২।

217 দ্বীন শব্দের অর্থঃ ধর্ম, বিশ্বাস, প্রতিধান, আনুগত্য, বিচার। শাসন, ক্ষমতা, রাজত্য, অবস্থা, অভ্যাস, আচরণধারা, পরিচালনা ও ব্যবস্থপনা, হিসাব কিতাব, (মিসবাহুল লুগাত, থানবী লাইব্রেরী ও আল মু'জামুল ওয়াফী, রিয়াদ প্রকাশনী)। এ বইয়ে সুধু ক্ষমতার দিগটাই তুলে ধরা হয়েছে।

হুকুমতের নাম। শরী'আত হল ঐ হুকুমতের সংবিধান। আর ইবাদাত হল ঐ আইন ও বিধানের আনুগত্য করার নাম'। উক্ত দাবীকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কুরআনের সূরা শূরার ১৩ নং আয়াতের

اَنْ اَ قِيْمُوا الدِّيْنَ

দ্বারা আলোচনার মাধ্যমে তিনি হুকুমত বা রাষ্ট্র কায়েম করা বুঝাতে চেয়েছেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন, 'নবী-রসূল (আঃ)গণ এ দু'টি কাজ করতেই আদিষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, যেখানে এই দীন কায়েম নেই সেখানে তা কায়েম করা। আর দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যেখানে তা কায়েম হবে কিংবা পূর্ব থেকেই কায়েম আছে সেখানে তা কায়েম রাখা।[২১৮] মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর সমালোচনা করে শায়েখ মুজাফ্ফর সাহেব লিখেছেন, মাওলানা মওদূদী রাষ্ট্র দখলকে বড় ইবাদত বলেছেন, তাই জামায়াতে ইসলামীর নিকট নাকি "রাজনীতিই ধর্ম, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা, রাষ্ট্র ক্ষমতাই হল বড় ইবাদত, এটা অর্জন ব্যাতীত শরীয়াত বা ইবাদাত বলতে কিছুই নেই"। সেটা নাকি জামায়াতে ইসলামীরা মনে প্রানে বিশ্বাস করে।[২১৯] কোন লেখক যে এতটা মিথ্যুক হতে পারে তা আমার জিবনের নিকৃষ্টতম অভিজ্ঞতা। আহলুল হাদিসদের আলেম মুজাফ্ফরের এটি বিকৃত ব্যাখ্যা।

মুজাফ্ফর সাহেবকে বলছি, জামায়াতে ইসলামী তো এখনো ক্ষমতায় যেতে পারেন নাই। তাহলে কি জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা বড় ইবাদতের আশায় সমস্ত ইবাদতকে বর্জন করে চলেছেন? তার প্রমান দিন। আপনার সাথে তো জামায়াত নেতা আল্লামা সাঈদীর সাক্ষাৎ হয়েছে। উনিকি বর্তমানে ঐ বড় ইবাদতের আশায় সালাত সিয়াম ত্যাগ করে চলেছেন? কেননা আপনি বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী মনে করে **"রাজনীতিই ধর্ম, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল, এটি বড় ইবাদত, এটা অর্জন ব্যতীত শরীয়াত বা ইবাদাত বলতে কিছুই নেই"**। শুধু তাই নয়, আপনি এটাও বলেছেন যে, **"এগুলো যদি 'প্রশিক্ষন কোর্স' হয় তাহলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই ইবাদাত সমূহ আর পালন করার প্রয়োজন নেই"**। তাহলে কি অর্থ দাঁড়ালো? জামায়াতে ইসলামী লোকদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে এবং পরে উভয় অবস্থাতেই ইবাদতের প্রয়োজন নেই। জামায়াতে ইসলামী এককভাবে এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় যেতে না পারলেও তাদের দুইজন মন্ত্রী হয়েছিল। মন্ত্রী থাকা কালীন তাঁরা কি কখনো সালাত সিয়াম ত্যাগ করেছেন? ত্যাগ করে থাকলে প্রমান দিন। তাহলে আপনি কি করে একথা বললেন যে, **"এগুলো যদি 'প্রশিক্ষন কোর্স' হয় তাহলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই ইবাদাত সমূহ আর পালন করার প্রয়োজন নেই"**।

পাঠক, এটি সকলেরই জানা আজ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর কোন কর্মী, রোকন, নেতার কাছ থেকে এমন উক্তি শুনি নাই এবং রাষ্ট্র দখলের নামে, বড় ইবাদতের নামে তাদেরকে সালাত ত্যাগ করতে দেখি নাই। তারা শরীয়তের কোন বিষয়কে অস্বীকার করবে তো দুরের কথা বরং তারা ইসলামের প্রত্যেকটি আমল অর্থাৎ তাওহীদ থেকে আরাম্ভ করে খিলাফত কায়েমের চেষ্টা করেন। তারা ইসলামী অর্থনীতিকে সুদ মুক্ত করার জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক, দারিদ্র অসহায়দের জন্য দারিদ্র ফান্ড তথা কল্যান ট্রাষ্ট, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, রোগিদের জন্য ইবনে সিনা হাসপাতাল, মুসলিম জাতির শিক্ষার জন্য ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়, কওমী ও আলীয়া মাদরাসা, কোচিং সেন্টার, বিজাতীয় অপসংস্কৃতি থেকে বাচাঁনোর জন্য ইসলামী সংস্কৃতি সায়মুম, বিজাতীয় দ্বারা প্রভান্নিত মিডিয়া থেকে বাঁচানোর জন্য দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল, তাওহীদ, রিসলাত, সালাত, সিয়াম, যাকাত, তাবলীগ, এক কথায় ইসলামের ছোট খাটো সব বিষয়ের উপর কাজ করে যাচ্ছে অর্ধশত বৎসর ধরে। আর তারাই নাকি ইসলামের সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু ক্ষমতা চায়, এর চেয়ে মিথ্যা অপবাদ আর কি হতে পারে? যদি ধরেই নেই যে, মাওলানা মওদূদী (রহঃ) রাষ্ট্র দখলকে বড় ইবাদত বলেছেন, তাতে কোন দোষ আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ এটা সকলেরই বোধগম্য যে, রাষ্ট্র প্রধান যদি ইসলামী হুকুমত শরীয়া না মানে এবং সালাত না পড়ে। রাষ্ট্রে ইসলামী আইন চালু না করে। তাহলে মুসলিমদের উপর ইসলামের যাবতীয় বিধান (সালাত, সিয়াম, ইসলামী বিচার ব্যাবস্থা) ঐচ্ছিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

ফলে অনইসলামিক কার্যকলাপ বিজাতীয় আইন, বিজাতীয় সংস্কৃতি মুসলিমদের উপর চেপে বসে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র প্রধান যদি খাটি মুসলিম হন, সালাত সিয়াম ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়কে গুরুত্ব দেয়। ফলে সে নিজ দেশে বা রাষ্ট্রে ইসলামী হুকুমত কায়েম করে। তখন দেশের প্রত্যেক মুসলিম সালাত সিয়াম করতে বাধ্য হয়, বাধ্য হয় চুরি, ডাকাতি, জিনা বেবিচার, হত্যা লুণ্ঠন ছেড়ে দিত। তখন ইসলামের ক্ষুদ্র থেকে বড় সব বিষয়ের উপর আমল করা সহজ হয়। দেশে শান্তি বিরাজ করে। মুসলিমরা একাগ্রচিত্তে সকল ইবাদত নির্দ্বিধায় করতে পারে আর মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এর নমুনা আমরা হাদিস থেকে পাই।

মা আয়শা (রাঃ) বলেছেন,

لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ ☐ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ، وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ

এখন আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। অতীতে মু'মিনদের কেউ তার দ্বীনের জন্য তার প্রতি ফিৎনার ভয়ে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি হিজরত করতেন আর আজ আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। এখন কোন মু'মিন তার রবের ইবাদত যেখানে যেখানে ইচ্ছে (নির্বিঘ্নে) করতে পারে।[২২০] তাহলে এহেন কাজকে ছোট ইবাদত বলা যায় কী করে? কোন মুসলমি সালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের ট্রেনিং না করে বা অভ্যাস না করে যদি রাষ্ট্র প্রধান হয় তাহলে তার দ্বারা ইসলামের কোন লাভ তো হবেই না বরং ক্ষতি হবে অনেক বেশী। তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।[২২১] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

---

218 ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন, পৃঃ ১৪৯-১৫০, মুজাফ্ফর বিন মুহসিন।

219 ভ্রান্তির ভেরাজালে ইক্বামাতে দ্বীন, পৃঃ ১৪৭, মুজাফ্ফর বিন মহসিন।

220 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আনসারগণের মর্যাদা, হা/৩৯০০।

221 সুরাহ হজ্জ ২২/৪১,

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।[২২২] আমরা জানি ভাল কাজের আদেশ মন্দ কাজের নিষেধ দিতে হলে রাষ্ট্র শক্তির দরকার। আর এজন্য চাই সুসংগঠিত একটি জামায়াত। যারা এ কাজ গুলোর আনজাম দিয়ে যাবে। কিন্তু দল বা রাষ্ট্র শক্তিই যদি না থাকে, তাহলে সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করবে কিভাবে? আহলুল হাদিস আলেমদেরকে বলছি, আপনারা পীর সাহেবদের মত খানকায় বসে ও তাবলীগীদের মত এসতেমা করে দেশের সরকার দ্বারা সুদ ভিত্তিক ব্যাংক, চুরি- ডাকাতি, যেনা- ব্যভিচার, হত্যা-লুণ্ঠন, বেশ্যালয়, যারা আল্লাহর আইনের উপর চ্যালেঞ্জ ছুরে দিয়ে তাগুতী আইন বাস্তবায়ন করে, আল্লাহ ও রাসুলকে গালি দেয়, তা উৎখাত করবেন কি করে?

বরং ইসলামী রাষ্ট্রকে অস্বীকার করে খানকাতে বসে বা এজতেমা করে নিজেকে বিপদ থেকে মুক্ত রেখে ওয়াজ ও জিকির করলে তো উপরোক্ত সমস্ত অন্যায় কাজ গুলোর সর্মথন করার শামীল এবং আল্লাহ দ্রোহী হয়ে তাগুতি শক্তির বন্ধু বা গোলামে পরিনত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আপনাদের কথা ও কার্যকলাপ তাই প্রমান করে। নচেৎ আপনারা শিরকের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন, তাবিজ পড়া শিরক, কবর পুঁজা শিরক, পীর পুঁজা শিরক, এসব সহজ শিরকের কথা বললেও হেন্দু, খ্রীষ্টানদের আইন দিয়ে যারা মুসলিম দেশ গুলো চালায় (আওয়ামীলীগ, বি, এন, পি, জাতীয় পার্টি, কমিউনিষ্ট) তাদের দল করা যে শিরক তা তো আপনারা বলেন না। তার কারণ আমরা ভালো করেই জানি। তাই নিজেরাও এসব কঠিন শিরকের কথা বলবেন না অন্যকেও বলতে দিবনে না এটা কি করে মানা যায়? কাজেই আপনাদের এসব কাজ আপনাদের অন্ধ অনুস্বারীরা মানলেও হক্ব পন্থি দল মানতে পারে না। তারা এসব কঠিন শিরককে উৎখাত করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনকে চালু করবেই ইনশাআল্লাহ। কেননা দ্বীন হল মুসলিমদের জীবন বিধান, তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মূশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দু:সাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।[২২৩] যে দ্বীন বা ধর্মমতে সকল নবীগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে র্ধমকে প্রতিষ্ঠিত রাখা, তাতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম। এর মৌলিক বিশ্বাস যেমন, তাওহীদ, রিসালাত, পরকাল, মৌলিক ইবাদত যেমন, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জাকাত এর বিধান মেনে চলা। এছাড়া চুরি, ডাকাতি, খুন, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, আত্নসাত, জুলুম, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ থেকে বিরত থাকা সবই দ্বীনের মধ্যে শামিল। তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, তোমার দ্বীনকে কায়েম রাখো, দলবদ্ধ হয়ে একত্রিত ভাবে বাস কর এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করে পৃথক হয়ে যেয়ো না' তাওহীদের এই ডাক মুশরিকদের নিকট অপছন্দনীয়।[২২৪] যদিও তাওহীদের দাবীদার আহলুল হাদিসগণ আজ অসংখ্য দলে বিভক্ত। যা উপরোক্ত আয়াতকে অমান্য করার শামীল।

১২৪

মুজাফ্ফর বিন মুহসীন ও তার উস্তাদ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের উক্তি রাসুল (সাঃ) গোনাহ ও ভুল করেছেন ঃ-

জবাবঃ- শায়েখ মুজাফ্ফর বিন মুহসীনের দাবী রাসুল (সাঃ) ভুল করেছেন, সাহাবীরা ভুল করেছেন, আমরাও ভুল করি। মুজাফ্ফর বিন মুহসীন ও তার উস্তাদ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সুনানে আবু দাউদের একটি যঈফ বর্ণনা এনে বলেন, হাশরের দিন রাসুল (সাঃ) নাকি খুব চিন্তিত থাকবেন। তাঁর গোনাহ ও নেকীর পাল্লা ভারি হওয়ার ব্যপারে, নাউযুবিল্লাহ। তাহলে কি রাসুল (সাঃ) আমাদের মত গোনাহ করেন ? ভুল করেন? সব দিক দিয়ে ভুল করেন? সাধারণ মানুষের ভুল বা অনবীদের ভুল কি এক হতে পারে? তাহলে নবী কারীম (সাঃ) এর ভুলের সাথে সাধারণ মানুষের ভুলের উদাহারণ কেন? এমন কথা বললে কি কারও ঈমান থাকবে? আমাদের আক্বীদাহ রাসুল (সাঃ) এর নাবুওআতীর দিক দিয়ে নির্ভুল, ভুলের উর্ধে। তাঁর কোন ভুল নেই। তিনি ভুল থেকে পবিত্র। ব্যক্তি জিবনে তিনি ছিলেন, বেগুনাহ মাসুম। মাদানী সাহেব শায়েখ মুজজফ্ফর সাহেবকে সংশোধন করছেন না কেন?

১২৪

শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ইহুদী ও খ্রীষ্টান স্থাপনায় (আফগানিস্থান, ফিলিস্তিনে) যারা আত্নঘাতী হামলা করছে, তারা আত্নহত্যাকারী জাহান্নামী ঃ-

জবাব ঃ- বন্ধু মাদানী আত্নহত্যার সংজ্ঞা ভুল করেছেন। আত্নহত্যার সংজ্ঞা হলঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তার নিজ আত্না বা নফসকে সন্তুষ্টি করার জন্য নিজেই নিজ আত্নাকে বিসর্জণ দেয়। যা দ্বারা আত্নহত্যাকারী তার ইচ্ছা পূর্ণ করে এবং আত্নহত্যার মাধ্যমে তৃপ্তি পায়, সেই আত্নহত্যাকারী। তাহলে প্রশ্ন জাগে আফগানিস্থান ও ফিলিস্তিনীরা ইসলাম ও নিজের আবাস ভূমিকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইহুদী ও খ্রীষ্টান স্থাপনায় আত্নঘাতী হামলা করে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দেয়, তারা কি করে আত্নহত্যাকারী হতে পারে? আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নফসের সন্তুষ্টি কি এক? তাহলে শায়েখ মাদানী ঢালাও ভাবে কি করে বলতে পারলেন যে তারা আত্নহত্যাকারী, জাহান্নামী? পাঠক, মুতার যুদ্ধে রাসুল (সাঃ) তিন জন সাহাবী যায়েদ বিন হারেছা, জাফর বিন আবু তালিব, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাঃ) কে সেনাপতি করে পাঠান।

---

222 সুরাহ ইমরান ৩/১০৪

223 সূরা শূরা ৪২/১৩,

224 তাফসীরে ইবনে কাসির, সূরা শূরা ৪২/১৩,

যেখানে তাঁরা নিরুপায় হয়ে আত্মঘাতী বা ফিদায়ী হামলা চালান। মুতার প্রান্তরে পৌঁছার পূর্বে মুসলমানরা ধারণাই করতে পারেননি যে, তারা কোন দুর্ধর্ষ সেনাদলের সম্মুখীন হবেন। এবং দূরবর্তী এলাকায় তারা সত্যিই শঙ্কাজনক অবস্থার সম্মুখীন হবেন। তাদের সামনে এ প্রশ্ন মূর্ত হয়ে দেখা দিল যে, তারা তিন হাজার সৈন্যসহ দুই লক্ষ দুর্ধর্ষ সৈন্যের সাথে মোকাবেলা করবেন? বিস্মিত চিন্তিত মুসলমানরা দুই রাত পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, রাসূল (সাঃ) কে চিঠি লিখে উদ্ভুত পরিস্থিতি সর্ম্পকে অবহিত করা হোক। এরপর তিনি হয়তো বাড়তি সৈন্য পাঠাবেন অথবা অন্য কোন নির্দেশ তখন পালন করা যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, "হে লোক সকল, আপনারা যা এড়াতে চাইছেন এটাতো সেই শাহাদাত, যার জন্যে আপনারা বেরিয়েছেন।[২২৫] উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে,

(১) রাসুল (সাঃ) এর মূতার যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনা-কমান্ডার নিযুক্ত করেন ফলে সেনা-কমান্ডারগণ অনুধাবণ করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ রসূল (সাঃ) এর কথা চিরসত্য। এই হাদিসটি এ কথাকে প্রমাণ করছে যে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হলেও আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। আর এটিই হচ্ছে ফিদায়ী হামলা বা আত্মঘাতী হামলা। তবে তা অবশ্যবই শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে হতে হবে।

(২) তিন হাজার সৈন্য দ্বারা দুই লক্ষ সৈন্যের মোকাবেলা করা যায় না, এ মতামতের প্রতি জোরালো সমর্থন। অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) এর ভাষণ, "হে লোক সকল, আপনারা যা এড়াতে চাইছেন এটাতো সেই শাহাদত, যার জন্যে আপনারা বেরিয়েছেন"। সবশেষে তাঁর মতামতের প্রেক্ষিতে হামলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া এ কথাকে প্রমাণ করে যে, মুতার যুদ্ধে সকল সাহাবী আত্মঘাতী বা ফিদায়ী হামলা চালিয়ে ছিলেন। আর বন্ধু মাদানী বলেছেন, যারা আত্মঘাতী হামলা করছে, তারা আত্মহত্যাকারী, জাহান্নামী। বন্ধু মাদানীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি,
আহলুল হাদিসদের প্রচারিত পত্রিকা মাসিক আত্তাহরীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সম্প্রতি বিমান ছিনতাই করে আমেরিকার 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস করা হয়েছে। এখানে ছিনতাইকারীগণ যদি মুসলমান হন এবং তাদের উদ্দেশ্য যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল হয় তবে কি তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন? দলীল ভিত্তিক জওয়াব চাই।

উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে অথবা স্বীয় জান-মাল, দ্বীন ও পরিবার-পরিজনকে অন্যায় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যবরণ করে তারাই শহীদ।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

'আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর মারে ও মরে।[২২৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيمًا

আর যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর প্রাণ হারায়, আমি অবশ্যই তাকে মহা প্রতিদান দেব।[২২৭]
রাসুল (সাঃ) বলেন,

"مَنْ قَتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ،

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় সে ব্যক্তি শহীদ।[২২৮] সুতরাং ছিনতাইকারীগণ যদি মুসলমান হন এবং মুসলিম বিদ্বেষী যালিম রাষ্ট্র আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকেন, তবে অবশ্যই তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন।[২২৯]

আরেকটি প্রশ্নঃ করা হয়েছিল, আমরা জানি আত্মহত্যাকারীর পরিনাম জাহান্নাম। বর্তমানে ফিলিস্তিনী মুজাহিদ ভাইয়েরা অভিশপ্ত ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজেকে মানব বোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছে। আখেরাতে তাদের পরিণাম কি হবে।

উত্তর দেয়া হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে মুজাহিদগণ যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যদিও নিশ্চিত হন যে, আমরা জিহাদের ময়দানে মৃত্যবরণ করব। তারা শহীদের মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ, তাদের লক্ষ্য হ'ল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। পক্ষান্তরে আত্মহত্যা কারীর ঐ ধরণের কোন প্রত্যাশা থাকে না। কাজেই দু'টির লক্ষ্য দু'ধরনের। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুতার যুদ্ধে রসূল (সাঃ) স্বীয় আজাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসাকে তিন হাজার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর বললেন, যায়েদ বিন হারেসা শহীদ হলে জাফর বিন আবু ত্বালেব সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। সেও যদি শহীদ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। পরপর তিন জনই শহীদ হ'লে খালিদ বিন ওয়ালিদ এর হাতে নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয় এবং তার হাতেই বিজয় সাধিত হয়।[২৩০] রাসুল (সাঃ) এর উক্ত ভাষণে সেনাপতিগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হলেও আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।[২৩১] দেখলেন তো? আহলে হাদিস পত্রিকা মাসিক আত্তাহরীকের ফতোয়া? যা বন্ধু মাদানীর একেবারে বিপরীত। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত পদ্ধতি আমাদের দেশের জন্য বৈধ নয়, এটি সধু ঐ

---

225 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪২২, ইসঃ ফাউঃ।
226 সুরাহ আত্ তওবাঃ ৯/১১১।
227 সুরাহ আন নিসা ৪/৭৪।
228 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, জিহাদ ও অভিযান, হা/১৯১৪, মিশকাত, হা/৩৮১১।
229 মাসিক আততাহরীক, ৫৪ পৃঃ অক্টোবর ২০০১, প্রশ্নঃ নং ২৫/২৫।
230 সহীহ্ বুখারী, হা/৩৭২৮ অধ্যায়, মাগাযী ।
231 আত- তাহরীক, পৃঃ ৫২,আগষ্ট ২০০২।

দেশের জন্যই বৈধ যে দেশে ইহুদী, নাসারা ও মুশরেকরা মুসলিমদের ভিটে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে ইসলামকে বিদায় করতে চায়। শায়েখ মাদানী ভাইকে বলছি, আপনি যে রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী দেশ সৌদী আরবের অধীনে চাকুরী করছেন, সেই দেশের বাদশা আব্দুল আজিজ সাহেব কি বিনা যুদ্ধে তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

বন্ধু শায়েখ মাদানী বলেছেন, সারা বিশ্বের অমুসলিম দেশগুলির সাথে কুটনৈতিক সর্ম্পক থাকার কারণে সন্ধি হয়েছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। বাহ! কি চমৎকার বিজাতী প্রেম, যখন তারা মুসলিম স্বাধীন দেশ আফগানিস্তান, ইরাকে হামলা চালায়, ফিলিস্তিনে মুসলিমদেরকে পাখির মত গুলি করে, কুটনৈতিক সর্ম্পক থাকার পরও বাংলাদেশের নিরীহ মুসলিমদেরকে ভারতের বি, এস, এফ রা নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে, অবলা নারী ফেলানীর লাশ ভারতের কাঁটা তারের সাথে ঝুলে থাকে, তখন কুটনৈতিক সম্পর্ক বা সন্ধি বলে কিছু থাকে কি? তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা করা যাবে না কেন? এটাই মাদানীর ইসলামী বুঝ, অন্যথায় বলা যায় এটি হিন্দু প্রেম। আহলে হাদিসদের প্রাণ পুরুষ ডঃ গালিব লিখেছেনঃ ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে।[২৩২] ড. গালিবের মতে দ্বীন হল তাওহীদ।[২৩৩] অনুরূপ বক্তব্য শায়েখ মতিউর রহমান মাদানীর, শায়েখ মুজাফ্ফর সাহেবেরও, তাহলে আহলে হাদিস আলেমদের মতে খোলাফায়ে রাশিদাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে শুধু তাওহীদের দাওয়াত না দিয়ে অন্যায় বা ভুল করেছিলেন? রাসুল (সাঃ) বলেছেন–

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا "

গোটা মানব সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল। (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করবে। (৩) যাকাত দেবে।[২৩৪] বর্ণিত হাদীসের মূল বিষয় হলঃ যুদ্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্র বা হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী রাষ্ট্রই হতে পারে তাওহীদের দাওয়াতের শ্রেষ্ঠ নিয়ামক শক্তি। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা সম্ভব নয়। কিন্তু ডঃ গালিবের মন্তব্যঃ ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে। অথচ উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তাওহীদী দাওয়াত হল যুদ্ধের (ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার) বিভিন্ন অংশের প্রধান উপকরণ মাত্র। নিম্নের হাদিস গুলো দ্বারা তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। রাসুল (সাঃ) বলেছেন–

رَ أسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَا مِهِ الْجِهَادُ

সব কিছুর মাথা হল ইসলাম, বুনিয়াদ হল স্বালাত আর সর্বোচ্চ বা শীর্ষ স্তর হল জিহাদ"[২৩৫] আমরা জানি ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটির মধ্যে একটি স্তম্ভ হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বা তাওহীদ। তাহলে তাওহীদই সব হলো কিভাবে? ইসলাম কি তাওহীদ নামক স্তম্ভের মধ্যে সিমাবদ্ধ? অপর একটি হাদিস, রাসুল (সাঃ) খায়বার যুদ্ধের চুড়ান্ত বিজয়ের জন্য আলী (রাঃ) এর হাতে ইসলামের পতাকা অর্পণ করেন। আলী (রাঃ) এর বক্তব্য,

যোগাযোগঃ facebook.com/slaveofalmightyallah

يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا

হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয় ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।[২৩৬] রাসুল (সাঃ) আলী (রাঃ) এর বক্তব্য সমর্থন করে বলেনঃ 'তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে। যুদ্ধের পূর্বমুহুর্তে ইসলামের দাওয়াত দিবে। উপরোক্ত হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, খায়বার যুদ্ধ চলাকালে আলী (রাঃ) এর উক্তি "যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয়, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব" এবং রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশ 'তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে" এ বিষয়টি প্রমাণ করছে যে, যুদ্ধ বা জিহাদই একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ। যুদ্ধের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বে কাফেরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া যুদ্ধের একটি অংশ মাত্র। কেননা কাফেরদেরকে পূর্বে দাওয়াত না দিয়েও হামলা করা যায়। যেমনঃ রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ) আবু রাফে'কে রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় হত্যা করে ছিলেন।[২৩৭] যদি দাওয়াতে তাওহীদের গুরুত্ব জিহাদ ও যুদ্ধের (ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার) চেয়ে বেশী হতো তবে আলী (রাঃ) এই হাদীসের উপর আমল করলেন কেন? (ডঃ গালিব, শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল ও অন্যান্য আহলে হাদিস আলেমদের মত) খায়বারের যুদ্ধ না করে ফিরে এসে দাওয়াতী কাজে লিপ্ত হলেন না কেন? রাসুল (সাঃ) দাওয়াতে তাওহীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও কেন খায়বারের যুদ্ধ না করে দাওয়াতে তাওহীদের কাজে মনোনিবেশ করলেন না?

রাসুল (সাঃ) ও সকল সাহাবা (রাঃ)গণ তাওহীদের দাওয়াত দিতে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। এটি ধ্রুব সত্য। আর আহলে হাদিস আলেমদের যুদ্ধ তো দুরের কথা প্রতিবাদ করতেও দেখা যায় না। বরং দাওয়াত সর্ম্পকীয় হাদিস গুলো বিকৃত অর্থ করতেও তাদের বিবেকে বাঁধে নাই। আহলে হাদিস আলেমদের কাছে জানতে চাই, রাসুল (সাঃ) বাতিলদের জন্য রাজপথ ছেড়ে দিয়েছিলেন কি? তাহলে আপনারা রাজপথ ছেড়ে ঘরে বসে আছেন কেন? জবাব দিবেন কি? ইবনে আওন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নাফে' (রাঃ) এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখলাম যে, যুদ্ধের পূর্বে (কাফিরকে) ইসলমের দাওয়াত দিতে হবে কি-না? তিনি বলেন,

---

232 ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ৪৩, ড. আসাদুল্লাহিল গালিব।

233 ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ৩২, ড. আসাদুল্লাহিল গালিব।

234 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমান, হা/৩৬, ইসঃ ফাউঃ হা/৩৬।

235 সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল ইমান, হা/২৬১৭, ইসঃ ফাউঃ ।

236 সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হা/৪২১০, ইসঃ ফাউঃ হা/৩৮৯২।

237 সহীহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/৩০২২, ইসঃ ফাউঃ হা/২৮১০।

فَكَتَبَ اِلَيَّ اِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ قَدْ اَغَارَ عَلَ بَنِيْ الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَاَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ

অতঃপর তিনি আমার নিকট লিখে পাঠালেন যে, ঐ পদ্ধতির ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। কিন্তু রাসুল (সাঃ) বনু মুসতালিকের উপর অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করেন, যখন তারা গাফিল অবস্থার ছিল এবং তাদের গবাদি পশুগুলোকে পানি পান করানো হচ্ছিল। ফলে নবী (সাঃ) তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন এবং যাদেরকে বন্দী করার তাদেরকে বন্দী করলেন।[২৩৮] বন্দীদের মধ্যে ঐ দিন উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া (রাঃ)ও ছিলেন। উক্ত হাদিসটি স্পষ্টত প্রমাণ করছে যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াতের প্রথা ছিলো। কিন্তু রাসূল (সাঃ) পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত দেয়াকে গুরুত্বহীন মনে করতেন। হযরত নাফে (রাঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী নবী (সাঃ) পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেয়াকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না এবং এই নীতিই অনুসরণ করে চলতেন।

১৩২

আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ দাবী করে বলেন যে, তার বইয়ে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোন অভিমত নেই ঃ

জবাব ঃ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ তার লেখা 'কে বড় লাভবান' বইয়ের শেষ কভারে দাবী করে লিখেছেন যে, "এই বইয়ে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোন অভিমত নেই" অথচ এ দাবী শুধু তিনিই করতে পারেন যিনি আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলা। যা কুরআনের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ

এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই।[২৩৯] কিন্তু এখানে আব্দুর রাজ্জাক সাহেব সরাসরি আল্লাহ ও কুরআনের সাথে চ্যালেঞ্জ ছুরে দিয়েছেন। যা নাস্তিকতার শামীল। এরুপ কথা নিশ্চই শিরকের দ্বার খুলে দেয়। কিন্তু আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ নিজেই হাদীসের বিকৃতি ব্যাখ্যা করে তিনি তার মস্তিষ্ক প্রসূত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম। হাদিসের এবারতে اِنْسٌ (মানুষ) শব্দটি নেই, আছে مُسْلِمٌ (মুসলিম) শব্দটি। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ হাদিসে উল্লেখিত 'মুসলিম' শব্দটি পরিবর্তন করে ব্যাখ্যায় 'মানুষ' শব্দটি লাগিয়েছেন। অথচ রাসুল (সাঃ) মানুষের মধ্যে শুধু মুসলিমদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন, কাফের মানুষকে নয়। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেব, বিজাতীয় সরকারের সাফাই গেয়েছেন। তিনি একটি হাদিস এনেছেন, আওফ ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ" قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ □ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ " لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ

তোমাদের নিকৃষ্ট ইমাম (শাসক বা সরকার) হচ্ছে, যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদের অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদের তারা অভিশাপ দেয়। বলা হল, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! আমরা কি তরবারির সাহায্যে তাদরে ক্ষমতাচ্যুত করব না? তিনি বললেন, 'না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে (সরকারী উদ্যোগে) সালাত কায়েম করে।[২৪০] উক্ত লেখক হাদিসে উল্লেখিত বিশেষ অংশ,

مَا أَقَامُوْا فِيْكُمْ الصَّلَاةَ

অর্থ করেছেনঃ 'না যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে সালাত আদায় করবে' এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন অত্যাচারী শাসক যতদিন সালাত আদায় করবে ততদিন তাকে অপসারণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। এখানেও স্পষ্টত আহলে হাদিস আন্দোলনের সুযোগ্য আলেম আব্দুর রায্যক বিন ইউসুফ হাদীসের অর্থ বিকৃতি বা গোপন করেছেন।

مَا أَقَامُوْا فِيْكُمْ الصَّلَاةَ

এর অর্থ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করে। উক্ত হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করে ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু শাসক যদি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা না করে, তবে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। এখানে আব্দুর রায্যক বিন ইউসুফ হাদীসে শব্দ مَا أَقَامُوْا অর্থ বিকৃতি করে অথবা গোপন করে, অর্থ করেছেন, সালাত আদায় করবে' যার সঠিক অর্থ সালাত কায়েম করবে, অথচ উম্মতের জন্য কুরআনের কোন শব্দ বা বাক্য বাড়ানো ও কমানোর কোনই অধিকার নেই। হাদীসের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। বরং তা প্রকাশ্য বিদআত। হাদীসে আছে,

مَنْ اَحْدَ ثَ فِيْ اَمْرْنَا هَذَامَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ-

যারা আমার হুকুমের মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন করল, তা সম্পূর্ণ রূপে বাতিল যোগ্য।[২৪১] আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে,

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

"অনন্তর পরিবর্তন করল এই জালিমরা তাদের প্রতি আদিষ্ট শব্দটি উহার বিপরীত অপর একটি শব্দ দ্বারা অতএব আমি নাযিল করলাম সেই যালিমদের প্রতি এক আসমানী বিপদ এই জন্যে যে, তারা বিধান অমান্য করেছিল।[২৪২] এখানে একটি শব্দ পরিবর্তন কারীকে আল্লাহ জালিম বলেছেন। উপরোক্ত বিকৃত অর্থ করে কতিপয় আহলুল হাদিস আলেমরা বিজাতীয় মুসলিম নামধারী সরকারের প্রিয় ভাজন হতে চায়, অথচ আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত সুদ ও সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা জুয়া-লটারি বিজাতীয় আইনের মুসলিম নামধারী সরকারের লোকেরা আইনের মাধ্যমে চালু রেখেছে। মদ্যপান, পতিতাবৃত্তির মত হারাম ও জঘন্য প্রথাকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিপি'র সাহায্যে ব্লু ফিল্ম, রাস্তাঘাটে পত্র-পত্রিকায় সর্বত্র নগ্ন ছবি ও ঐসব

---

238 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, জিহাদ ও অভিযান, হা/৪৪১১, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৩৭০।

239 সুরাহ বাকারা ২/২,

240 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, ইমারাহ, হা/৪৬৯৮, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৬৫১।

241 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, কিতাবুছছলিহ, হা/২৬৯৭।

242 সূরা আল বাকারা ২/৫৯।

সাহিত্যের ছড়াছড়ির মাধ্যেমে যৌন সুঁড়সুড়ি দিয়ে মানুষের প্রবৃত্তিকে উস্কে দিয়ে যেনা ব্যাভিচারকে ব্যাপক রূপ দিয়েছে।

নারী নির্যাতন আজ আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইবাদাতের নামে চালু হয়েছে অগণিত শিরক ও বিদ'আতী প্রথা। জাহেলী যুগের মূর্তিপূজার বদলে চালু হয়েছে কবর পূঁজার শিরকী প্রথা। সে যুগের মুশরিকরা প্রাণহীন মূর্তির উসিলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করত। এ যুগের মুসলিমরা কবরে শায়িত মৃত পীরের অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করে। "অতি সম্মান প্রদর্শনের নামে মূর্তির বদলে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হচ্ছে। শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা অনির্বাণ, মঙ্গলঘট, মঙ্গল প্রদীপ ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্নিউপাসক ও হিন্দুয়ানী শিরক সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা হয়েছে, কুরআন সুন্নাহ বিরোধি আইন চালু করা হয়েছে হালাল মনে করেই।

অথচ সর্বসম্মত মত হারামকে হালাল মনে করা কুফরি, এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ ''যখন কোন ব্যক্তি সর্ব সম্মত কোন হারাম বিষয়কে হালাল করল, অথবা সর্বসম্মত কোন হালাল বিষয়কে হারাম করে নিল অথবা সর্বসম্মত শরীয়াতের কোন বিধানকে পরিবর্তন করে দিল ফুকাহাগণের ঐক্যমতে সে কাফির হয়ে গেল।[২৪৩] এর পরেও আহলুল হাদিস আলেমরা সুস্পষ্ট দলীল খুঁজে পায় না। আবার যখন ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা, মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি বেশ্যাদের খদ্দের আহ্বানের সমতুল্য (শামসুর রাহমান), দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আযান অসহ্য (কবীর চৌধুরী), মোহাম্মদ তুখোড় বদমাশ চোখে মুখে রাজনীতি (দাউদ হায়দার), আমাদের উচিত রবীন্দ্রনাথের এবাদত করা (সুফিয়া কামাল), "ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে শিঙ্গা ফুঁকবে কে?" (তসলিমা নাসরিন) "মূর্খতা ও মুসলমানিত্ব সমার্থক, প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ইসলাম টিকে আছে শুধুমাত্র ইতর ও অজ্ঞানদের মধ্যে" (আহমদ শরীফ, যিনি ১৯৭৭ সালে যুগযন্ত্রণা শীর্ষক গ্রন্থে ঘোষণা দেন "আমি আস্তিক্যে বিশ্বাস করিনা এবং ১৯৯২ সালে বলেন আল্লাহর আসলে কোনই অস্তিত্ব নেই এবং ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ সমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট ধর্মপ্রবর্তকদের নিছক শয়তানী মাত্র), "খোদা নেই, কুরআন বাজে, রাবিশ" (বদরুদ্দিন উমর) ধর্ম হল মদ ও গাঁজার মত (লতিফ সিদ্দিকী) ইত্যাদি উক্তি করে, তখন আহলুল হাদিস আলেমরা তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট হাদিস বা দলীল খুঁজে পায় না। তাই আহলুল হাদিস আলেমদের নিকট তাদের উক্তি খুবই যথার্থ। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের নিকট ইহুদীবাদ বা হিন্দুত্ববাদ ও বিজাতীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা ভয়ংকর অপরাধ। কারণ তাদের সব গ্রন্থ, সব বক্তব্য, সব বিশ্বাস ও সব র্কমকান্ডই যথার্থ।

ধর্মনিরপেক্ষবাদী মার্কস, লেলিন, রুশো, ভল্টেয়ার, ম্যাকিয়াভেলী, চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনী, বুশ, ট্রাম্প, টনিব্লেয়ার, ইন্দিরাগান্ধী, মোদী, বাজপেয়ী, আদভাণী প্রমুখদের পথ অনুসরণে আহলুল হাদিসদের কোন বাধা নেই। শুধু মাত্র কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার দল (জামায়াতে ইসলামী) অনুসরণে যত আপত্তি বা বাধা। তাইতো কোন কোন আহলুল হাদিস আলেমদেরকে বলতে শুনা যায় মূর্তিপুঁজারি ধর্মনিরপেক্ষবাদীদেরকে সমর্থণ করা যাবে তবুও জামায়াতে ইসলামী সমর্থন করা যাবে না। এ জন্যই আহলুল হাদিসদের প্রায় সকলেই ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের প্রিয়ভাজন। আর ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রগতি, মিডিয়া মানেই হল, নগ্নতা, লিভ-টুগেদার, ফ্রি-সেক্স, অশ্লীলতা। যার বিরুদ্ধে আহলে হাদিসদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। তাদের এসব বন্ধের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লামা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী যখন মদের বিরুদ্ধে কথা বলেন তখন শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী আল্লামা সাঈদীর নিন্দা করেন মদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে।

আজ যদি ইবনে তইমিয়া (রহঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে হয়তো এই মাদানীরাই সর্বপ্রথম তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতেন। কেননা মদের লাইসেন্স দেয়ার কারণে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) দামেস্কের শাসক সাইফুদ্দিন কুবজুক এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দোকানের মদের বোতল ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন।[২৪৪] আজ মাদানীদের এ সব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। কেননা তাদের দৃষ্টিতে তাওহীদের দাওয়াতই সব। মানুষ যখন তাওহীদ বুঝবে ইসলাম এমনিতেই কায়েম হয়ে যাবে। মূলত আহলে হাদিসগণ এসব কথা পেয়েছে ইলিয়াসী তাবলীগ থেকে। এজন্যেই আহলে হাদিসদেরকে রাজপথে দেখা যায় না। যেমন দেখা যায় না ইলিয়াসী তাবলীগদেরকে। তাই বলি এরা তাওহীদের এই সংকীর্ণ দাওয়াত কোথায় পেলেন? যার সাথে বাতিলের কোন লড়াই হবে না। শুধু বন্ধুত্বই চলবে?

যোগাযোগঃ facebook.com/slaveofalmightyallah

১৩৭

আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেবের হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদানের জবাব ঃ

আহলে হাদীসের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ লিখেছেনঃ "একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোন অবস্থাতেই হত্যা করা জায়েয নয়।[২৪৫] অথচ রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ) আবু রাফে'কে রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় হত্যা করে ছিলেন।[২৪৬] যে ইসলামের দাওয়াত পেয়েও নিকৃষ্ট শত্রুতায় লিপ্ত ছিল, সেখানে নতুন করে দাওয়াতের প্রয়োজন ছিল না। অন্য বর্ণনায়- রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) কা'ব ইবনে আশরাফকে তার নিজ বাড়িতে হত্যা করে ছিলেন।[২৪৭] সেনাপতি আলার নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে হাযাফ মুরতাদদের খবর নিতে গিয়ে দেখেন তারা মদ পান করে মাতাল হয়ে আছে, আর তখনি তাদের উপর আক্রমন করে হত্যা করেন। বনু কায়স ইবনে ছালাবার জনৈক ব্যক্তি হাতম ইবনে যবীআ এই সময় নিদ্রিত ছিল মুসলিমগণ তাদের উপর অতর্কিত আক্রমন চালায়।[২৪৮] হুদায়বিয়ার সন্দির পর আবু

---

243 ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৬৮।

244 ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার সংগ্রমী জিবন, পৃঃ ২১, আব্দুল মান্নান তালিব।

245 কে বড় লাভবান, পৃঃ ১৮৮, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

246 সহীহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/৩০২২, ইসঃ ফাউঃ হা/২৮১০।

247 সহীহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/৩০৩২, ইসঃ ফাউঃ হা/২৮১৭।

248 হাফেজ ইবনে কাসিরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অধ্যায়, বাহরায়ন বাসীদের মুরতাদ হওয়া ও পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন প্রসংঙ্গ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯৪, ইসঃ ফাউঃ।

বাসীর (রাঃ) নামক কোরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল (সাঃ) কাছে এলেন। মক্কার কোরাইশরা তাঁর তালাশে দু'জন লোক পাঠালেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রাসুল (সাঃ) তাঁকে তাদের কাছে অর্পন করলেন। পথিমধ্যে আবু বাসীর (রাঃ) তাদের তরবারীর প্রশংসা করে তাদের হাত থেকে কৌশলে তরবারীটি লুফে নেন।

এরপর তাদের একজনকে হত্যা করে, অন্য জন পালিয়ে যেয়ে রাসুল (সাঃ) এর কাছে নালিশ করেন। ইতিমধ্যে আবু বাসীর (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর কাছে পৌছে যান। তা দেখে রাসুল (সাঃ) বললেন, সর্বনাশ! এতো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিতকারী, কেউ যদি তাকে বিরত রাখত। এরপর আবু বাসীর (রাঃ) কোন এক নদীর তীরে পৌছলেন। এরপর যারাই নতুন মুসলিম হতেন সেই আবু বাসীর (রাঃ) এর সাথে যোগ দিতেন। এভাবে তাঁদের একটি দল হয়ে গেল।

فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلاَّ اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ،

আল্লাহর কসম! তারা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোন বানিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাবে, তখনই তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন আর তাদেরকে হত্যা করতেন ও তাদের মাল সামান কেড়ে নিতেন।[২৪৯] উল্লেখিত দলীল গুলোর দ্বারা প্রমানিত যুদ্ধ ও যুদ্ধ ছাড়া উভয় অবস্থাতে কাফের ও মুরতাদদেরকে ক্ষেত্র বিশেষ হত্যা করা জায়েয। কিন্তুআব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেন "একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোন অবস্থাতেই হত্যা করা জায়েয নয়। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আরও লিখেছেনঃ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম।[২৫০] তার স্বপক্ষে তিনি হাদিস এনেছেন,

عَنْ اَبِيْ لَيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَبُ مُحَمَّدٍ □ اَنَّهُمْ كَانُوْ يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ □ فَنَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اِلَى حَبْلٍ مَّعَهُ فَاَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ □ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْيُرَوِّ عَ مُسْلِمٌ

ইবনে আবু লাইলা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীগণ বলেছেন, যে তারা রাসুল (সাঃ) এর সাথে সফর করতেন। এক রাতে তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে তাদের এক সঙ্গি একটি রশির দিকে অগ্রসর হল, যা ঐ ঘুমন্ত লোকটির নিকট ছিল এবং এই লোক সে রশি খানা হাতে নিয়ে নিল। হঠাৎ ঘুমন্ত লোকটি ঘুম হতে উঠে রশিসহ ঐ লোকটিকে নিজের কাছে দেখে ভীষণভাবে ভয় পেল। তখন রাসুল (সাঃ) বললেন, কোন মুসলিম এর জন্য এটা জায়েয নয়। যে সে অন্য কোন মুসলিমকে ভীতি প্রদর্শন করবে।[২৫১] পাঠক, উপরোক্ত হাদিসে রাসুল (সাঃ) মুসলিমদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّمَا لْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَة

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই।[২৫২] কিন্তুআব্দুর রাজ্জাক সাহেব হাদিসের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করে বলেন যে, মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম। এটা সকলের বোধগম্য যে, মানুষ বলতে শুধু মুসলিম নয়, পৃথিবীর সকল কাফেরও মানুষ। তাহলে কি কোন কাফেরকে ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না? অথচ রাসূল (সাঃ) এর সময়ে কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হত। যেমন- আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আর শিরচ্ছেদ হওয়ার মতো অবস্থা হওয়ার আগেই ইসলাম কবুল করো। একথা সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। হযরত আব্বাস (রাঃ) এর এ কথা বলার পর আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করেন এবং সত্যের সাক্ষী হলেন।[২৫৩]

জামায়াতে ইসলামী কি প্রচলিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী?

অনেক আলেম জামায়াতে ইসলামীর প্রচলিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইলেকশন করাকে অপরাধ মনে করে। কেননা তাদের দৃষ্টিতে তা হারাম। কিন্তুপ্রশ্ন জাগে ঐ সমস্ত আলেম যখন কোন অপরাধজনিত কারণে মামলায় জড়িয়ে যায় অথবা মামলা করে বিজাতীয় আইনের কাছে বিচার প্রার্থী হয় এবং প্রচলিত আইনের মাধ্যমে মামলা হতে মুক্তি ও সাজা মেনে নেয়, তখন কি এটা হারাম হয় না? ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন- আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালা চাওয়া মুলত কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করারই নামান্তর এবং আহলে কিতাবদের অর্থাৎ ইহুদী খৃস্টানদের কিছু কুফরী মতাদর্শের প্রতি ঈমান আনা আর আল্লাহকে অস্বীকার করার অর্ন্তভুক্ত। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[২৫৪] আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।[২৫৫] সত্য ধর্ম বা দ্বীন ইসলামকে অন্য ধর্মের উপর জয়যুক্ত করতে হলে রাষ্ট্র শক্তির দরকার। রাষ্ট্র শক্তি অর্জন করতে হলে রাজনীতি করতে হবে। রাসুল (সাঃ) রাষ্ট্র চালিয়েছেন, রাজনীতি করেই। তাই রাজনৈতিক জীবনে মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করাও অপরিহার্য, আল্লাহ পাক বলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাকে একচ্ছত্র বিচারপতি রুপে না মানবে এবং তুমি যা ফয়সালা করবে সে সম্পর্কে তারা মনে প্রাণে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রভুর শপথ করে বলছি, কোন মানুষের ঈমানদার হবার দাবী গ্রাহ্য হবে না।[২৫৬] সে জন্যই কোন আনছারী খালের পানি সংক্রান্ত

---

249 সহীহ বুখারি, অধ্যায়, শর্তাবলী, হা/২৭৩২।

250 কে বড় লাভবান, পৃঃ ১৮৩, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

251 আবু দাউদ, অধ্যায়, কিতাবুল আদব, হা/৫০০৬।

252 সুরাহ আল হুজরাত ৪৯/১০।

253 সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৭৪, মুল, ইবনে হিশাম, অনুঃ আকরাম ফারুক। আর রাহীকুল মাখতুম, পৃঃ, ৪৬০, মূল, শায়খুল হাদিস শফিউর রহমান মুবারক পুরী, অনুঃ আব্দুল খালেক রহমানী।

254 সূরাহ মায়েদা ৫/৫১

255 সূরাহ আল ফাতহ ৪৮/২৮

256 সুরাহ আন নিসা ৪/৬৫

বিষয়ে যুবাইর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে রাসূল (সাঃ) নিকট নালিশ করে অথবা মুনাফিক বাশার এবং জনৈক ইহুদীর বিরুদ্ধে রাসূল (সাঃ) নিকট নালিশ করে। রাসূল (সাঃ) ইহুদীর পক্ষে ফায়সালা দেন, তাতে ঐ ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হতে পেরে আবূ বকর (রাঃ) ও 'উমার (রাঃ) এর কাছে বিচার চান। 'উমার (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর ফায়সালা না মানার কারণে লোকটিকে হত্যা করে।[২৫৭] এমনকি 'উমার এর পক্ষে আয়াত নাযিল হয়। ইমাম তাইমীয়া (রহঃ) বলেন ঐ ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর ফায়সালা না মানার কারণে সে কাফের হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاًمُّبِينًا

কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসুলের সিদ্ধান্তের পর কোন মুমিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীর কোন প্রকারের স্বাধীনতা নেই যে, তাকে প্রত্যাখ্যান করে।[২৫৮] অন্যত্র আল্লাহ পাকের ঘোষণা-

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

হে নবী আপনী বলুন রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ্! তুমি যাকে চাও তাকেই রাজত্ব দান কর। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা কর রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সম্মান দান কর আর যাকে চাও অপমানিত কর।[২৫৯] এখানে আল্লাহ্ তা'আলা দাবি করেছেন যে, সকল রাষ্ট্র ক্ষমতার লাগাম তাঁরই হাতে রয়েছে। তিনি সকল রাষ্ট্র ক্ষমতার আসল মালিক। অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, مَلِكِ النَّاسِ, إِلَهِ النَّاسِ

বল, আমি পানা চাই মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ ও মানুষের প্রকৃত মা'বুদের নিকট।[২৬০] এখানে আল্লাহ্ হলেন মানুষের স্রষ্টাও মানুষেরই বাদশাহ। সে জন্যই আল্লাহ পাক বলেন,

أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ

সৃষ্টি যাঁর হুকুমও তাঁর।[২৬১] তাই শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مِن سُلْطَانٍ إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ

আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই।[২৬২] উপরোক্ত আয়াতের দাবী অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে বিধান বা আইন দাতা হলেন আল্লাহ। আর তাই তারা দ্বীনি হুকুমত কায়েমের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তুআহলুল হাদিসগণ আল্লাহর হুকুমত কায়েমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াই প্রমান করে তারা উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বাসী নয়। সে জন্যেই তাগুতী শক্তি আল্লাহর কুরআন সুন্নাহ বিরোধি আইন রচনা করলেও তাদের বিরোদ্ধে আহলুল হাদিসদের কোন ভূমিকা নেই। ইসলামী হুকুমতের সকল আয়াতকে তারা গুরুত্ব না দিয়ে ইলিয়াসী তাবলীগীদের মত কুরআনের সহজ আয়াত গুলির উপর তারা আমল করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।[২৬৩]

যোগাযোগঃ facebook.com/slaveofalmightyallah

আল্লাহ পাক বলেন,

الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন।[২৬৪] যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের জন্য আইন ও বাতলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

চোর এবং চোরনীর হাত কেটে দাও।[২৬৫] আল্লাহ পাক বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর।[২৬৬] ইত্যাদি বিষয় গুলো বলবৎ করতে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের দরকার এগুলো এমনে এমনে করা সম্ভব নয়। তাই রাসূল (সাঃ) মদীনার জীবনে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে এই দন্ডবিধি জারি করেন। রাসূল (সাঃ) নিজেও এই দন্ডবিধি কার্যকর করেন। রাজনৈতীক থেকে বিরত থেকে তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ইসলাম কোন গতানুগতিক ধর্মের নাম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। ব্যক্তি পরিবার থেকে আরম্ভ করে একেবারে রাষ্ট্র পর্যন্ত ইসলাম বিস্তৃত। আল্লাহ্ পাক বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ

নিশ্চিয় ইসলাম হল তোমাদের মনোনীত দ্বীন।[২৬৭] এখানে দ্বীন বলতে পূর্ণঙ্গ জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন,

وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

---

257 তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে মাযহারী, সুরাহ নিসা ৪/৬৫।
258 সুরাহ আহযাব ৩৩/৩৬।
259 সুরাহ আল ইমরান ৩/২৬।
260 সুরাহ আন নাস ১১৪/১-৩।
261 সুরাহ আল আরাফ ৭/৫৪
262 সুরাহ ইউসুফ ১২/৪০
263 সুরাহ বাকারা ২/৮৫
264 সুরাহ মায়িদা ৫/৪৮।
265 সুরাহ মায়িদা ৫/৩৮।
266 সুরাহ আন নুর ২৪/২।
267 সুরাহ আল ইমরান ৩/১৯।

এবং এ দুজনের জন্য (ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারিণী) আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের যেন কোন দয়া অনুকম্পা না হয়।[২৬৮] এতে জানা গেল যে, কুরআনের কাছে বেত্রাঘাত করার এ আদেশ আল্লাহ্‌র দ্বীনের একটি অংশ। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

এ ব্যাপারে এমন কোন অবকাশ ছিল না যে তিনি ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইকে মিশর রাজ্যের দ্বীনের অধীনে ধরে রাখবেন।[২৬৯] উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে দ্বীন হলো রাষ্ট্রীয় ও ফৌজদারি আইন। আর এ আইন মুতাবেক যারা ফয়সালা বা বিচার করে না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক বলেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

যারা আমার নাযিল কৃত কুরআন এর আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফের।[২৭০] উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমানিত হল যে সত্যিকার আইন বিধান রচনাকারী এক মাত্র আল্লাহ্। তাঁর দেয়া আইনই হবে মানব জীবনের আইন। সুতরাং উক্ত আইন মোতাবেক দেশ পরিচালিত করতে রাজনীতির বিকল্প নেই। কাজেই যারা বলেন, ইসলামে রাজনীতি নেই, তারা শরীয়তের ভিতরে এক নতুন কথার আবিষ্কারক, সুতরাং এটা বলা বিদ'আত। কিন্তু আহলুল হাদিসগণ রাজনীতি করেন না। ফলে তারা কোন না কোন বিজাতীয় রাজনীতি বিদদের দাসে পরিনত হচ্ছে। আর তাদের তৈরীকৃত আইন নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছে। ইবনে তাইমিয়া বলেন: আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালা চাওয়া মুলত কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করারই নামান্তর। অথবা আহলে কিতাবের কিছু কুফরি মতাদর্শের প্রতি ঈমান আনা আর আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে তাদের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া আল্লাহকে অস্বীকার করার অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।[২৭১] ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন -

সে তো নয় মমিন কভূ
চায় যে বিচার অন্যের কাছে
মহান নাবীকে বাদ দিয়ে ভাবে
আছে সুবচার তাগুতের[২৭২]কাছে।

ইবনে কাইয়ূম (রহঃ) এর মতে "প্রত্যেক কওমের সেই হচ্ছে তাগুত আল্লাহ তার রাসূল (সাঃ) কে বাদ দিয়ে লোকেরা যার কাছে বিচার ফায়সালা চায়"। এবার ভেবে দেখেছেন কি? বৃটিশদের আইনের কাছে বিচার প্রার্থী হওয়া অথবা মেনে নেয়া কত বড় অপরাধ? হয়ত কেউ বলতে পারেন সরকার এ আইন আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য আমরা দায়ী নয়। যদি তাই হয় তাহলে গণতন্ত্রটা কি তাই নয়? যা বিজাতীয়রা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তাহলে হিকমত হিসেবে তা করা যাবে না কেন? আর এটা করার জন্য জামায়াতে ইসলামী একা দায়ী হবে কেন? তাছাড়া কুরআন ও হাদিস বর্হিভূত আইন যারা তৈরি করে তারা তাগুত এবং মানব রচিত আইন দিয়ে যারা বিচার ফায়সালা করে আল্লাহর ভাষায় তারা কাফের। আর যে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায় বসায় তারা কি আল্লাহর ভাষায় কাফের নন?

এক দিকে বলবেন গণতন্ত্র হারাম। অন্য দিকে ভোটের সময় হলে কুরআন বিরোধি আইনের ধজ্জাধারী রাজনৈতিক নেতাদেরকে ভোট দিয়ে দিবেন। এতে কি মুসলমানিত্ব থাকে? কিছু দেওবন্দী ও আহলুল হাদিস লোকেরা রাজনৈতিক দল করেন না। যার কারণে তাদের কোনো রাজনৈতিক দল নেই। বলতে পারেন তাদের ভোটগুলো কোথায় যায়? দেওবন্দী ও আহলুল হাদিসগণ নিশ্চয়ই ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকেন না। প্রিয় বন্ধু শায়েখ মাদানী অভিযোগ করেছেন- মাওলানা মওদূদী (রহঃ) গণতন্ত্র হারাম বলেছেন, কিন্তু জামায়াতে ইসলামী তা মানে না। আমাদের প্রশ্নও তাই, আপনি ও বিজ্ঞ লেখক মুর্শিদাবাদী গণতন্ত্রকে হারাম বলেছেন। আপনাদের কথা আহলুল হাদিসগণ মানেন কি? কথা ও কাজের সাথে যাদের মিল নেই তারা কি? আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ

মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?[২৭৩] তাছাড়া পৃথিবীতে এমনও দেশ আছে, যেখানে একাধিকবার ভোটে অংশ গ্রহণ না করলে তার নাগরিকত্ব টিকানো যায়না। সে ক্ষেত্রে আপনারা কি ফতোয়া দিবেন? তারা কি নাগরিকত্ব হারিয়ে হিজরত করবে? মজার ব্যাপার হল মাদানী সাহেব গণতন্ত্র হারাম বলার সাথে সাথে নামাজি ব্যক্তিকে ভোট দেয়াকে জায়েজ বলেছেন। যদিও সে আওয়ামী পন্থী হয়। কেননা তিনি আওয়ামী নেতা রুহুল আমিন মাদানীর উদাহারণ টেনেছেন। এটা কি তার স্ববিরোধিতা বক্তব্য নয়? এ হল মাদানীর অবস্থা। মূলত জামায়াতে ইসলামী কুরআনের আইন বাস্তবায়ন করার জন্য হিকমতের নামে গণতন্ত্র চর্চা করে যাচ্ছে। তারা আব্রাহাম লিংকনের গনতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। সব ক্ষমতার উৎস জনগণ নয় বরং সব ক্ষমতার উৎসের মালিক হলেন আল্লাহ এ আক্বীদায় বিশ্বাসী। আল্লামা সাঈদী সংসদে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, মাননীয় স্পিকার সব ক্ষমতার উৎস জনগণ একথা বলা সুস্পষ্ট শিরক। অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন- গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণকেই বুঝিয়ে থাকেন। এ কথা অবশ্যই সত্য যে জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে গণতন্ত্র বিশ্বে চালু আছে তা নিঃসন্দেহে কুফরী। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ।[২৭৪] সে জন্যই জামায়াতে ইসলামী নেতা নির্বাচনের সময় প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন করেন না।

---

268 সুরাহ আন নুর ২৪/৬

269 সুরাহ ইউসুফ ১২/৭৬।

270 সূরাহ আল মায়িদা ৫/৪৪

271 সূরাহ আন নাহল ১৬/৩৬।

272 মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর মতেঃ যে আলাহ্‌র হুকুম স্বীকার করে বটে কিন্তু পালন করে না সে ফাসিক, আর যে হুমুমকে স্বীকারই করে না, সে কাফির। যে নাফরমানীর এ দুটো সীমা লংগন করে সেই তাগুত।

273 সুরাহ ছোফ ৬১/২।

274 ইসলাম ও গণতন্ত্র, ১০ পৃঃ, অধ্যাপক গোলাম আযম।

নেতা নির্বাচন করেন ইসলামী পদ্ধতিতে। ডঃ আসাদুল্লাহিল গালিব, মুফতী জসীমুদ্দীন, ডাঃ আমিনুর রহমান ও শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনকে ইসলাম বিরোধি মনে করেন, তাদের নিকট গণতন্ত্রের বিকল্প কী পন্থা রয়েছে? যে দেশে মুসলিম জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সে দেশে অনৈসলামিক নেতৃত্বের বদলে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েম করার পন্থা কী? তারা উত্তরে যা বলবে তা হলো "বিপ্লব"। আমরা বলব সে বিপ্লবের রূপরেখা কী তা বলবেন কী? ডঃ গালিব এর লেখা "ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি" মুফতী জসীমুদ্দীন এর লেখা "দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ" ও ডাঃ আমিনুর রহমান এর লেখা "বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ" গ্রন্থাবলীতে, মুসলিম জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অনৈসলামিক নেতৃত্বের বদলে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েম করার পন্থা কী হবে? তার কোন রূপরেখা বর্ণনা করা হয় নাই।

১৪৭

ডাঃ জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে ভারত ছফর ও মুজাফ্ফর এবং আব্দুর রাজ্জাকের সুপারিশের দোহাই ঃ

কলকাতার এক দ্বীনি ভাই মুজ্জাম্মেল সাহেব আমার লেখা 'ডাঃ জাকির নায়েকের বিরোধিতা কেন'? এই বইটি পড়ে আমাকে ভারতে ডাঃ জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাত করার অনুরোধ করেন। এরপর পিস টিভির আলোচক কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ লোকমান সাহেবের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ১৪ এপ্রিল ২০১৫ ইং তারিখে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। যাওয়ার সময় ডঃ লোকমান সাহেব পিস টিভির সদস্য হওয়ার জন্য কোন এক দ্বীনি বোনের নিকট থেকে বিশ হাজার টাকা আমাকে দেন। তা আমি ডলার করে বেনাপোল বর্ডারে ভারতের রুপি করতে গেলে ৫০ ডলার প্রতারকরা প্রতারণা করে নিয়ে নেয়। পরে দেশে এসে সেই টাকার জরিমানা দিতে হয়। সে যাই হোক বাকী টাকা নিয়ে আমি প্রথমে কলকাতা জামায়া'তে ইসলামী হিন্দের অফিসে রাত্রি যাপন করি। পশ্চিম বঙ্গের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুর রফিক সাহেব আমাকে মুম্বাই যাওয়ার টিকেট করে দেন। সাথে আপ্যায়নও করেন।

আমি ডাঃ জাকির নায়েকের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে গত ২৩ শে এপ্রিল ২০১৫ ইং তারিখে ভারতের মুম্বাই শহরে পৌঁছি। কলকাতা থেকে ১৯ শত কিঃ মিঃ বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩ হাজার কিঃ মিঃ ভ্রমন করে অনেক কষ্টে জাকির নায়েকের নির্ধারিত ঠিকানায় পৌঁছি। কিন্তু আমি পৌঁছার আগের দিন তিনি দুবাই চলে যাওয়ায় তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আমার উপস্থিতিতে আরবের আলেমরা আনন্দিত হলেও পিস টিভির দায়িত্বে থাকা কলকাতার আলেম রেদওয়ান সাহেব আপ্যায়ন তো দূরের কথা তিনি আমাকে ইস্তিঞ্জাও করতে দেয়নি। তার ভাষায়, দূরের কোন লোককে ইস্তিঞ্জা করার অনুমতি নেই। ডঃ গালিবের দল[২৭৫] থেকে বেরিয়ে আসা আব্দুর রাজ্জাক ও মুজাফ্ফরের মাধ্যমে আমি গিয়েছি কি না তা তিনি জিজ্ঞাসা করেন ইত্যাদি। এরপর বাংলাদেশ থেকে নেয়া উক্ত টাকাগুলো রেদওয়ান সাহেবের কাছে দিয়ে আমি সোজা বাংলাদেশে চলে আসি। এ হলো এদের অতিথি আপ্যায়নের নমুনা। অথচ রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ،

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানদের সম্মান করে।[২৭৬]

১৪৯

শুধু

দীর্ঘ দিন ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি। আলেমদের একটা শ্রেনী একে অন্যকে অথবা এক দল অন্য দলকে ভ্রান্ত বানানোর অপচেষ্টায় রত আছে। এজন্য তারা নিজেদের দল বা মতকে সঠিক অন্য দল বা মতকে ভ্রান্ত প্রমান করার জন্য বাক্য অথবা শব্দকে বিকৃতি করছে। যেমন, দেওবন্দীরা আহলুল হাদিস আলেমদেরকে ভ্রান্ত বানানোর উদ্দেশ্যে বলে থাকেন যে, আহলুল হাদিসদের আক্বীদাহ হল, আল্লাহ শুধু আরশে থাকেন। অথচ আহলুল হাদিসগণ কখনো এরুপ কথা বলেন না। তারা বলেন, আল্লাহর সত্ত্বা আরশে সমুন্নত আর আল্লাহর গুন সর্বত্র। এই শুধু শব্দটি দেওবন্দীদের বানানো। ঠিক আহলুল হাদিস আলেমগণ দেওবন্দীদের অনুকরনে জামায়াতে ইসলামীকে ভ্রান্ত বানানোর উদ্দেশ্যে একটি মিথ্যা শব্দ বলে থাকেন, আর তা হল, শুধু শব্দ। যা বন্ধু মতিউর রহমান মাদানীও এটার সাথে জরিত।

জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা নাকি এ আক্বীদাহ রাখে যে, ইক্বামতে দ্বীন মানে শুধু গদী বা রাষ্ট্র দখল। অথচ এমন কথা মাওলানা মওদূদী (রহঃ) সহ জামায়াতের কোন ব্যক্তি বলেন নাই। এটি একটি জামায়াতে ইসলামীর উপর জালিয়াতি ও মিথ্যা অপবাদ। অন্যের উপর মিথ্যা অপবাদ ও জালিয়াতি থেকে জামায়াতে ইসলামীকে আল্লাহ মুক্ত রেখেছেন। মুক্ত রেখেছেন দলে দলে বিভক্ত হওয়া থেকে। যারা এসব করে তারাই দলে দলে বিভক্ত। অতএব তারা কি করে হক্ব হতে পারে? ইক্বামতে দ্বীন মানে শুধু গদী দখল এমন আক্বীদা যদি জামায়াতে ইসলামী পোষণ করত তাহলে মুজাফ্ফর ও মাদানীর উক্তি মত তারা সালাত সিয়াম ত্যাগ করে শুধু গদী দখলের ধান্ধায় থাকতো। কিন্তু তারা কি তা করে? নিশ্চয় না।

১৫০

যে ভুলের সংশোধন চাই ঃ

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। মানুষ মাত্রই তার গবেষণায় ভুল করতে পারে। পৃথিবীর কোন মানুষই এই ভুল থেকে মুক্ত নয়, নবী-রাসুল আঃগণ ব্যতিত। গবেষণায় আল্লামা সাঈদীর যেমন ভুল হয়েছে তেমনি শায়েখ মাদানীসহ আহলুল হাদিস আলেমদেরও ভুল হয়েছে। আমরা মনে করি এ ভুলগুলো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে করেন নাই বরং অনিচ্ছাকৃত ভাবেই করেছেন।

---

[275] রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

" مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ " .

কেউ যদি তার আমীরের মধ্যে অপছন্দণীয় কিছু লক্ষ্য করে, তবে সে যেন ধৈর্য্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যাক্তি জামআত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যায় এবং এ অবস্থায় মারা যায়, এটা জাহেলী মৃত্যু বলে গণ্য হবে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ইমারাহ, হা/৪৬৮৪)।

২৭৬ সহীহুল বুখারী, হাদিস, ৬১৩৬ অধ্যায়, আচার ব্যবহার।

তাই আমরা উপরের বর্ণনাকৃত আহলুল হাদিস আলেমদের ভুলগুলোর সংশোধন চাই। সংশোধন চাই আল্লামা সাঈদীর ভুল গুলোরও। আমরা উভয় পক্ষের কিছু ভুলের নমুনা তুলে ধরছি।

১৫০

শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী ও আহলে হাদিস আলেমগণের যে ভুল নজরে পড়ে ঃ

১. শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন, ইহুদী ও খ্রীষ্টান স্থাপনায় (আফগানিস্থান, ফিলিস্থিনে) যারা আত্মঘাতি হামলা করছে, তারা আত্মহত্যাকারী, জাহান্নামী। যার উত্তর পূর্বে দেয়া হয়েছে।

২. শায়েখ মাদানীসহ আহলে হাদিস আলেমগণ বলেন, নবীরা গদি দখল করেন নাই, ফিরআউনের পতন হওয়ার পর গদি খালি ছিল কিন্তু মুসা (আঃ) সে গদি দখল করেন নাই। অথচ রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

" كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখনই একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন।[২৭৭]

৩. শায়েখ মাদানীর মন্তব্য, ইসলামী ব্যাংক হয়েছে, কিছু দিন পর ইসলামী মদ, ইসলামী পতিতালয় হবে ইত্যাদি। এ হল শায়েখ মাদানীর ইসলাম প্রচারের নমুনা। অথচ রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

তোমাদের সহজ ও বিনম্র আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে। কঠোর আচরণ এর জন্য পাঠানো হয়নি।[২৭৮]

৪. আল্লাহর আকার জনিত আয়াত ও হাদীসের অর্থ ভুল করে বাড়াবাড়ি করা যে, আল্লাহর কান আছে।

৫. আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ লিখেছেনঃ "একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোন অবস্থাতেই হত্যা করা জায়েয নয়।[২৭৯] আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ তার লেখা 'কে বড় লাভবান' বইয়ের শেষ কাভারে দাবী করে লিখেছেন যে, "এই বইয়ে মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত কোন অভিমত নেই" অথচ এ দাবী শুধু তিনিই করতে পারেন যিনি আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলা। যা কুরআনের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ

এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই।[২৮০]

৬. ডঃ গালিব বলেছেন, ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে।[২৮১]

৭. মুজাফ্ফর বিন মুহসিন. হেফাজতে ইসলামের নাস্তিক মুরতাদ বিরোধি আন্দোলনকে ভুয়া বিষয় বলেছেন। যে নাস্তিকরা রাসুল (সাঃ) কে গালি দেয়, সেটি নাকি ভুয়া বিষয়। অথচ রাসুল (সাঃ) কে গালি দেয়ার কারণে নাস্তিক আবু রাফে'কে রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ) রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় হত্যা করেছিলেন।[২৮২] আর মুজাফ্ফর বিন মুহসিন বলেন ভুয়া বিষয়। কি চমৎকার আক্বীদা।

৮. মাওলানা সাঈদীর সম্মিলিত দরুদ পড়াকে মাদানী বিদআত বলেছেন, কিন্তু আমানুল্লাহ মাদানী যখন সম্মিলিত দরুদ পড়েন তখন মতিউর রহমান মাদানী একেবারেই চুপ। এটা কি দলীয় প্রীতি নয়?

৯. রুহুল আমিন মাদানী ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামীলীগ দল থেকে ইলেকশন করলে তখন মাদানীর দৃষ্টিতে জায়েয। তখন ভোট দেয়াও হালাল, গণতন্ত্রও হালাল। শুধু জামায়াতে ইসলামীর জন্য হারাম। আহলে হাদিস দলের মধ্যে সেকুলার, কমিউনিষ্ট, নাস্তিক, আস্তিক সবই জায়েয। শুধু নাম ঠিক

যোগাযোগঃ facebook.com/slaveofalmightyallah

থাকলেই হয়। অনুরুপ জায়েয প্রচলিত তাবলীগীদের মধ্যে। তাইতো দেখা যায়, আহলে হাদিসদের মধ্যে ওদের বেশি আনাগোনা। কুরআন বিরোধি হলেও তো তারা লোক দেখানো সালাত পড়ে। তাই আর যায় কোথায়, মাদানী এবার ভোট দিয়েই ছাড়বেন।

১০. শায়েখ মাদানী বলেছেন, মওদূদী (রহঃ) বি. এ, পাশ লোক, আরবী লেখা পড়া জানত না। মাদানী এখানে চরম মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

১১. রাসুল (সাঃ) বাতিলদের জন্য রাজপথ ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকেন নাই। কিন্তু আহলে হাদিস আলেমগণ বাতিলদের জন্য রাজপথ উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমরা এ সব ভুলের সংশোধন চাই।

১৫২

মাওলানা সাঈদীর যে ভুল নজরে পড়ে ঃ

১. বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র, হাদিসটি জাল।[২৮৩]

২. জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও, হাদিসটি জাল।[২৮৪]

৩. আমি এলমের নগরী এবং আলী (রাঃ) তার দরজা, হাদিসটি জাল।[২৮৫]

আল্লামা সাঈদী সুফি শেখ সাদীর নাতে রাসুল (সাঃ) পড়েন-

---

২৭৭ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়, কিতাবুল ইমারাত, হা/৪৬৬৭, ইসঃ ফাউঃ হা/৪৬২১। সহীহ বুখারী, অধ্যায়, নবী ও রাসুলগণ, হা/৩৪৫৫।

২৭৮ বুখারী, অধ্যায়, উজু,হা/২২০ ইঃ ফাঃ হা/২২০

২৭৯ কে বড় লাভবান, পৃঃ ১৮৮, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

২৮০ সুরাহ বাকারা ২/২,

২৮১ ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ৩২, ড. গালিব।

282 সহীহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হা/৩০২২, ইসঃ ফাউঃ হা/২৮১০।

283 আল- কারামী, আল কাওয়ীদুল মাওজুয়া পৃঃ ৮২।

284 প্রগুক্ত পৃঃ- ২৪৬।

285 সিল সিলাতুল আহাদীসিল যঈফা, পৃঃ ১১৭৪।

"বালাগাল উলাবি কামালিহি"

মূলত এটি একটি কবিতার অংশ। কবিতায় সব কথা বলা হয় না, আকার ইঙ্গিতে বলা হয়। আবার কবতিায় অতিরঞ্জন বাড়াবাড়িও থাকে। এখানে ঘঠেছেও তাই। যার অর্থঃ তিনি স্বীয় পূর্ণতার দ্বারা সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে গেছেন। ইসলামী আক্বীদায় কোন মানুষ তার কামালিয়াত দ্বারা উচ্চ শিখরে পৌছতে পারে না। আল্লাহর রহমত ছাড়া। এখানে আল্লাহর রহমতের জায়গায় মানুষের কামালিয়াত তথা পূর্ণতায় উচ্চ শিখরে আরোহণের একমাত্র মাধ্যম বলা হয়েছে। অথচ নবী (সাঃ) এর উচ্চ মর্যদায় উচ্চ শিখরে আরোহণের একমাত্র কারণই ছিল আল্লাহর অশেষ রহমত। আল্লাহ পাক বলেন-

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو العَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে 'রুহ' নাযিল করেন যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দেয়।[২৮৬] সুতরাং রহমত একমাত্র আল্লাহরই গুণ। আল্লাহর গুণের জায়গায় মানুষের কামালিয়াত বা পূর্ণতা দ্বারা উচ্চ শিখরে আরোহণের চিন্তা করা নিঃসন্দেহে শিরক। শিরক কারীকে আল্লাহ ক্ষমাহীন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তাকে যে তাঁর সাথে শরীক করবে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন।[২৮৭] আবার ইচ্ছাকৃত ভাবে রাসুল (সাঃ) এর নামে মিথ্যা হাদিস বললে তার পরিনাম জাহন্নাম। রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আমার সম্পর্কে ইচ্ছা পূর্বক যদি কেউ কোন মিথ্যা কথা বলে সে যেন জাহান্নামে তার স্থান খুঁজে নেয়।[২৮৮] কিন্তু উপরোক্ত বিদ্বানগণ ইচ্ছা করে এসব হাদিস বর্ণনা করেন নাই। তবুও আমরা আমাদের প্রিয় নেতা আল্লামা সাঈদীর এ ভুলগুলোর সংশোধন চাই।

১৫৪

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার রচিত একামতে দ্বীন সিরাতে মুস্তাকীম এর উর্দূ অনুবাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মালিহা বাদীর ভূমিকা ঃ

তিনি লিখেছেন সমগ্র মুসলিম জাতি বিভিন্ন প্রকার গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। শুধু মাত্র আহলে হাদিস সম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম। এবং তারাই সঠিক ইসলামের উপর স্থির আছে। কিন্তু দূর্ভাগ্য তাদের মধ্যেও বিভ্রান্তির শিকড় গেড়ে বসেছে। তাদের আমল ও আক্বীদা সঠিক থাকলেও বর্তমানে তারা সীমা লংঘনে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের সীমা লংঘন যেমন প্রামাণ্য আমলসমুহে তারা প্রচারনায় লিপ্ত যা দ্বীনের গভীরতার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু চিন্তা ও গবেষণার দিক থেকে অনেক বেপরোয়া। এ কারণে তাদের ব্যবহার আন্তরিকতা বিমুখ। যার সাথে লাঞ্ছনা গঞ্জনায় জরাজীর্ণ। বর্তমানে ..... মুমেন পরস্পর বন্ধু এর পরিচয়ে নয় বরং .....

"يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ

মুয়াজ তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী?[২৮৯] হাদীসের সীমায় এসে যাচ্ছে। গুরুত্বপুর্ণ ফরিজায়ে দ্বীন জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে পড়েছে। জিহাদি প্রেরণা ও দৃঢ় সংকল্পহীন মুমেন প্রকৃত পক্ষে ঈমানের পরিপক্কতার দাবীদার হতে পারেনা। হাদীসে এসেছে-

وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ

বার হাজার সত্যিকার মুসলমানদের মোকাবেলায় কোন শক্তিই বিজয় লাভ করতে পারে না।[২৯০] কিন্তু উপমহাদেশে কোটি কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না। কারণ একটাই তারা একামতে দ্বীনের অনুভূতি থেকে তারা গাফেল। আমি আরও বলছি একমাত্র আহলে হাদিসরাই সত্যিকার ইসলামকে আঁকড়ে আছে। তারা যদি এ দুইটা বিভ্রান্তি মুক্ত হতে পারে তাহলে ইসলামকে পূর্নাঙ্গরূপ দেওয়া সম্ভব। নজদ বাসীরা জিহাদের ফরজিয়াত আদায় করে যাচ্ছে। কিন্তু ইশরাক ও তারবিয়াতের গন্ডিতে আবদ্ধ হওয়ার ফলে আশানুরূপ ফল লাভ হচ্ছে না। এটা একটা খোড়া যুক্তি যে, হিন্দুস্থানে জিহাদের প্রয়োজন নাই। বিশ্বের অন্য এলাকার চেয়ে উপমহাদেশে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অধিক। তার অর্থ এই নয় যে, অস্ত্রের জিহাদই জিহাদ বরং জিহাদ বলতে জানমাল সন্তান-সন্ততির কোরবানী, এ কোরবানীর দরজা চির উম্মুক্ত। জুলুম নির্যাতনে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনে বহু কৌশল রয়েছে। যে পথে সকল কিছুর কোরবানী করা যায়। উলেখ্য যে, আমাদের দেশে পশ্চিমা শাসনের আমলে কবি সাহিত্যিকদের রচনাও জনমনে প্রেরণা যুগিয়েছিল যেটাকে কলমের জিহাদ বলা হয়।

১৫৫

অল ইন্ডিয়া আহলে হাদিস কনফারেন্স স্মরণিকা ১৩৬৪ হিজরীর মিয়া হাফিজুর রহমানের উদ্বৃতি ঃ

যেখানে বলা হয়েছে- বর্তমানে আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী এটা আমাদের অতি নিকটে। কেননা তারা তাদের ভাষণে ও দাবীর প্রেক্ষিতে কুরআন ও সুন্নাহ পেশ করে থাকে। আমি দৃঢ় আশাবাদী অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ও তাদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরী হবে। তাই তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দেবে যে, শিরক ও তাওহীদ পরস্পর বিরোধি অনুরূপ তাক্বলীদ ও রিসালাও পরস্পর বিরোধি। তাক্বলীদ ও ইত্তেবায়ে রাসূল (সাঃ) যেমন এক খাপে দুই তলোয়ার যদি মৌখিক ঘোষণার সাথে দৃঢ়ভাবে সুন্নাহ্র অনুসারী হয় যেমন আহলুল হাদিস হজরাত ও আহলে হাদিস জাম'য়াত পূর্বে উলেখিত চার মঞ্জিলের প্রথম মঞ্জিল পেরিয়ে দ্বিতীয় মঞ্জিলে পদার্পন করবে। অর্থাৎ তানজীম ও তরবিয়াতের পর দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সকল মতভেদ ভূলে সত্যিকার মুসলিম গঠন করে খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথে পা রাখবে।[২৯১] উলেখ্য যে,

---

286 সুরাহ আল মুমিন ৪০/১৫

287 সুরাহ আন নিসা ৩/১১৬।

288 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, কিতাবুল ইলম, হা/১০৯, ইসঃ ফাউঃ হা/১১০।

289 সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আচার ব্যবহার, হা/৬১০৬, ই,ফা, হা/৫৫৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩১,

290 সুনানে তিরমিযি, হা/১৬৪৩, ইসঃ ফাউঃ হা/১৫৬১।

291 দারুল কুরাআন আল হাদীস, নসিম বিল্ডিং শির্দি পুরা, নয়াদিল্লী।

ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও দেওবন্দী সুফীরা জামায়াতে ইসলামীর বিরোধি তবুও জামায়াতে ইসলামীর কিছু কিছু লোক ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও দেওবন্দী সুফীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ।

দেওবন্দী সুফী

জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী দল নয়, আমরা রাজাকারের ফাঁসি চাই। তাছাড়া জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী পোষাকদারী কিছু ধর্মনিরপেক্ষ বাদীদের কলাম প্রকাশ এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে একেবারেই ব্যকুল। যা খুবই আপত্তিকর।

কাদের সিদ্দিকি

কাদের সিদ্দিকি বলেন, জামায়াত ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা (রহঃ) এর ফাঁসির ৩ দিন পর ময়মনসিংহ এলাকাধীন দেওখোলা বাজারে কাদের সিদ্দিকির মিটিংয়ে গিয়েছিলাম। তিনি তার বক্তৃতার শুরুই জামায়াতে ইসলামীকে অভিশপ্ত দল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। নামাজের বিরতি চাইলে তিনি ধমক দিয়ে বলেন, নামাজের চেয়ে আন্দালন বড়, আপনার সালাত আপনি পড়েন গিয়ে। ওহ! আমি দিগন্ত টিভিতে কথা বলি, আর নয়া দিগন্তে কলাম লেখি, এ দেখে ভাববেন না যে আমি ওদের কথা বলি বরং আমি রাজাকার বিরোধি কথা বলে থাকি ইত্যাদি। তারই সাথে জামায়াতে ইসলামী সহীহ্ আক্বীদাহ্ ও সংস্কারবাদী দল হওয়া সত্ত্বেও, নবী (সাঃ) এর সুন্নাহকে ঠেলে দিয়ে মাযহাবী প্রভাবে জাল ও জঈফ দলীল গুলো আঁকড়ে ধরার পাশাপাশি সুফি প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এমন কিছু কথা তাঁরা বলেন, যা তাওহীদের গায়ে আঁচড় লাগে। ফলে তাদের কতিপয় লোক হানাফী মাযহাবের অন্ধ অনুসারী হয়ে, শিরক আত্তাক্বলীদ এর মত বড় একটি শিরকের সাথে জড়িত? আর হানাফী মাযহাবের প্রতি অন্ধ ভালবাসা থাকার ফলে তারা আজ শিরক আল মুহাব্বাতে নিমজ্জিত। আল্লাহ পাক বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُباً لِّلَّهِ

মানুষের মধ্যে এমন কতক সম্প্রাদায় রয়েছে যারা আল্লাহ এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে যাদেরকে তারা আল্লাহ মতো ভালোবাসে।[২৯২] তাই জামায়াতে ইসলামী ভাইদের ইক্বামতে দ্বীনের দ্বায়িত্ব পালনের পাশাপাশি, সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে রাসূল (সাঃ) এর পরিপূর্ণ সুন্নাহ এর উপর আমল করা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে বিদআত বর্জন ও তাওহীদের পরে নামাযের মত শ্রেষ্ঠ ইবাদতকে মাযহাবী ভাবধারায় না পড়ে রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতিতে সালাত পড়া বা আমল করা জরুরী। একামতে দ্বীনকে কায়েম করার লক্ষ্যে, হরতালের নামে গাড়ি ভাংচুর করা ইসলাম সমর্থিত হতে পারে না। কেননা একজনের অপরাধে অন্যজন শাস্তি পেতে পারে না। এটি এক ভারি অন্যায়, যা ক্ষমার অযোগ্য। তাই জামায়াতে ইসলামীর উচিৎ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। তবে একথা অস্বীকার করার উপাই নাই যে,

জামায়াতে ইসলামী একামতে দ্বীনের ঝুকিপূর্ণ যে বিরাট অবদান অব্যাহত রেখেছেন, যা প্রসংশার দাবি রাখে। তারা আল কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজ সংস্কার ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষানীতি চিকিৎসানীতি নাস্তিক, মুরতাদ ও বিজাতীয় মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ের জন্য কর্মৎতপরতা চালিয়ে যাচ্ছে আপোষহীন ভাবে। তাদেরই অংগ সংগঠন জিহাদী কাফেলা এক ঝাঁক তরুণ নিয়ে গঠিত ইসলামী ছাত্র শিবির। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের আত্মদানের জুড়ি নেই। আল্লাহ পাকের বাণী-

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তামাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের আর নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে আর তারাই হল সফলকাম।[২৯৩] অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তোম উম্মত মানব জাতির কল্যণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কর্মের বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[২৯৪] উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের দাবী অনুযাযী যে দলটি কাজ করে যাচ্ছে তারই নাম জামায়াতে ইসলামী ও তার অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির। তাই আহলুল হাদিসভাইদের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, তাওহীদের দাবী অনুযায়ী, বিজাতীয় মতবাদ তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, জাতীয়তাবাদ এর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নার উপর আমল করা অত্যন্ত + জরুরী। সাথে সাথে সমালোচকদেকে সবিনয় অনুরোধ করছি- আপনারা নিতান্তই ইসলামের অতন্ত্র প্রহরী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে ভুল বুঝেছেন। তাই আপনারা জামায়াত সম্পর্কে ভাল করে জানুন ও বুঝুন, অনুধাবন করুন। তাদের সাথে মত বিনিময় করুন।

তাহলে হয়তোবা আপনাদের ভূল ধারণা ভেঙ্গে যাবে। মনে রাখবেন একটি মিষ্টি নিয়ে না খেয়ে মুখের চার পাশে মাখামাখি করলে মিষ্টির স্বাদ যেমন পাওয়া যায় না। তেমনি জামায়াতে ইসলামীতে প্রবেশ না করে আপনারা তা বুঝতে পারবেন না। এবার ধর্ম নিরপেক্ষবাদ ও জাতীয়তাবাদী ভাই ও বন্ধুদেরকে বিনয়ের সাথে বলবো– আপনারা রাজা অষ্টম হেনরি ১৫৩৭ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের থেকে তৈরী ধর্মহীন তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এবং ১৯০৫ খ্রীঃ হিন্দুদের দেওয়া জয় বাংলাকে বর্জন করে, কুরআন ও সুন্নার পথে চলার চেষ্ঠায় রত থাকুন, কেননা আমরা সবাই মুসলমানের সন্তান, আমরা ইসলামী কায়দায় জীবন যাপন করতে ভালবাসি। আমাদের প্রত্যেকের তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কামনা থাকা উচিৎ। মনে রাখবেন জাতীয় জীবনে ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্ঠা না করে, ব্যক্তি জীবনে যে যত ইবাদতই করুক না কেন তা ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ নয়। মুসলমান লম্বা দাড়ি রেখে, গায়ে লম্বা জামা

---

[292] সুরাহ আল বাকারা ২/১৬৫।

[293] সূরাহ আল ইমরান ৩/১০৪।

[294] সূরাহ আল ইমরান ৩/১১০।

পরে, হাতে তসবীহ নিয়ে, মসজিদে যাবে, মিলাদ পড়বে, শিন্নী খাবে, খৃষ্টান গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে পাদ্রীদের পোশাক পরে গির্জাতে যাবে, বৌদ্ধ গেওয়া বসন পরে মাথা ন্যঁড়া করে প্যাগোডায় যাবে, ইহুদি লম্বা জুব্বা পরে ঢেবিডা স্টার ঝুলিয়ে উপাসনালয়ে যাবে, বাউলগণ পঞ্চরস ভক্ষণ করে মাজারে যেয়ে গিটার বাজাবে এবং পীর ও সুফিগণ খানকাতে বসে উরশের নামে জিকরের ধ্বনি তুলবে, ধর্ম নিরপেক্ষবাদ ও জাতীয়তাবাদী ভাইয়েরা শহীদের নামে শহীদ মিনারে যেয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবে, শিখা চিরন্তনের নামে অগ্নি উপাসনা করবে, এগুলি ইসলামের পূর্ণরূপতো নয়-ই বরং ইসলাম বর্হিভূত চিন্তা। যা বিজাতীয়দের থেকে আমদানী করা ভ্রান্ত মতবাদ। কাজেই সব মতভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের এক তাওহীদের পতাকাতলে আবদ্ধ হওয়া জরুরী। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন, আমীন।

যোগাযোগঃ facebook.com/slaveofalmightyallah